THE BENGALI INSTRUCTOR

OR THE

USE OF SCHOOLS

No. III.

বালকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত

বঙ্গীয়

পাঠাবলী

তৃতীয় খণ্ড।

CALCUTTA:

PRINTED FOR THE CALCUTTA SCHOOL BOOK SOCIETY

AT THE SATYARNABA PRESS.

1854.

PREFACE

This Reader contains chiefly extracts from Native works, published at different periods during the last twenty years.

The subjects are—the Gold of Scripture—the Megpanna a Thag tribe—Life of Ferguson the Astronomer—the Salt Mines of the Panjab—the Silk Worm—Manners of the Coles—Musalman Saints—a Frog in a Stone—the Advantages of the Printing Press—Great Statue in London—Wonderful Veil—Knowledge and Truth—the Indus—Transparent Watch—Anecdote of Akbar—the Tower of Pánduá—Hidden Worth—Hinduism in Bali—Ghat Murders—Steam Engine—Women devoted to Christ—the Echo—Nasir Khan—the Dissolution of all things—Sanskrit—Pity—Wonderful Spring—the Tea Tree—Anecdote—the Loadstone—the Whale—the Silver of Scripture—Balloons—The Armenians—Lies—Autobiography of Ram Mohan Ray—the New Mint—Productions of India—the Tin of Scripture—the Human Body—the Lead and Copper of Scripture—the Study of a Foreign Language—the Sagar Mela—the Siamese Twins—the Iron of Scripture—the Arteries—Similes—The Ox and the Ass—Breathing—Sagacity of Elephants.

ii.

In this collection of Extracts is a translation in simple language of an excellent little work published in England called the *Metals of Scripture,* which interweaves some of the important facts of the Bible with an account of these Metals.

সূচী পত্র।

পাঠাবলির তৃতীয় ভাগ।

স্বর্ণের বিষয়।

স্বর্ণ এক উজ্জ্বল ও তেজস্কর, শক্ত ও গুরুতর এবং সুদৃশ্য ও নির্ম্মল পীতবর্ণ ধাতু—এই সকল স্বর্ণধাতুর গুণ বটে, কিন্তু এতদ্ভিন্ন ইহার আর২ গুণ আছে, যাহা অন্য সকল ধাতুতে সামান্যরূপে পাওয়া যায়, আর সেই সকল গুণের দ্বারা আমরা এক ধাতু হইতে অন্য সকল ধাতুর নির্ণয় করিতে পারি। স্বর্ণ এক আহননীয় ধাতু, অর্থাৎ যাহাকে হাতুড়ি দিয়া আঘাত করিলে সূক্ষ্ম ও লঘু হয়; শিলাধাতু ও কাঁচ এবং খড়ি এতদ্রূপ নহে, বরং তাহা আঘাত মাত্রে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া যায়।

স্বর্ণ এক বিস্তরণীয় ধাতু যাহা আকর্ষণ করিলে দীর্ঘ সূক্ষ্ম সূত্র হইয়া বৃদ্ধি হয়, স্বর্ণের মোহর যদি আকর্ষণ করা যায়, তবে তাহার দীর্ঘ পরিমাণ প্রায় সাড়ে চারি ক্রোশ পর্য্যন্ত হয়।

স্বর্ণ এক আটাল ধাতুতে মিশ্রিত যাহার ক্ষুদ্র২ অংশ সকল পরস্পরে এমন গাঢ়রূপে ও দৃঢ়রূপে সংলগ্ন আছে, যে স্বর্ণের অতিসূক্ষ্ম সূত্র এক গুরুতর বস্তুকে ভগ্ন

ব্যতিরেকে অনায়াসে ধারণ করিতে পারে, স্বর্ণ দলিত হইলে চূর্ণ না হইয়া বরং যে বিস্তীর্ণ ও সূক্ষ্ম এবং লঘু হয় তাহার কারণ এই সে এক আটাল ধাতু।

উত্তর আমেরিকাস্থিত মেক্সিকো ও কালিফর্নিয়া, এবং দক্ষিণ আমেরিকাস্থিত ব্রাজিল ও পিরু এই সকল দেশের আকর হইতে অধিকাংশ স্বর্ণ উৎপন্ন হয়, আফ্রীকা দেশের নদ নদী তীরস্থিত বালুকাময় স্থানেতেও পাওয়া যায়, এ কারণ আফ্রীকার এক অংশ স্ববর্ণ তীর বলিয়া বিখ্যাত আছে, যেহেতুক তথায় স্বর্ণ অধিক জন্মে। হাবিলা এবং ওফীর নামে দুই স্থান স্বর্ণ বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ আছে, তাহা ধর্ম্ম পুস্তকে জ্ঞাত করে, বোধ হয় হাবিলা দেশ পারস্য মোহনার নিকটে এবং ওফীর দেশ আফ্রীকা দেশের পূর্ব্ব তীরে সুফসমুদ্রের নিকটে আছে।

যাত্রা পুস্তকের ৩২ অধ্যায় পাঠ করিলে এক খেদের বিষয় দেখিতে পাইবা যে, হারোণ ও ইস্রায়েল লোক সকল, মিশর দেশহইতে যাত্রা করণের কিছু দিন পরে স্বর্ণ প্রতিমার অর্চ্চনাতে অনুরক্ত হইয়াছিল। মূসা সিয়ন পর্ব্বতে আরোহণ করিলে তাহার কিছু দিন বিলম্বে ঐ লোকেরা তাঁহার অপেক্ষা করিতে না পারিয়া বরং ক্লান্ত হইয়া হারোণের নিকটে একত্র হওত তাহাকে কহিল, "আমাদের অগ্রসর হইয়া যাইতে আমাদের নিমিত্তে দেবতা নির্ম্মাণ কর, কেননা মিশর দেশহইতে বাহির করিয়া আনিল যে মূসা তাহার কি দশা ঘটিল তাহা আমরা জানি না"। তখন হারোণ স্ববর্ণের

অলঙ্কার সকল তাহাদের নিকট হইতে লইয়া তাহা অগ্নিতে দ্রব করিয়া তদ্দ্বারা এক সুবর্ণের গোবৎস নির্ম্মাণ করিয়া কহিল “হে ইস্রায়েল বংশ যে দেবতা তোমাদিগকে মিশর দেশহইতে বাহির করিয়া আনিল সে এই” তাহাতে লোকেরা ঐ গোবৎসকে পূজা করিয়া “পর দিবসে প্রত্যূষে উঠিয়া ভোজন পান করিতে বসিল, পরে ক্রীড়া করিতে উঠিল” ও তাহার সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল।

১ রাজাবলির ১২ অধ্যায়ের ২৬ অবধি ৩১ পদ পর্য্যন্ত পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায়, যে পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কতক বৎসর পরে, যারবিয়ামের কুমন্ত্রণায় ইস্রাএল লোক পুনশ্চ স্বর্ণময় গোবৎস পূজন মহাপাপে পুনঃপতিত হইয়াছিল। ইস্রাএল লোকেরা যিরূশালমস্থ পরমেশ্বরের মন্দিরে আরাধনার্থ গমন করিয়া থাকিত, অতএব লোকেরা যিরূশালমে পুনঃ২ যাতায়াত করিলে পাছে যিহূদার রাজা রিহবিযামের প্রতি তাহাদের মন ফিরে এই ভয়ে যারবিয়াম্ তাহাদেব তথা গমন নিবারণাভিপ্রায়ে স্বর্ণময় গোবৎসদ্বয় নির্ম্মাণ করাইয়া একটী বৈথেলে, ও অন্যটী দান নামক স্থলে স্থাপন করিল, এবং তাহা পূজা করিতে লোকদিগকে প্রবৃত্তি লওয়াইল। এই রূপে যারবিয়াম ইস্রাএল লোকদিগকে ঈশ্বর নিরূপিত স্থানে গমন নিবারণ করিয়া বিধিমতে পরমেশ্বরের ভজনা করণে তাহাদিগেব প্রতিবন্ধক হইলেন।

নিবূখদনিৎসর রাজা ৬০ হস্ত উচ্চ ও ৬ হস্ত স্থূল এক

স্বর্ণময় প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া বাবিল্ প্রদেশের দূরা নামক নিম্নস্থানে স্থাপন পূর্ব্বক আজ্ঞা প্রকাশ করিলেন, যে স্বস্থাপিত স্বর্ণময় প্রতিমার সাক্ষাতে সকলই নতমস্তক হইয়া প্রণাম করিবে, অন্যথা তদ্দণ্ডে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিঃক্ষিপ্ত হইবে। ইহার প্রস্তাব দানিয়েলের ৩ অধ্যায়ে লিখিত আছে।

ধর্ম্মপুস্তকে বিবৃত এই তিন প্রতিমার বৃত্তান্ত পঠনে অবগতি হয় যে হারোণ কর্তৃক নির্ম্মিত স্বর্ণময় গোবৎস পূজাকরণ জনিত শাপ প্রযুক্ত ইস্রাএল লোক প্রতি ঈশ্বর অতিক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে কেমন দণ্ড প্রদান করিলেন। আর অহিয় ভবিষ্যদ্বক্তা দ্বারা যারবিয়ামের নিকটে কেমন ভয়ানক সম্বাদ প্রেরিত হইয়াছিল, এবং নিবূখদনিৎসর রাজা স্বস্থাপিত তুচ্ছনীয় প্রতিমার অসারতা বিষয় কেমন বোধ পাইয়া অবশেষে স্বীকার করত কহিলেন যে, কেবল একই সত্য ঈশ্বর আছেন তিনি আপনার লোকদিগের উদ্ধার ও তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকেন। এই সকল সুবর্ণ প্রতিমা পূজাকরণজনিত যে পাপ তাহা প্রতিমাপূজা পাপ বলা যায়; কেননা তৎপূজনে "তুমি আপনার জন্যে কোন খোদিত মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিও না" এই ঈশ্বরাজ্ঞা লঙ্ঘিত হয়।

ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে "অজ্ঞান মিথ্যা দেবদেবীপূজকদিগের প্রতিমা স্বর্ণ রৌপ্য নির্ম্মিত ও মনুষ্যের হস্তকৃত"; কিন্তু আমি তৎপ্রতিমা বিষয় কহি না। খ্রীষ্টীয়ান দেশ মধ্যে এমন কোন্ লোক আছে যাহারা স্বর্ণকে ঈশ্বর জ্ঞান

করত; হারোণ ও যারবিয়াম এবং নিবুখদনিৎসর সদৃশ ঈশ্বরকে ক্রুদ্ধ করিয়া থাকে। “অন্তঃকরণের মধ্যে প্রতিমা স্থাপন করা” বা কি, তাহার ভাবার্থ জান? ঈশ্বরাপেক্ষা আমরা যে কোন বিষয় অধিক প্রেম ও চিন্তা করি, তাহাকেই আমাদের অন্তঃকরণের প্রতিমা কহি। কত লোক আছে যাহারা স্বর্ণের প্রতি প্রত্যাশা করিয়া থাকে, ও স্ববর্ণকে আপনাদের আশ্রয় বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। যে লোকেরা ঈশ্বরকে প্রেম করে না ও তাঁহার বিষয় চিন্তা করে না, এবং তাঁহার অনুসন্ধানও করে না, কিন্তু ধনলোভী হইয়া সদাসর্ব্বদা কেবল ধনচিন্তায় মগ্ন হইয়া অর্থলাভে ব্যস্ত থাকে, তাহারাই আপনাদের অন্তঃকরণে স্বর্ণময় প্রতিমা স্থাপন করিয়া তাহার পূজা করে।

কএক বৎসর গত হইল ইউরোপ, আশিয়া, আফ্রিকা এই তিন ভাগস্থ লোকেরা প্রচুর স্বর্ণ পূরিত পশ্চিম খণ্ডস্থ দেশ সকলের বিষয় জানিত না। কিন্তু আমেরিকা দেশ প্রকাশ হইলে পর, স্পেনদেশীয় লোকেরা ঐ স্থানে যাইয়া স্বর্ণ কি প্রকারে উপার্জ্জন করা যায়, তদ্বিষয়ে স্থির উপলব্ধি পাইয়া তাহা অধিকার করিতে মনঃস্থ করিল। ঐ দেশীয় লোকেরা স্পেনদেশীয় লোকদিগকে প্রথমতঃ বিস্তর স্বর্ণ বিতরণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু ইহাতেও তাহারা সন্তুষ্ট না হইয়া বরং আরো অধিক পাইতে ইচ্ছুক হইয়া ঐ দেশীয় লোকদিগের কোন কাহাকে যদি কোন সময়ে স্বর্ণ অধিকার করিতে দেখিত, তবে ঝটিতি যাইয়া তাহার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক তাহা অপহরণ

করিত, এবং যদি ঐ স্বর্ণাধিকারী ব্যক্তি তাহা দিতে অস্বীকৃত হইত, তবে তাহারা তাহাকে অতি নিষ্ঠুরতাপূর্ব্বক যন্ত্রণা দিয়া নিহত করিত। এই প্রকারে ঐ দুর্ভাগ্য প্রাণি সকল অল্পবৎসরের মধ্যে সংহারিত হইলে কিম্বা স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত হইলে পর ঐ নিষ্ঠুর জযিরা তাহাদিগের স্বর্ণপূরিত দেশ অধিকার করিয়া লইল।

অনেকে আছে যাহারা স্পেনীয় লোকদিগের সদৃশ; যদ্যপি উহাদের ন্যায় আচার না করুক্, তথাপি অন্যমতে স্বর্ণকে আপনাদিগের দেবতা জ্ঞান করিয়া থাকে। এবং লোকেরাও স্বর্ণকে আপনাদের দেবতা জ্ঞান করত পাপে প্রবৃত্ত হয়, আর যেমন এক পাপ অন্য পাপে প্রবৃত্তি লওয়ায, তদ্রূপ তাহারা নিষ্ঠুরতা ও চৌর্য্য এবং নরহত্যা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। যাহারা এই সংসারের ধনে ধনী হইতে বাঞ্ছা করে, তাহাদিগের প্রতি সাধু পৌল কহেন যে "তাবৎ পাপেব মূল ধনাশা" ধনাশা করিলে, অর্থাৎ ধনলোভী হইলে মহা পাপ হয়, এবং সেই লোভেতে মন ঈশ্বরহইতে নিবৃত্ত হইয়া পৃথিবীস্থ বিষয়ে আসক্ত হয়। আর ইহা এক ভয়ের বিষয় যে এই সংসারের বিষযে যাহারা প্রেম করে ও তাহার ধনে ধনী হয় এবং তাহার উত্তম বস্তু সকল আকাঙ্ক্ষা করে, তাহারা পর জগতে সত্য ধনের কোন অংশ পাইতে পারিবেক না; কারণ "যাহারা দেবপূজকদের মধ্যে গণিত লোভী তাহারা খ্রীষ্টের অর্থাৎ ঈশ্বরের রাজ্যে কোন অধিকার পাইবে না" ইফি ৫; ৫)

বালকেরা কি এই মত পাপকর্ম্ম করিতে পারে? হাঁ, তাহারা স্বর্ণে প্রীত হয় এবং ধনী হইতে বাঞ্ছা করে, এবং বিষয় চিন্তা করে, আর অধিক ধন পাইতে প্রয়াস করিয়া থাকে; অতএব লোভের প্রতি সতর্ক হইয়া প্রার্থনা কর, আর ঈশ্বরের সাহায্য দ্বারা তাহা দমন করিতে স্মরণ কর, নতুবা সে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওত প্রচণ্ড হইয়া উঠিবে। লোভি বালক সময়ানুক্রমে লোভি মনুষ্য হইয়া উঠিতে পারে, তাহা হইলে " লোকদিগকে বিনাশে ও নরকে মগ্ন করে যে অভিলায এমন অনেক অজ্ঞান ও হিংসাজনক অভিলাষের বশীভূত হয়।" (১ তিম ৬; ৯) "হে প্রিয় সন্তানেরা তোমরা এই সকল প্রতিমা হইতে আপনাদিগকে রক্ষা কর।"

তবে কি ধনী হইলে দোষ হয়? না, এমত নয়, যদি ধন অন্যান্য দানের সদৃশ যাথার্থ্য ও সরল লাভে উপার্জ্জিত হয়, তবে তাহাকে ঈশ্বরদত্ত দান বলা যায়, আর ঈশ্বর আপন প্রভাব প্রকাশ করণার্থ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিজ অভিমতানুসারে যাহার যেমন ইচ্ছা তদনুসারে তাহাদিগকে ঐ সকল ধন দান করিয়া থাকেন। অতএব ধনী হইলে যে দোষ হয় তাহা নহে, কিন্তু যাহাতে ঈশ্বরকে বিস্মৃত হওয়া যায়, এবং ঈশ্বর আপন প্রেমকারিদের জন্যে যে স্বর্গীয় ধন প্রস্তুত করিয়াছেন, তদ্বিষয় অমনোযোগী হওয়া যায় এমত ধনোপার্জ্জনে অতিশয় আকিঞ্চন করিলে দোষ জন্মে।

আমরা মন্দ কর্ম্মে বহুধা স্বর্ণের ব্যয় দেখিতেছি। কিন্তু

ঈশ্বরের সেবার্থে কি প্রকারে তাহা ব্যবহার্য্য হয়, তদ্বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকে যাহা লিখিত আছে, তাহা আমরা এক্ষণে বিবেচনা করি।' ঈশ্বরের আরাধনা জন্য মূসাকর্ত্তৃক প্রান্তরের মধ্যে যে তাম্বু নির্ম্মিত হইল ও সুলেমান রাজা কর্ত্তৃক যিরূশালমে যে মন্দির স্থাপিত হইল, তাহা তুমি জান; আর ইস্রাএল লোকেরা আপনাদিগের উত্তম ও বহুমূল্য স্বর্ণ সকল একত্র করিয়া পরমেশ্বরের সেবার্থে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাহা দান করিল, তাহাতে ঐ উভয় স্থানের মধ্যে যে সকল দ্রব্য ছিল অর্থাৎ মেজ ও দীপবৃক্ষ ও আবরণপাত্র ও পবিত্রপাত্র ইত্যাদি ও আর ২ পাত্র সকল নির্ম্মল সুবর্ণে নির্ম্মিত ও মণ্ডিত ছিল।

তবে ইহাতে আমরা এই শিক্ষা পাই; যে উক্ত লোকেরা যেমন আপনাদিগের বহুমূল্য স্বর্ণ সকল স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পরমেশ্বরের সেবার্থে দান করিল, তদ্রূপ আমাদেরও উচিত যে আপনাদিগের স্বর্ণ ধনাদি অথবা তাহা যদি না থাকে, তবে যাহা আমাদিগের পক্ষে তত্তুল্য বহুমূল্য হয় তাহাই ঈশ্বরের প্রতি প্রদান করি। অতএব যাহা-দিগের অর্থ থাকে তাহাদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারা আপনাদিগের অর্থের কিয়দংশ পরমেশ্বরের সেবার্থে ব্যয় করেন। ধনি লোকদিগের স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য যে তাহারা যে সকল ধনের অধিকারী হয় সে সকল তাহা-দিগের নিজের নহে, যে তাহারা স্বেচ্ছানুসারে তাহা ব্যয় করিবে। ধন ঈশ্বর হইতে আইসে এবং ঈশ্বর তাহাদিগের স্থানে সমুদয় বুঝিয়া লইবেন যেহেতুক " সৈন্যাধ্যক্ষ

পরমেশ্বর কহেন, তাবৎ রৌপ্য আমার, ও তাবৎ স্বর্ণ আমার” (হগ ২.৮.) আর বালকদিগেরও উচিত যে তাহারা পরমেশ্বরের গৌরবার্থে আপনাদিগের ধন ব্যয় করে। তাহাদিগের নিকটে বিস্তর ধন থাকিতে পারে না বটে, তথাচ যে অল্প নৈবেদ্য তাহাদের নিকটে থাকে, তাহা যদি তাহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দিতে সম্মত হয়, তবে ঈশ্বর বয়ঃপ্রাপ্ত লোকদিগের নৈবেদ্য সদৃশ তাহাদিগেরও নৈবেদ্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হয়েন। অতএব তোমার পক্ষে যাহা বহুমূল্য অর্থাৎ তোমার শরীর ও শক্তি ও শৈশবকাল এবং শরীরের প্রধানাংশ যে আত্মা এই সকল তুমি ঈশ্বরের স্থানে সমর্পণ কর। যৌবনাবস্থা তোমার জীবনের অত্যুত্তম কাল, অতএব তাহাও ঈশ্বরেতে অর্পণ কর।

ঈশ্বরের বাণী সুবর্ণের সহিত তুলনীকৃত হইয়াছে। দায়ূদ ঈশ্বরের বাক্যের বিষয় কহেন যে তাহা “কাঞ্চন ও তপ্তকাঞ্চন অপেক্ষাও শোভনীয়” (গীত ১৯; ১০) দায়ূদ স্বর্ণ রৌপ্য ধনে অতিশয় ধনী ছিলেন বটে, তথাচ তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছিলেন, যে তদুভয়াপেক্ষা পরমেশ্বরের বাণী অতি বহুমূল্য হয়। তাহা কেন বহুমূল্য হয়? যেহেতুক ধনে যে সকল উত্তম বস্তুর ক্রয় করা যায় না, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বিষয়ও ধর্ম্মপুস্তক আমাদিগকে প্রদান করিতে পারে। আর আমরা যাহাতে এই জীবনে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারি, এমন বহুতর বস্তু স্বর্ণ আমাদিগকে দান করিতে পারে বটে,

কিন্তু আত্মার সুখ ও শান্তি কোন মতে দান করিতে পারে না, কেবল ঈশ্বরের বাণী আমাদিগকে তাহা প্রদান করিতে পারে। তাহা এক ধনাকর স্বরূপ; তাহা ক্রমশঃ খনন করিলেও ক্ষয় না পাইয়া বরং আমাদিগকে অনন্ত ধনের অধিকারী করেন। আর পরমেশ্বর আপন পুস্তকে যে সকল বহুমূল্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, ও আপন বাক্যের যে সকল সত্যতা জানাইয়াছেন, তাহার পরিসীমা নাই, সে সকল স্বর্ণের সদৃশ, তাহার প্রত্যেকেই আমাদিগকে অনন্ত সুখে সুখী করিতে পারে। তবে কি পর্য্যন্ত ধর্ম্ম-পুস্তকে আমাদিগের প্রীতি বহুমূল্য জ্ঞান করা কর্ত্তব্য।

সুবর্ণের সহিত জ্ঞান তুলনীকৃত হইযাছে। আয়ূব্ জ্ঞান ও বুদ্ধির বিষয় কহেন যে তাহা "ওফীরের সুবর্ণ ও বহুমূল্য মাণিক ও নীলকান্ত মণি তত্তুল্য মূল্য হয় না, এবং স্বর্ণ ও স্ফটিক তাহার তুল্য হইতে পারে না, এবং তাহার পরিবর্ত্তে উত্তম স্বর্ণাভরণও দত্ত হইতে পারে না." (আয়ূব ২৮. ১৬, ১৭) কিন্তু যে জ্ঞানের উল্লেখ এই স্থানে করা গিয়াছে সে কোন্ জ্ঞান? তাহাকে ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান বলা যায়, আর এই যে পবিত্র বিষয়ক জ্ঞান কেবল বুদ্ধি হইতে হয়, তাহা নহে, কিন্তু অন্তঃকরণ ও বুদ্ধি এই উভয় হইতে হয়। ক্ষেত্রমধ্যে আচ্ছাদিত ধন যে ব্যক্তি পাইয়াছিলেন, তিনি অতি জ্ঞানী, কারণ তিনি বহু পরি-শ্রমে অন্বেষণ করিয়া তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; অনেকে সেই ক্ষেত্র মধ্য দিয়া গমনাগমন করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার ন্যায় কেহই তথায় অনুসন্ধান করে নাই। অতএব

এক্ষণে যদি তুমি সত্যরূপে পরিত্রাণ বিষয়ক জ্ঞানী হইতে চাহ, তবে প্রার্থনা করত পরমেশ্বরের বাক্যানুসন্ধান পূর্ব্বক তদনুরূপ জ্ঞানী হইতে যত্নবান্ হও। জ্ঞানের নিমিত্তে প্রার্থনা কর, তবে তাহা তোমাকে দত্ত হইবে।

ঈশ্বরের সভা অর্থাৎ তাঁহার লোক সকল সুবর্ণের প্রদীপ স্বরূপ। আমরা প্রকাশিতের প্রথম অধ্যায় পঠনে জ্ঞাত হই, যে সাধু যোহন যে সপ্ত সুবর্ণের প্রদীপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা পরমেশ্বরের সপ্ত মণ্ডলীর নিদর্শন স্বরূপ, আর সিখরিয়ের চতুর্থ অধ্যায়ে যে সুবর্ণের প্রদীপ বিষয় লিখিত আছে তাহাও পরমেশ্বরের মণ্ডলী অর্থাৎ তাঁহার লোকের বিষয় দৃষ্টান্তভাবে নিদর্শন করা গিয়াছে। এক্ষণে স্বর্ণের প্রদীপের সহিত ঈশ্বরের লোকের কেন তুলনা করা গিয়াছে? মনুষ্যেরা প্রদীপ জ্বালিয়া দীপাধারের উপরেই রাখে তাহাতে ঐ দীপ চতুর্দিক্স্থিত লোকসমূহকে আলোক প্রদান করে; তদ্রূপ ঈশ্বরের লোক সকল জগতের দীপ্তিস্বরূপ, তাহাদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারা সুসমাচারের দীপ্তিরূপ যে সৎক্রিয়া তাহা চতুস্পার্শ্বস্থিত লোকসমুদায়ের সাক্ষাতে প্রকাশ করে; যদ্রূপ প্রভু আপন শিষ্যবর্গের প্রতি কহিয়াছেন, যথা "মনুষ্যদের সাক্ষাতে তোমাদের দীপ্তি সপ্রকাশ হউক্ তাহাতে তাহারা তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার ধন্যবাদ করিবে." (মথি ৫; ১৬.) কিন্তু প্রদীপতো স্বগুণে দীপ্তি প্রদান করে না, তাহার এতাদৃশ স্বাভাবিক, কোন গুণ বা ক্ষমতা নাই; প্রদীপ তৈলে পরিপূর্ণ হইলে

আর তৈল দশার সহিত মিলিত হইয়া দগ্ধ হইলে উজ্জ্বল কিরণ প্রকাশ করে; তদ্রূপ ঈশ্বর সেবকদের নিজের কোন দীপ্তি নাই যে তাহারা প্রকাশ করে, তাহারা স্বভাবতঃ অন্ধকার ও অজ্ঞান এবং পাপিষ্ঠ; কিন্তু তৈল স্বরূপ যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাহাতে তাহাদিগকে দীপ্তি প্রদান করে ও পবিত্রতায় ও প্রেমে পরিপূর্ণ করে এবং তাহাদিগের সমস্ত ক্রিয়া ও কথোপকথনে সেই দীপ্তি প্রকাশ করিতে সাহায্য করে। অতএব যাহাতে এই তৈল পাও, এমন যত্নবান্ হও। আর যাহারা প্রদীপ লইল, কিন্তু সঙ্গে তৈল লইল না, এমন নির্বুদ্ধি কুমারীদিগের সদৃশ হইও না, অর্থাৎ যাহাদিগের অন্তঃকরণে ঈশ্বরের অনুগ্রহ নাই এতাদৃশ বাহ্যিক সেবকদিগের সদৃশ হইও না; কিন্তু যাহারা প্রদীপ ও পাত্রেতে তৈল লইল এমন সুবুদ্ধি কন্যাদিগের সদৃশ হও।

মণ্ডলীস্থ দীপাধার সকল নির্ম্মল সুবর্ণে মণ্ডিত ছিল, তদ্রূপ ঈশ্বরের প্রকৃত সেবকদিগের নির্ম্মল হওয়া উচিত। তাহারা স্বভাবতঃ অতিশয় অপবিত্র আছে, কিন্তু ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা তাহারা পাপ হইতে পরিষ্কৃত ও পবিত্র হয়, আর দিনে ২ উত্তরোত্তর অধিকতর পবিত্র হইতে চেষ্টা করে, কারণ ঈশ্বর কহিয়াছেন "আমি পবিত্র, একারণ তোমরাও পবিত্র হও" (১ পিতর ১; ১৬)।

পুনশ্চ, স্বর্ণ যেমন বহুমূল্য, তদ্রূপ পরমেশ্বরের মণ্ডলী তাঁহার সাক্ষাতে বহুমূল্য, এবং লোকেরা যেমন স্বর্ণকে সাবধানে ও যত্নে রাখে, তদপেক্ষা পরমেশ্বর আপন

লোকদিগকে যত্নপূর্ব্বক আপন স্বর্গীয় বিধানে রাখেন। তিনি তাহাদিগকে আপন "রত্ন" ও "বিশেষ ভাণ্ডার" বলিয়া কহেন। তিনি তাহাদিগকে কেবল অদ্য নহে বরং চিরকালের জন্যে রক্ষা করেন। তিনি তাহাদিগের বিষয়ে আরো কহেন "আমি যে দিনে আপন রত্ন সকল সংগ্রহ করিব সেই দিনে তাহারা আমার হইবে।" (মালাকী ৩; ১৭)

স্বর্ণের সহিত পরিত্রাণের উপমা দেওয়া গিয়াছে। য়েশু প্রত্যেক দরিদ্র ও পাপি ব্যক্তিকে কহেন "তুমি যেন ধনবান্ হও এই নিমিত্তে অগ্নিদ্বারা পরিষ্কৃত নির্ম্মল স্বর্ণ আমার নিকট হইতে ক্রয় করিতে আমি তোমাকে পরামর্শ দি (প্রকাশ ৩., ১৮) যে স্বর্ণের উল্লেখ এই স্থানে হইয়াছে তাহার অর্থ পাপমোচন ও অনুগ্রহ এবং অনন্ত জীবন। আমরা কি প্রকারে ঐ সকল পাইতে পারি, কি প্রকারে বা তাহা ক্রয় করিতে পারি? আমাদের নিকটেতো কিছুই নাই, তবে তাঁহাকে কিছুই দিতেও পারি না। কিন্তু তিনি আপনি এই সকল আমাদিগের নিমিত্তে ক্রয় করিয়াছেন, এবং আপন রক্ত তাহার মূল্য দিয়াছেন, অতএব এক্ষণে আমরা বিনা মূল্যে তাহা ক্রয় করিতে পারি। য়েশু যেন তোমাদিগকে এই বহুমূল্য স্বর্ণ দান করেন এই জন্য তাঁহার নিকটে যাচ্ঞা কর, তাহা প্রাপ্ত হইলে তুমি যে কেবল এই স্থানে ধনী হইবা তাহা নহে বরং ঈশ্বরের ঐ উজ্জ্বল নগরে যাহার "সমস্ত পথ পরিষ্কৃত, সুবর্ণ ভূষিত ও

কাঁচের ন্যায় নির্ম্মল” ও “যাহাতে দীপ্তির নিমিত্তে চন্দ্র সূর্য্যের কিছুই আবশ্যকতা নাই, যেহেতুক ঈশ্বরের তেজ দ্বারা সেই নগর দেদীপ্যমান আছে ও তাহাতে মেষশাবক জ্যোতিঃস্বরূপ আছেন” এমন অশেষ সুখ স্থানে তুমি অবশেষে নীত হইবা (প্রকাশ ২১ ; ২১)।

[সত্যার্ণব—ইং সন ১৮৫৩]

মেগপনা।

১৮২৬ সালে ভরতপুর অধিকার হওনের পর প্রকৃত ঠগী ব্যাপার হইতে উৎপন্ন এই নূতন ঠগীব্যাপারে অতি ঘৃণ্য নাম ঠগ, যাহারা সম্পত্তি লুঠ করিবার নিমিত্ত মনুষ্য হত্যা করে, কিন্তু মেগপনা লোকেরা বালক লুঠ করিয়া গোলামের ন্যায় বিক্রয় করণার্থ পথিক লোকেরদিগকে বধ করে। এই কুব্যবহারের সরদার ক্ষম্যা জমাদার নামক ব্যক্তিকে লোকেরা এমত ধার্ম্মিক ব’লয়া জানিত, যে সে ধরা পড়িলে পরও গ্রামের মধ্যে একটা অগ্নি লাগাতে গ্রামস্থ লোকেরা তাহার নিকটে গিয়া অগ্নি নির্ব্বাণার্থ প্রার্থনা করিল, তাহাতে সে ব্যক্তি ঊর্দ্ধে হস্তোত্তোলন করাতে কাকতালীয়বৎ তৎক্ষণাৎ অগ্নি থামিল; এই ঘৃণিত দুরাচারে যাহারা লিপ্ত আছে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি ধার্ম্মিক সন্ন্যাসী বলিয়া বিখ্যাত এবং

তাহারদের এমত দৃঢ় বোধ আছে যে এই ব্যবহার আমরা মা কালী দেবীর অনুগ্রহেতে করি। এবং অন্যান্য ঠগেরদের বিশেষ লক্ষণ এই, যে তাহারা হত্যা করণার্থ যাত্রাতে পরিবার শুদ্ধই গমন করে এবং তাহারদের স্ত্রীলোকের এই কর্ম্ম যে পথিকেরদিগকে ভুলায় এবং যে পর্য্যন্ত পথিক বালকেরা লুঠিত হইয়া বিক্রীত না হয় সেই পর্য্যন্ত তাহাদিগকে প্রতিপালন করে। তাহারা সামান্যতঃ দরিদ্র পথিক ব্যক্তিদিগের সহিত বাচনিক কলহ করিয়া তাহারদের প্রতি এই রূপ অত্যাচার করে, যেহেতুক ধনি লোক অপেক্ষা দরিদ্র লোকেরদের হারাণ বিষয়ে সন্দেহ অল্প হয় এবং ধনি লোক অপেক্ষা দরিদ্র লোককে হত্যা করিয়া বালক পাওয়াতে ঠগেরদের অধিক লাভ ও নিরুদ্বেগ আছে। পশ্চিম দেশে নানা স্থান ব্যাপিয়া যে বঞ্জারারা ছিন্ন-ভিন্ন রূপে আছে, তাহারা হতপিতৃমাতৃক বালকদিগকে ক্রয় করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে এবং ক্রীত বালক-দিগকে প্রধান ২ নগরের বেশ্যালয়ে কিম্বা ধনি লোকদিগের নিকটে অনায়াসে বিক্রয় করে। আপন বালক ভরণপোষণ করণে অক্ষম এমত দরিদ্র পিতা মাতার স্থানে এই বালিকা ক্রয় করা গিয়াছিল, ইহা কহিয়া বিক্রয় সময়ে সন্দেহ দূর করায়, এই কুব্যাপার এত অল্প দিন আরম্ভ হইয়াছে, যে উপরি দোয়াব ও দিল্লী প্রদেশ ও রাজপুতানা ও আলবার রাজ্যের অতিরিক্ত প্রদেশে ব্যাপে নাই। তাহাদের রীতি আছে যে হত ব্যক্তির শব নিকটস্থ নদীতে ফেলিয়া দেয় এবং বালকেরা ঐ শব দেখিয়া চিনিতে না পারে,

এমত দূরে তাহাদিগকে লইয়া যায়, এই প্রযুক্ত ঐ ঠগের-দের দোষ দৃঢ়রূপে সপ্রমাণ করিতে অনেক ব্যাঘাত জন্মে।

[জ্ঞানান্বেষণ—ইং সন ১৮৩৯]

জেম্‌স ফার্গিসন্‌ মহাশয়ের উপাখ্যান।

স্বয়ং শিক্ষা বিষয়ে খ্যাত্যাপন্ন জেমস্‌ ফার্গিসন্‌ সাহেব অপেক্ষা অন্য ২ লোক অত্যল্প প্রশংসার পাত্র হয়েন। জ্ঞানের মূল শিক্ষা বিষয়ে যে স্বয়ং শিক্ষক ব্যক্তি সে ফার্গিসন্‌ মহাশয়ই ছিলেন, যে সকল বিদ্যা তিনি অতি বাল্যাবস্থাতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শিক্ষক বা গ্রন্থের আশ্রয় ব্যতিরেকে অন্যেতে কোন রূপে এতো শিশুকালে উপার্জ্জন করিতে পারে না। ফার্গিসন্‌ সাহেব তাঁহার প্রথমাবস্থার যে সকল বিবরণ উপদেশ করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা লভ্যদায়ক ইতিহাস অন্য কোন ভাষায় নাই। স্কটলাণ্ড প্রদেশের কীথ্‌ নামক গ্রাম হইতে কএক ক্রোশ অন্তরে ১৭১০ শালে ফার্গিসন্‌ সাহেব জন্মেন, উক্ত সাহেব কহিয়াছেন যে, তাঁহার মাতাপিতা অতিদুর-বস্থায় ছিলেন, কারণ তাঁহার পিতা দিন নির্ব্বাহক কর্ম্ম করিতেন, কিন্তু ঐ ব্যক্তি অতিধার্ম্মিক ও শিষ্ট ছিলেন যখন জানিতেন যে তাঁহার পুত্রদিগের অধ্যয়নের বয়ঃক্রম হইয়াছে, তখন তিনি স্বয়ং তাহাদিগকে লেখাপড়া শিক্ষা করাইতেন,

কিন্তু জেমস্ ফার্গিসন্ মহাশয় বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে অধৈর্য্য হইয়াছিলেন, যেহেতু তাঁহার পিতা যখন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে শিক্ষা করাইতেন, তখন তিনি ঐ দুয়ের কথোপকথন শুনিতে মনোযোগ করিতেন, এবং যখন তিনি একাকী থাকিতেন, তখন স্বয়ং পুস্তক লইয়া সেই পাঠ অভ্যাস করিতে অনেক পরিশ্রম করিতেন, এবং কোন বিষয় কঠিন বোধ হইলে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা হওযাতে নিকটস্থ কুটীরের এক বৃদ্ধ স্ত্রী-লোককে জিজ্ঞাসা করিতেন। তাঁহার অক্ষর পরিচয় হইয়াছে কি না তাহা তাঁহার পিতা জানিবার পূর্ব্বে তিনি এই প্রকারে উত্তমরূপে আবৃত্তি করিতে শিখিয়াছিলেন শেষে এক দিন তাঁহার পিতা ঐ রূপ আবৃত্তি করিতে দেখিয়া ঐ সকল গোপনীয় ব্যাপারে অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন।

ফার্গিসন্ মহাশয় যৌবনাবস্থার প্রথমে মেষরক্ষকের কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতেন, কিন্তু তাহার মধ্যে যখন ঐ সকল মেষপাল চতুর্দ্দিগে তৃণাদি ভক্ষণ করিত, তখন তিনি শস্য পেষণ ও সূত্রনির্ম্মাণযন্ত্রের আদর্শ প্রস্তুত কবিতেন এবং রজনীযোগে নক্ষত্রাদির বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেন।

কিঞ্চিৎ বয়োধিক হইলে জেম্‌স্ গ্লাসহেন নামক এক মান্য কৃষকের দাস্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন, দিবসের কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া রজনীযোগে একটি বাতি জ্বালিয়া ও এক খানা কম্বল লইয়া ক্ষেত্রে গমন করিতেন, এবং সে স্থানে উত্তম রূপে শয়ন করিয়া খগোলীয় বস্তু সকলের অনুসন্ধান

করিতেন, তিনি এক বাহু দীর্ঘ এক গাছা রজ্জুতে কতগুলি বাঁটুল শ্রেণীপূর্ব্বক বদ্ধ করিয়া তাঁহার চক্ষু আর নক্ষত্র এই দুয়ের মধ্যস্থলে বিস্তার করিতেন, এবং ঐ তারাসকল পরস্পর কত অন্তরে আছে তাহা জানিবার নিমিত্তে উক্ত বাঁটুলের এক ২ টা সরাইয়া এক ২ টা তারাকে আবৃত করিতেন পশ্চাৎ সেই রজ্জু মৃত্তিকাতে রাখিয়া সেই বাঁটুলের দ্বারা তারার পরিমাণ দেখিতেন।

তাঁহার প্রভু এক দিবস ঐ রূপ দেখিয়া হাস্য করিলেন, কিন্তু যখন তাহার তাৎপর্য্য অবগত করাইলেন, তখন তিনি তাঁহাকে উৎসাহ প্রদান করিলেন। ফার্গিসন্ মহাশয় কহেন, যে আমি যাহা রাত্রিতে প্রস্তুত করিতাম দিবসে তাহার আদর্শ করিতাম, তন্নিমিত্তে আমার দিবসের কর্ম্ম তিনি স্বয়ং স্বীকার করিলেন।

ফার্গিসন্ মহাশয় কহেন যে, এক দিবস আমার পিত্রালয়ের নিকট দিয়া এক অশ্বারূঢ় ব্যক্তি যাইবার কালীন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, যে কয় ঘণ্টা গত হইয়াছে? তাহাতে তিনি ঘড়ি দেখিয়া উত্তর করিলেন। ঐ ব্যক্তি সততা পূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করাতে ফার্গিসন্ মহাশয় বিনয় বিধানে ঐ ঘড়ির অন্তরস্থ কার্য্য দেখিতে প্রার্থনা করাতে, ঐ ব্যক্তি নিঃসম্পর্ক হইয়াও তৎক্ষণাৎ ঘড়ি খুলিয়া দেখাইলেন। ফার্গিসন্ মহাশয় তারযুক্ত ছট্‌কা কল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, যে কিরূপে ঐ বাক্স ঘূরিতেছে? তিনি কহিলেন যে, একটা ইস্পাত নির্ম্মিত ছট্‌কা কলের স্থিতিস্থাপক গুণদ্বারা ঐ বাক্স চতুর্দ্দিকে ঘূরিতেছে। তাঁহার

পিতার বন্দুকের রঞ্জকঘরের ছুট্‌কা কল ব্যতীত অন্য কোন ছুট্‌কা কল না দেখাতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, যে বাক্সের মধ্যস্থ ছুট্‌কা কল কিরূপে ঐ বাক্সকে চতুর্দ্দিগে ঘূর্ণিত করে? এবং তাহাতে কিরূপেই বা ঐ বাক্সের চতুর্দ্দিকে তার বেষ্টিত হয়? তিনি উত্তর করিলেন যে, ঐ ছুট্‌কা কল অতি সূক্ষ্ম এবং দীর্ঘ আর তাহার এক দিগের অগ্রভাগ বাক্সের একটা আলেতে বদ্ধ আছে এবং অন্য অগ্রভাগ বাক্সের মধ্যে সংলগ্ন আছে এবং বাক্স তাহার উপর অনাবৃত রহিয়াছে, কিন্তু ফার্গিসন্‌ মহাশয় কহিলেন, যে আমি এ বিষয় পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারিলাম না। ইহা কহাতে উক্ত সাহেব প্রত্যুত্তর করিলেন যে, ভাল তুমি একটা সূক্ষ্ম এবং দীর্ঘ কাঁচ্‌কড়া লইয়া যদি তাহার এক পার্শ্ব তোমার অঙ্গুলিতে বদ্ধ করিয়া বেষ্টন কর তবে দেখিবে যে, সে আপনা আপনিই খুলিতে থাকিবে আর যদি তাহার অন্য পার্শ্ব একটা পতরে সংলগ্ন করিয়া ত্যাগ কর তবে ঐ পতরকে ঘূরাইবে এবং পতরের বাহিরে যে সূত্র থাকে তাহাকেও জড়াইবে, পশ্চাৎ তিনি ঐ ব্যক্তিকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, আমি সমুদায় বিষয় উত্তমরূপে বুঝিয়াছি পরে কাষ্ঠের চক্র ও কাঁচকড়ার ছুট্‌কা কল দ্বারা একটা ঘড়ি নির্ম্মাণ করিতে যত্ন করিলেন। কিন্তু দেখিলেন যে ভার তুলিয়া লইলে যদ্যপি উহাতে লড়িতে পারে তথাপি যখন তাহাতে ভার অর্পণ করা যাইবে তখন ঘড়ি চলিবেক না কারণ চক্রের পাখি সকল অতিক্ষীণ হইয়াছে তাহা ছুট্‌কা কলের শক্তি সহ্য করিতে পারিবে

না, তন্নিমিত্তেই ঐ ভারও নড়ে না। সুতরাং এই সকল বস্তু একত্র করিয়া একটা কোষের মধ্যে রাখিলেন কিন্তু অতি অজ্ঞ এক ব্যক্তি ঐ ঘড়ি দেখিতে আসিয়া দেখিবার কালীন মৃত্তিকাতে ক্ষেপ করিলে এবং ব্যস্ত হইয়া পুনর্ব্বার তুলিতে যাওয়াতে তাহার পাদ স্পর্শ হইয়া একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল।

[বিজ্ঞান সার সংগ্রহ —ইং সন ১৮৩৩]

পঞ্জাবে লবণের আকর।

শ্রীযুত লেপ্তেনন্ত বর্ণস্ সাহেব কিউরু গ্রামে প্রধান এক লবণের আকরের অনুসন্ধান পাইয়াছেন। ঐ আকর পর্ব্বতশ্রেণীর বাহিরে এক উপত্যকা স্থিত, ঐ উপত্যকা ভূমি ক্ষুদ্র এক লবণাম্বু নদীর দ্বারা জন্মে। অপর যাহাতে দুই ব্যক্তি আড়ে সমানরূপে চলিতে পারে, এমত আয়ত সাত শত হস্ত দীর্ঘ এক পর্ব্বত গহ্বর দিয়া তিনি গমন করিলেন। তন্মধ্যে এক শত হস্ত ঐ গহ্বরের নিম্নভাগে নামিয়া পড়িতে হয়। তথা হইতে অসমান পরিমাণের এক গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন অনুমান উচ্চে সত্তর হাত ঐ গহ্বর লবণ খনন করাতে হয়। তন্মধ্যে লবণ থাকে ২ সমানরূপে সজ্জীকৃত প্রায় আছে কোন ২ স্থানে বা ইষ্টক গ্রন্থনের ন্যায় গ্রথিত। কোন থাকের

আয়তন এক হাতের অধিক নহে, প্রত্যেক থাকই উপর ও নীচের থাক হইতে পৃথক এবং ইষ্টকের মধ্যে যেমন চূর্ণাদি সংলগ্ন থাকে তদ্বৎ ঐ লবণের উভয় থাকের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধাঙ্গুলি মৃত্তিকা আছে। কোন ২ স্থানে ঐ লবণের খণ্ড সকল ষটকোণাকৃতি কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্র ঢিবি ২ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কোন ২ সময়ে ঐ লবণ ঈষ-দ্রক্তবর্ণ কখন অতি গাঢ় রক্তবর্ণ, কিন্তু সকলই তাহা চূর্ণ করিলে শুভ্রবর্ণ হয়

স্ত্রী পুরুষ বালক সাধারণে প্রায় এক শত লোক ঐ লবণাকরের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল, এবং ঐ গুহার মধ্যে তাহারদের সংস্থাপিত ক্ষুদ্র দীপশিখা সকল ঐ লবণের তেজেতে একেবারে স্ফটিকাকারে দেদীপ্যমান হয়। ঐ গহ্বর উপরি ভাগ হইতে ক্রমে নিম্নে খনন করা গিয়াছে, ঐ লবণ অতি শক্ত অথচ ভঙ্গুর। ঐ পর্ব্বত কখন তাহারা খননের সাহায্যার্থ বারুদের দ্বারা এই ভয়ে বিদীর্ণ করে না যে যদি তাহার ছাদন পতিত হয়। মধ্যে ২ ছাদও পড়িয়া থাকে। তন্নিমিত্ত বর্ষার দুই মাস ঐ আকরে কিছু খনন করে না। আকর খননকারিরা পর্ব্বতের মধ্যস্থ গ্রামে ২ বাস করে, তাহাদের বর্ণ অতিশয় অস্বস্থের ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু কোন বিশেষ রোগ নাই। তাহারা গহ্বরের মুখপর্য্যন্ত লবণ বহনের কারণ বিংশতি মণ পর্য্যন্ত ১ টাকা করিয়া পায়। ঐ কর্ম্ম এক পুরুষ ও তাহার স্ত্রী ও বালক দুই দিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে পারে। যে আকরে বহিঃস্থান অতি নিকট সেই আকরে ঐ লবণ

চারি ২ মণ পরিমাণে এক ২ খণ্ড প্রস্তুত করা যায়, এমত দুই খণ্ড এক উষ্ট্রের বহনীয় কিন্তু সামান্যতঃ খণ্ড ২ করিয়া তাহা ভগ্ন করা যায়। ঐ লবণের স্বাস্থ্যজনক গুণ আছে তৎপ্রযুক্ত তদ্দেশীয় চিকিৎসকেরা অতিপ্রশংসা করেন।

ঐ লবণাকর পর্ব্বতে লবণের অশেষতা প্রযুক্ত যথেচ্ছ পরিমাণে লবণ প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। প্রতি দিবসই লাহোরের ওজনে ২৫০০ মণ অর্থাৎ বৎসরে ৮০০০০০ মণ করিয়া পাওয়া যায়। লাহোরের মণ কলিকাতার বাজারের মণ হইতে চতুর্থাংশ পরিমাণে অধিক হয়। কএক বৎসর হইল, ঐ লবণ আকরের নিকটে কখন ২ ৷৷০ কখন ২০ বা ।০ আনা স। বিক্রয় হইত কিন্তু এই ক্ষণে শুল্ক ব্যতিরেকে ২ টাকা পর্য্যন্ত তাহার মূল্য হইয়াছে।

[সমাচার দর্পণ—ইং সন ১৮৩২]

ভূত পোকা।

এই আশ্চর্য্য কারিকর ক্ষুদ্র কীট সর্ষপসম এক ক্ষুদ্র ডিম্ব হইতে জন্মে। ধূসরবর্ণ প্রজাপতি নামক এক জাতীয় কীট গ্রীষ্মকালে ঐ ডিম্ব প্রসব করে। যখন ডিম্ব হইতে প্রথম কীট নির্গত হয় তখন অতি কৃষ্ণবর্ণ ক্ষুদ্র কীটের ন্যায়

দুই যবোদর পরিমাণে দীর্ঘ থাকে তাহার ভার এক গুঞ্জের শত ভাগের এক ভাগ। অনন্তর ত্রিশ দিবসের মধ্যে ঐ পোকা দুই কাঁচ্চা ওজনের তূত পত্র ভক্ষণ করে অর্থাৎ ঐ কীট জন্মকালীন স্বীয় শরীরের ভার অপেক্ষা এক মাসের মধ্যে ষষ্টি সহস্র গুণ অধিক ভক্ষণ করে এবং চত্বা-রিংশৎ গুণ পরিমাণে অধিক দীর্ঘ এবং উৎপত্তি কালীন গুরুত্ব অপেক্ষা সহস্র ২ গুণ অধিক গুরুতর হয়। এই প্রকার এক শত কীট উৎপত্তি সময়ে এক রতি পরি-মাণে, কিন্তু তাহারদের বৃদ্ধি হওনের সীমা পর্য্যন্ত পঞ্চদশ শত রতি ওজন হয়। কিন্তু কীটের গুরুত্বের এতাদৃশ বৃদ্ধিও অত্যাশ্চর্য্য বোধ হয় না, যেহেতুক ছাগলয়ে প্রজা-পতি নামক যে কীট আছে সে জন্ম কালীনাপেক্ষা বৃদ্ধির সীমা পর্য্যন্ত দ্বিসপ্ততি সহস্র গুণ পরিমাণে অধিক বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু ইহা যদি আশ্চর্য্য বোধ হয় তবে দেখুন যে এক উঁঠপক্ষী ঊর্দ্ধে ছয় হাত পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয় তাহার গুরুত্ব দুই মণ এই পক্ষী নারিকেলসম বৃহৎ ডিম্ব হইতে জন্মে।

এই তূতকীট এই রূপ অতি শীঘ্র বর্দ্ধিত হয় এবং কীটাবস্থা পর্য্যন্ত যদি তাহার জন্মকালীন ত্বক্ থাকিত, তবে গুরুত্বে এবং দীর্ঘ প্রস্থ পরিমাণে তাহার যেরূপ বৃদ্ধি হইয়া থাকে তত বৃদ্ধি হইতে পারিত না। অতএব অত্যল্প কালের মধ্যেই ঐ কীট পাঁচবার ত্বক্ ত্যাগ করে অর্থাৎ মাসে একবার, কেবল স্থূলাঙ্গের খোলস ছাড়ে এমত নহে, কিন্তু পা ও মস্তক ও দণ্ডাকার দন্তপ্রভৃতিরও

খোলস ছাড়ে, তাহার এই সকল ক্ষুদ্রাঙ্গের ছাড়া খোলস সামান্যতঃ চক্ষুর্গোচরও বটে, কিন্তু যে যন্ত্রেতে ক্ষুদ্র বস্তু বৃহদ্ন্যায় দেখা যায়, তদ্দ্বারা অতিস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। এই কীটের এই প্রকার খোলস ত্যাগ করণ বৃক্ষের বল্কল ত্যাগ করণের সদৃশ বোধ হয়।

অপর তুতপোকা সম্পূর্ণরূপে বর্দ্ধিত হইলে তাহা শীর্ণ কীটের ন্যায় সার্দ্ধদ্বয়াবধি তিন অঙ্গুলি পর্য্যন্ত দীর্ঘে দেখা যায়, এবং চতুর্থবার ত্বক্ ত্যাগ করিলে পর অতিশয় ভক্ষণ করিতে থাকে, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বৃদ্ধি হইলে ভক্ষণেচ্ছার ন্যূনতা জন্মে শেষে পত্র স্পর্শও করে না। অনন্তর অতি চঞ্চল হইয়া মস্তক উত্তোলন করিতে থাকে এবং যে স্থানে গুটি বাঁধিতে পারে এমত স্থান অন্বেষণার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে। ঐ কীট আহার ত্যাগ করিলে পর এক দিনের মধ্যে স্ব ২ আকরে পট্টসূত্রের উপাদান আঠা সকল পরিপক্ক হয়, তৎকালে কীটের হরিতবর্ণ ত্যাগ হয় এবং সূত্র করণের নিমিত্ত প্রস্তুত হওনের পূর্ব্বেই তাহার শরীর কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হয় এবং তাহার কিছু চাকচক্য ও দৃঢ়তা জন্মে।

যে আঠাতে সূত্র প্রস্তুত হয় তাহা অতিভাস্বর পীতবর্ণ কাঁচের ন্যায় নির্ম্মল এবং উদরস্থ দুই ক্ষুদ্র আশয়ের মধ্যে থাকে। ঐ আশয় দেখিলে দশ অঙ্গুলি লম্বা বোধ হয়। এবং ঐ কীট যত বৃহৎ কোষ করিবে তৎপরিমিত কোন একটা উপযুক্ত স্থান স্থির করিয়া তদ্ব্যাপার আরম্ভ করে, পরিশেষে ঘর করিবার নিমিত্ত ভিতের ন্যায়

কিয়ৎ স্থান ব্যাপিয়া কতক অপরিমিত অতিসূক্ষ্ম সূত্র সকল বেষ্টন করে। অপর প্রথম দিবসে ঐ পাতিত সূত্রের উপরি অণ্ডাকৃতিরূপে কতক আলগা সূত্র বেষ্টন করে, তাহাকে ফ্লাস রেশম কহে। তাহারা তিন দিবস পর্য্যন্ত ঐ সূত্রাচ্ছাদিত স্থানের মধ্যেই কোষ প্রস্তুত করে। ঐ শিল্পি কীট সুতরাং তৎকালে ঐ সূত্রময় মণ্ডলাকার স্থানের মধ্যেই থাকে।

এই পট্টসূত্র আকর্ষণ করিলে এক গুণ সূতার ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা দ্বিগুণ। ঐ সূত্র কীটের দন্তের নিম্নভাগের দুই ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া নির্গত হয়, তাহার মুখের মধ্যে বড়িশের ন্যায় দুই বস্তু থাকে, তদ্দ্বারা ঐ সকল সূত্র একত্রীকৃত হয়। যখন ঐ কীট সূত্র নির্গত করিতে থাকে তখন শরীরের পশ্চাদ্ভাগে নির্ভর করে এবং সম্মুখের পাদ ও মুখের দ্বারা ঐ সূত্র যথা-যোগ্যরূপ বিন্যাস করে। ঐ সূত্র নিয়ম পূর্ব্বক বিন্যাস করে না এবং বিন্যাসকরা সূত্রের অনিয়ম তাহার খুলিয়া লওন সময়ে স্পষ্ট রূপে দৃষ্ট হয়। তৃতীয় অথবা চতুর্থ দিবসে তাবৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া গুটির শেষ করে।

ঐ কীট স্বীয় শরীর হইতে যেমন সূত্রসকল নির্গত করে, তেমনি তাহার শরীর ক্রমে খর্ব্ব ও জীর্ণ হইতে থাকে তৎকর্ম্ম সম্পন্ন হইলে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রামপূর্ব্বক শরীর ত্যাগ করে, তৎসময়ে গুটি খোলা গেলে দেখা যায় যে তন্মধ্যস্থ কীট অণ্ডাবস্থায় আছে এবং তাহার আকৃতি শিম্বী বীজের ন্যায় তাহার এক দিগে অল্প স্থূলের

মত এবং চর্ম্ম অতিশয় চিক্কণ ও পিঙ্গল বর্ণ এবং ঐ কীটের পূর্ব্বতন শরীরের ত্বক্ তন্নিকটে পতিত থাকে। পরে কালের গ্রীষ্মাগ্রীষ্মতানুসারে ঐ কীট তদবস্থায় পঞ্চদশ দিবস বা ত্রিংশৎ দিবস পর্য্যন্ত থাকে। তৎপরে যে চর্ম্মে আবৃত ছিল তাহা ত্যাগ করে এবং ধূসরবর্ণ চারি পক্ষ ও দুই চক্ষুঃ দুই কৃষ্ণবর্ণ হুলবিশিষ্ট এক বৃহৎ প্রজাপতি হয়। যদ্যপি এই কাল পর্য্যন্ত কোষ মধ্যে সজীবরূপে থাকিতে দেয় তবে প্রজাপতি সংজ্ঞ আকার হইবামাত্র মুক্ত হওনের চেষ্টা পায়। এবং করাত ছুরী ব্যতিরেকে ঐ কোষের মধ্য হইতে পথ প্রস্তুত করিয়া উড়িয়া যায়। প্রথমতঃ স্বীয় মুখ হইতে নিঃসৃত এক প্রকার দ্রবদ্রব্য দিয়া আপনার ঘরের চতুর্দ্দিগে যে সকল আঠা মাখিয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ শৈথিল্য করে এবং আপনার হুল ও মস্তক ও পা গুটির এক পার্শ্বে বিস্তারিত করিযা সূত্র না কাটিয়া ইতস্ততঃ সরাইয়া দেয়। পরে বিস্তীর্ণ বর্ত্ম হইলে তদ্দ্বারা নিঃসৃত হওত উড়িয়া যায়।

এক কোষ মধ্যে অচ্ছিন্ন সূত্র চারি শত অবধি ছয় শত হস্ত পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু ঐ প্রত্যেক সূত্রতে বৈগুণ্য থাকা প্রযুক্ত প্রায় তের শত হস্ত পর্য্যন্ত পাইতে পারা যায়। ঐ সকল পট্ট সূত্রের পরিমাণ তিন তোলা বা সার্দ্ধ তিন তোলার অধিক হয় না। দশ সহস্র কোষ হইতে আড়াই শের রেশম পাওয়া গেলে তাহা সামান্যতঃ অতিরিক্ত বোধ হয়। ঐ প্রজাপতি মুক্ত হইয়া অল্পকাল মাত্র বাঁচে। প্রথমতঃ ঐ কীট এক পুরুষ বা স্ত্রী কীট

অন্বেষণ করে পরে তাহারা অণ্ড পাড়িয়াই দুই বা তিন দিন পরে মরিয়া যায়। ঐ স্ত্রী প্রজাপতি যত ডিম্ব পাড়ে তাহার সংখ্যা সার্দ্ধ দ্বিশত অবধি চারি শত পর্য্যন্ত কখন বা পাঁচ শত ও ছয় শত হয়।

[সমাচার দর্পণ—ইং সন ১৮৩২]

কোলেরদের ব্যবহার।

খাসি জাতীয়েরদের ন্যায় কোলেরা আপনারদের শব দগ্ধ করত তাহার ভস্ম সকল প্রোথিত করিয়া তদুপরি একখান পাষাণ উচ্চ কিম্বা আড় করিয়া দিয়া আচ্ছাদন করে। তাহারদের বিবাহের ব্যবহার সকল উত্তমরূপে আমরা জ্ঞাত নহি, কিন্তু সম্বন্ধাদি ক্রিয়া সকল প্রায় হিন্দুরদের আদান প্রদানের ন্যায় হইয়া থাকে। বিবাহ দিবসে বর ও কন্যা কিঞ্চিৎ সিন্দূর অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা লইয়া পরস্পর এ উঁহার ও ইঁহার কপালে দেয়। অনন্তর নাগরা অর্থাৎ ডঙ্কার ধ্বনি করে এবং তাহাতেই কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। তাহারা সূর্য্যের আরাধনা করে এবং তাহার-দের এক ঈশ্বর কিম্বা দৈত্য আছেন মধ্যে২ তিনিই তাহারদিগকে দর্শন দেন এমত বোধ করে এবং ঐ ঈশ্বরের পাদস্পৃষ্ট কোন প্রস্তর হইয়াছিল বলিয়া ঐ প্রস্তর তাহার-দের অতিমান্য। যদ্যপি ব্যাঘ্র প্রবেশ করিয়া গ্রামস্থ কোন লোককে ভক্ষণ করে, তবে তদ্রূপ এক প্রস্তর

গ্রামের প্রবেশনীয় পথের মধ্যে রাখে এবং তাহার উপরি কিঞ্চিৎ তণ্ডুল, হরিদ্রা দিয়া একটা কুক্কুট বলি দিয়া তাহার রক্ত ঢালে। তাহাতেই ঈশ্বরের নিবেদন সম্পন্ন হইলে বোধ করে যে আর কখন শার্দ্দূল আসিতে পারিবে না। হিন্দুরদের মধ্যে যেমন চাউল পড়া খাওনের এক পরীক্ষা আছে, তেমনি তাহারাও এক পরীক্ষা ব্যবহার করে, অর্থাৎ মোঙ্গ নামে এক বৃক্ষের কিঞ্চিৎ পুষ্প এবং বাঁশের পত্র ও কিঞ্চিৎ তণ্ডুল উক্তরূপ পাষাণের উপর স্থাপন করে পরে অপরাধী ঐ তণ্ডুল চর্ব্বণ করিতে উদ্যোগ করে, যদ্যপি তাহাতে সে ব্যক্তি কৃতকার্য্য হয়, তবে জানে যে, সে সত্য কথা কহিবে, আর যদি কৃতকার্য্য না হয় তবে জানে যে অবশ্য মিথ্যা কহিবে। অন্যায় অপরাধের প্রামাণ্যার্থও তাহারা এতদ্রূপ পরীক্ষা করায়।

[সমাচার দর্পণ—ইং সন ১৮৩২]

মুসলমানেরদের পির।

যে পিরকে হিন্দুস্থানী ভাষায় "পিরওয়ালা কহে" তাহার মুসলমানেরা যদ্রূপ ভজন সাধন করে তাহা ভারতবর্ষে মুসলমানেরদের ধর্ম্মের এক অতি আশ্চর্য্য লক্ষণ। হিন্দুরদের দেবতার স্থলাভিষিক্ত মুসলমানেরদের পির। প্রত্যেক গ্রামে ও নগরে এবং ধর্ম্মবিষয়ক ভারতবর্ষীয় রাজধানী অর্থাৎ বারাণসীতেও এক বা তদধিক পিরের

সমাধি আছে। মুসলমানেরা তাঁহারদিগকে তত্তৎস্থানের রক্ষক জ্ঞান করেন, কিন্তু অন্যত্র তাঁহারদিগকে প্রায় কেহ জ্ঞাত নহে। কালক্রমে তত্তৎসমাধি ইতস্ততঃ যে ২ নগর হইয়াছে সেই সকল নগরেরও পিবের নামে নাম হইয়াছে, এতদ্রূপে কতগউদ্দীন পিরের দ্বারা দিল্লী প্রদেশে কতগ নামধারি এক নগর হয় এবং হুসেন আবদুল নামক সুবিখ্যাত এক পির লাহোর প্রদেশে অতি সুদৃশ্য এক উপত্যকা ভূমি আছে সেই সমাধি যে স্থানে গ্রথিত আছে তথায় যে নগর বসান হয় তাহারও ঐ নাম রাখা হইয়াছে। আহরঙ্গাবাদ প্রদেশে এক নগরে কতিপয় মুসলমানের পিরেব সমাধিস্থান আছে তৎপ্রযুক্ত ঐ স্থানের নাম রওজা অর্থাৎ কবর হইয়াছে।

ঐ পিবেরদের মধ্যে কেহ অতি বিখ্যাত হইয়াছেন, এবং অন্যান্য যে পিরেরদের সম্ভ্রমার্থ উৎসব কার্য্য সৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা প্রায় তাবৎ ভারতবর্ষীয় লোক কর্ত্তৃক বিদিত আছেন, তাঁহারদের সংখ্যা ৬ বিশেষতঃ খোজা খিজির তিনি যে এলিয়াহ আচার্য্য এমত প্রায় অনেকের বোধ হইয়াছে এবং তদ্ভিন্ন পাঁচ পির আছেন এবং যে পাঁচ প্রধান পিরের উপলক্ষে যাহারা আপনারদিগকে পাঁচ পিরিয়া কহেন তাঁহারা এই। এই পির এমত বিখ্যাত আছেন যে তাঁহারদের সম্ভ্রমার্থ যে যে উৎসব কর্ম্ম যে চান্দ্রমাসে উপস্থিত হয় ঐ মাসও ঐ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। মুসলমানেরা যে পিরের আরাধনা

করেন, তাঁহারদিগের মধ্যে কেহ ২ বেদোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ছিলেন এই প্রযুক্ত ভারতবর্ষে মুসলমানেরদের কএক পিরকে হিন্দুরাও সমাদর করিয়া থাকেন। যথা মুঙ্গেরে শা লোহানি, তাঁহার সমাধিস্থানে হিন্দু মুসলমান উভয় বর্গই গমন করিয়া উৎসব করেন, এবং পাটনা নগরের পশ্চিম দিগে শা আরজানির সমাধিস্থান আছে সেই স্থানে হিন্দু ও মুসলমানেরা গমন পূর্ব্বক সানন্দে মহোৎসবাদি করেন।

[সমাচার দর্পণ—ইং সন ১৮৩২]

পাষাণের ভিতর করকটে বেঙ্গ।

আমেরিকা দেশে এক পাষাণ ছেদন কালে তাহার মধ্য হইতে এক করকটে বেঙ্গ পাওয়া গিয়াছিল, তাহার আকার চেপ্টা ও তাহাতে তাহার অবিকৃত সর্ব্বাঙ্গ ছিল। যখন সে বহির্গত হইল তখন তাহাকে জীবিত অথচ গতিশক্তিহীন ও বিহ্বলের ন্যায় দেখা গেল। পরে পাঁচ সাত পল বাহিরে থাকিয়া প্রাণত্যাগ করিল। ইহাতে বোধ হয় যে তাহার গাত্রে বায়ু লাগাতে প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকিবেক, যেহেতুক তাহার জন্মাবধি কখন সে বায়ুসেবন করে নাই, পরে একেবারে বায়ুর মধ্যে পড়াতে এরূপ ঘটিয়াছে। সে যাহা হউক এই সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার শ্রবণ ও দর্শন করিয়া কোন্ ব্যক্তি পরমেশ্বরের ধন্যবাদ

না করিবে যেহেতুক তিনি পাষাণ মধ্যস্থ জীবকেও প্রতি-পালন করিতেছেন।

[সমাচার চন্দ্রিকা—ইং ১৮২৪]

মুদ্রার গুণ।

পৃথিবীর মধ্যে ছাপাকর্ম্ম অন্য ২ সকল কর্ম্ম হইতে অনেক উত্তম প্রয়োজনোপযোগি, তদ্দ্বারা বিদ্যার অতিশয় বাহুল্য হয়, ইহার প্রমাণ দেখ ইউরোপীয় মহাশয়-দিগের মুদ্রা সৃষ্টির পূর্ব্বে সকল গ্রন্থ কেবল হস্তের দ্বারা লেখা যাইত, তখন বিদ্যা অতি মন্দগামিনী ছিলেন যেহে-তুক কোন নগরে কোন ব্যক্তি এক গ্রন্থ রচনা করিলে সেই নগরের লোকেরা ক্রমে ২ বহুদিনে কেহ ২ জানিতে পারিত, কিন্তু অন্য ২ দেশস্থেরা তাহা হইতেও অতি বিলম্বে সে গ্রন্থ অবগত হইত, ইহাতে বিদ্যাব গমন অতি মৃদু ছিল। এবং ছাপা সৃষ্টি হওনের পূর্ব্বে ইউরোপ দেশীয় লোকেরা অতি ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে মগ্ন ছিলেন, সেখানকার অত্যল্প লোক লেখা পড়া জানিতেন, তাহাতে প্রকৃত জ্ঞান প্রায় লুপ্ত ছিল, কিন্তু ছাপাকর্ম্ম প্রকাশ হইলে পর অনেক প্রকার গ্রন্থ সৃষ্টি হইল, এই হেতুক বিদ্যাও বেগগামিনী হইলেন। যেমন পূর্ব্বে ঘোরান্ধকার ছিল তেমনি বিদ্যাব আলোক প্রকাশিত হইয়াছে।

ছাপাকর্ম্ম দ্বারা সকল প্রকার সত্য কিম্বা মিথ্যা শীঘ্র

জানা যায়, যেহেতুক কোন বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ্ প্রস্তুত হইয়া মুদ্রিত হইলে, ঐ গ্রন্থ্ সর্ব্বত্র প্রকাশিত হওয়াতে তাহার সত্য মিথ্যা অনেকে বিচার করিতে পারেন। এক ব্যক্তি এক গ্রন্থ করিলে অন্য লোকেরা তাহা দেখিয়া আপন ২ অভিপ্রায়ানুসারে মিলন করিলে বিদ্যার সত্যতা প্রকাশ হয়। যদি ছাপাকর্ম্ম প্রকাশ না হইত, তবে এই প্রকার বিবেচনা প্রায় হইতে পারিত না; ছাপার দ্বারা কর্ম্মণ্য পুস্তক চিরজীবি হইয়া থাকে, দেখ ছাপা আরম্ভাবধি ইউরোপীয়দিগের কোন কর্ম্মণ্য পুস্তক লুপ্ত হয় নাই, পূর্ব্বকালীন বৃত্তান্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে এবং পূর্ব্বকালীন নানা জাতীয় লোক এমত লুপ্ত হইয়াছে, যে তাহাদের নামও পাওয়া যায় না ও তাহাদের সন্তানেরাও জানে না। আর এক প্রধান প্রমাণ এই যে আমারদিগের পূর্ব্বকালীন মুনিকৃত অনেক গ্রন্থ প্রায় লুপ্ত হইয়াছে, তাহার নাম শুনা যায় মাত্র; এখন অবশিষ্ট যে ২ গ্রন্থ্ আছে সে সকল যদি মুদ্রিত করা যায় তবে চিরজীবী হইবে।

[সমাচার চন্দ্রিকা—ইং ১৮২২]

বৃহৎপ্রতিমূর্ত্তি।

লণ্ডন নগরে হুইডপার্কনামক এক স্থানে একিলিস নামে প্রাচীন এক যোদ্ধার পিত্তলনির্ম্মিতা এক প্রতিমূর্ত্তি

সংপ্রতি স্থাপিতা হইয়াছে। শ্রীযুত ডিউক আফ উইলণ্টন সাহেব ফরাশীসেরদের সহিত যুদ্ধ করিয়া যত কামান আনিয়াছিলেন তাঁহার সম্ভ্রমার্থে সেই সকল কামান গলাইয়া এই প্রাচীন যোদ্ধার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ হইয়াছে; এই মূর্ত্তি দ্বাদশ হস্ত দীর্ঘ এবং যে স্তম্ভের উপরে আছে তাহাও তৎপরিমাণ উচ্চ। তাহার ভার এক সহস্র এক শত বাইশ মণ, কিন্তু এমত বৃহৎ শরীর নির্ম্মাণ করা অত্যাশ্চার্য্য, যেহেতু তাঁহার শরীরের যেখানে যেমত সেখানে সেই মত শিরা আছে ও হস্ত পদাদি অতি সুগঠন, বৃহৎ শরীর এক খণ্ডে সুগঠন না হওয়াতে, খণ্ড ২ গঠন করিয়া পশ্চাৎ ঝালিয়াছে; তাহার নীচে তাঁহার সকল বৃত্তান্ত লিখিত আছে এবং ইহার ব্যয় স্ত্রী লোকেরা অংশ করিয়া দিয়াছেন।

[সমাচার চন্দ্রিকা—ইং ১৮২৩]

মুখাচ্ছাদনী।

মুনিক দেশীয় এক জন যন্ত্রবিদ কর্ত্তৃক এক আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রস্তুত হইয়াছে; ঐ ব্যাপারে এক প্রকার গুটিপোকাদ্বারা বিবি লোকের মুখাচ্ছাদনীয় বস্ত্র নিম্নভাগে লিখিতানুসারে উৎপন্ন হইতেছে। পতঙ্গ যে পত্র ভক্ষণ করিয়া থাকে, সেই পত্রের কাই করিয়া, এক প্রস্তরের উপরে লেপন করিয়া জিৎমল তৈল উটের লোমের

তুলির দ্বারা যে প্রকার শিল্প কর্ম্ম করণের ইচ্ছা করেন তাহা করিয়া থাকেন। অপর ঐ প্রস্তর আড়করে রাখিয়া যে সকল গুটিপোকা অতিশয় জাল বুননে পরিপক্ক আছে তাহাদিগের ঐ প্রস্তরের উপরে২ দিলে সেই কীট সকল ঐ কাই ভক্ষণ করিতে২ তৈলের দাগ যে স্থানে তদ্ব্যতিরিক্ত বস্ত্র বুনিয়া থাকে। ইংরাজী সংবাদ পত্রের এক সম্পাদক দ্বারা শ্রুত হওয়া গেল যে ঐ বস্ত্র সমুদয় অত্যন্ত লঘু এবং শক্ত হইয়াছে ২৬৷৷০ ইঞ্চি দীর্ঘে ১৭ ইঞ্চি প্রস্থে এতাদৃশ বস্ত্র ১৷৷০ রতি ওজনে হয়, সুতরাং এতদ্রূপ অন্য কোন বস্ত্রের সহিত তুলনা করিলে ইহা অতিশয় লঘু বোধ হয়, অপর চতুর্দ্দিগে সমান এক গজ ঐ বস্ত্র ৪৷৷০ রতি ওজনে হয়, কিন্তু কৌষেয় নির্ম্মিত ঐ রূপ বস্ত্র ১৮০ রতি ওজনে হয়, এবং অতি উত্তম জাল বস্ত্র তাহার ওজন ২৬২ রতি হইয়া থাকে।

[জ্ঞানান্বেষণ—ইং সন ১৮৩৯]

জ্ঞানোদয় এবং সত্য বৃদ্ধি।

সুধারা ও সতর্কতা ও পরিশ্রম এই সকল যুব ব্যক্তি-দিগের অতি কর্ত্তব্য, নানা ক্ষমতা সত্ত্বেও যদি উদ্যোগিতা না থাকে, তবে তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি কদাচ হয় না।

ঐহিক কিম্বা পারত্রিক পরিশ্রম যৌবনাবস্থায় অনায়াসে

সিদ্ধ হইতে পারে, পরিশ্রম যে কেবল সুধারার নিমিত্ত এমত নহে তাহাতে সুখও জন্মে, পরিশ্রম ব্যতিরেকে কোন সুখ ভোগ হয় না। নাশ এবং দোষ জনক যে আলস্য তাহাকে ত্যাগ করা উচিত; ঐ আলস্য কেবল যুব ব্যক্তিদিগকে কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়, আর উহাতে সর্ব্বদা নীচ সংসর্গ জন্মায় ও বেশভূষা দ্বারা শরীরের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করায়।

হে যুব ব্যক্তি সকল এই নীচ বিষয়ে তোমরা লোকদিগের স্নেহ পাত্র হইবে, কিম্বা পৃথিবীর মধ্যে জ্ঞানবান্ হইবে এবং ইহাতে কি তোমরা দেশীয় ও বন্ধু লোকদিগের কথোপকথনে কি উত্তর প্রদান করিতে পারিবে? তাহা যদি মনে কর সে কেবল ভ্রমমাত্র।

নানা পুষ্প হইতে মধু করিতে সঞ্চয়।
দেখ মধু মক্ষি সকল ব্যাকুল হৃদয়॥
বিধাতার নিয়ম দেখ যত বৃক্ষগণ।
মধু মক্ষির তৃপ্তি জন্য হইল সৃজন॥
মধুমক্ষির পরিশ্রম দেখ সর্ব্ব জন।
ব্যাকুলচিত্ত আছে সদা মধুর কারণ॥
অলস ত্যাজিয়া সবে করহ যতন।
জ্ঞান ধর্ম্ম উপার্জ্জনে স্থির কর মন॥

যাহা হউক ইহা পরমানন্দের বিষয় যে মনুষ্যদিগের গুণ বিবেচনা করা এবং সেই গুণের মধ্যে সত্যই প্রধান ইহা সহজ হইলেও শ্রেষ্ঠ কিন্তু ইহা যে ব্যক্তির না থাকে সে সদ্বংশজ হইলেও সকল সত্যবাদির হেয়

হয়, এবং স্বভাবতঃ ঐ সকল ব্যক্তি বিশ্বাসযোগ্য নহে কিন্তু যাঁহারা সত্যবাদী তাঁহারা শত্রু কিম্বা মিত্র হইলেও পরম বিশ্বাসপাত্র, কারণ তাহাদের হইতে কদাচ বিপদ্ হয় না, যদি কখন তাহাদের ভ্রম হয় তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন।

[জ্ঞানান্বেষণ—ইং সন ১৮৩৯]

সিন্ধু নদী।

কচদেশে আশিষ্টান্ট রেসিডেণ্ট লেপ্টেনন্ত বর্ণস সাহেব সিন্ধু নদীর বিষয়ে এক পত্র গবর্ণমেণ্টের প্রতি লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রমাণ হইল যে গঙ্গা হইতেও অধিক জল সিন্ধু নদীহইতে সমুদ্রগত হইতেছে। সমুদ্র হইতে গঙ্গাতীরে শিকারিগলি যেমন দূরস্থ, সমুদ্রহইতে তত্তুল্য দূরস্থ সিন্ধু নদীর ও তাট্টা নামে এক স্থান আছে, কিন্তু পলমিত কাল মধ্যে যেমন ঐ শিকারি গলির নিকট দিয়া যত জল চলে ঐ তাট্টা স্থানের নিকট দিয়া তাহার ত্রিচতুর্গুণ জল বহিয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে গঙ্গা অপেক্ষা সিন্ধু নদীর আকর অধিক দূর, এবং পথিমধ্যে সহকারিতারূপে অনেক২ নদীর তাহাতে সঙ্গম হয়। অপর ঐ সিন্ধু নদী ও তৎসহকারিণী নদী সকলও অত্যুচ্চ ও হিমানী আচ্ছাদিত পর্ব্বতের মধ্যে দিয়া হিমানী অতি

দূরহইতে গমন করে। এবং ঐ পর্ব্বতীয় বরফ নিত্য গলিত হওয়াতে ঐ নদীর খাত প্রায় সর্ব্বদা পূর্ণ থাকে। এবং সিন্ধু নদীর পাড় অতি উচ্চ ও অপ্রশস্ত খাত প্রযুক্ত তাহার জল দেশময় প্লাবন না হওয়াতে, তদ্দেশ উর্ব্বরা ও তাদৃশ শস্যোৎপাদক নহে এবং সামান্য নদীর জলের মত তাহার জল বাস্প হইয়া অধিক উড়িয়া যায় না। বর্ষা-কালে জলের বাহুল্য হইলেও সিন্ধু নদী এক পোয়া হইতে অধিক চৌড়া হয় না, কিন্তু তৎসময়ে গঙ্গা তাবদ্দেশে এমত ব্যাপিনী হন যে তাহার অবধির কিছু নিয়ম করিতে পারা যায় না। অপর গঙ্গাপেক্ষা সিন্ধু নদীর এই প্রকার অধিক জল বৃদ্ধির উপায় আছে, যে হিমালয় পর্ব্বতের উত্তরদিগে তাহার উৎপত্তি হওয়াতে এবং তাহার বহুদূর গামিত্ব প্রযুক্ত এবং দক্ষিণদিগ দিয়া ঘূরিয়া সমুদ্র গামিত্ব প্রযুক্ত হিমালয় পর্ব্বতের উত্তর ও দক্ষিণদিগ দিয়া যে সকল সহকা-রিণী নদী বহিতেছে এবং চীনীয়-তার্তার দেশে অতি দূর ২ পর্ব্বত হইতে আরো অনেক সহকারিণী নদীর সঙ্গে যোগ আছে। বর্ষাকালের অনেক পূর্ব্বে সিন্ধু নদীর জল বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং নিঃসন্দেহই গ্রীষ্ম ঋতুতে গ্রীষ্মের যেমন প্রাবল্য, তেমনি অতি উচ্চ হিমানী আচ্ছন্ন পর্ব্বতের মধ্যদিয়া গমন করাতে ঐ হিমানী গলিত হইয়া তাহার জল বৃদ্ধি হয়।

সিন্ধু নদীর স্রোতের বেগাধিক্য প্রযুক্ত গঙ্গাতে যেমন দূরগামী জোয়ার হয় তেমন অধিক দূরগামী হয় না। অর্থাৎ সমুদ্রহইতে, বত্রিশ ক্রোশ অন্তরেই, সিন্ধু নদীতে

জোয়ার বোধ হয় না কিন্তু গঙ্গানদীতে জোয়ার প্রায় নবদ্বীপ পর্য্যন্ত চলে।

[সমাচার দর্পণ—ইং সন ১৮৩২]

অন্তর্দৃশ্য ঘড়ী।

অতি আশ্চর্য্য বস্তুতে নির্ম্মিত এক ঘড়ী পারিস নগরের বিদ্যার সভাতে প্রদত্ত হইয়াছে, ঐ ঘড়ীর তাবদংশ প্রায় স্ফটিক প্রস্তরেতে নির্ম্মিত। এবং তাহা আয়তনে অতি ক্ষুদ্র, তাহার অন্তর্গত যত কল তাহা অবিকল দৃষ্ট হয়, এবং তন্মধ্যবর্ত্তি দন্তাকার বিশিষ্ট যে দুই চক্র দ্বারা উপরিস্থ দুই হাত চলে সেই দুই চক্র স্ফটিকনির্ম্মিত। অন্তঃস্থ অন্যান্য চক্র সকল প্রায় ধাতুনির্ম্মিত। অপর চক্রের তাবং আল পদ্মরাগ মনির উপরিভাগে ঘূরিতে থাকে। এবং ইস্কেপমেন্ট অর্থাৎ ঘড়ীর অন্তর্বর্ত্তি কোন অংশ নীলকান্ত মনিতে এবং পরিমাণ দণ্ডরূপ চক্র স্ফটিকেতে এবং তন্মধ্যস্থ ছুট্‌কা কল স্নুবর্ণেতে নির্ম্মিত। এই সকল আশ্চর্য্য বস্তুর উত্তম নির্ম্মাণ দ্বারা বোধ হয় যে পূর্ব্বাপেক্ষা ইদানীন্তন কি পর্য্যন্ত মণি প্রস্তর ক্ষোদক-দিগের শিল্প বুদ্ধির নৈপুণ্য হইয়াছে।

[সমাচার দর্পণ—ইং সন ১৮৩২]

আকবর বাদসাহের বিষয়।

আকবর বাদসাহের মন্ত্রী বীরবল সম্পর্কীয় অনেক গল্প আছে, এই চমৎকার বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি হিন্দুজাতি ছিলেন, ইহাঁর নাম বীরবল না কহিয়া বীরবর কহিলে, উক্ত ব্যক্তির নামের যথার্থ অর্থ সংগতি হয় এবং এই বীরবর নাম উচ্চভূমিস্থ অনেক সাধারণ লোকের আছে, তাহার এক ইতিহাস এই যে ঐ বীরবরের স্বামী আকবর শা, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন্ জাতি উত্তম এই প্রশ্ন বীরবরের প্রতি করাতে বীরবর এই কহিয়া তাহার সিদ্ধান্ত করেন, যে আপনি এক জন ক্ষুদ্র হিন্দুকে মুসলমান্ হইতে আজ্ঞা দেউন, তাহাতে ঐ ক্ষুদ্র অঙ্গীকার না করাতে বাদসাহ মনে করিলেন, যে "আমি কি এই ক্ষুদ্র ব্যক্তি হইতেও ক্ষুদ্রজাতি?" ইহার পর হিন্দুরা এরূপ কহিয়া থাকেন, যে অনন্তর বাদসাহ আপনি হিন্দু হই-বার নিমিত্তে বীরবরকে যথেষ্ট অনুরোধ করিলেন তাহাতে বীরবর এক দিবস পরে উত্তর করিতে অঙ্গীকার করি-লেন। বাদসাহ পরদিবস গবাক্ষদ্বার দ্বারা দৃষ্টিপাত করাতে দেখিলেন, যে এক ব্যক্তি পুষ্করিণীর তীরেতে তৃণাদি দ্বারা একটা গর্দ্দভের গাত্রে যথেষ্ট যত্ন পূর্ব্বক ঘর্ষণ করিতেছিল, তাহাতে অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে তাঁহার অভিপ্রায়ে মন্ত্রী উক্ত কর্ম্ম করিতেছে পরে বাদসাহ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করাতে বীরবর কহিলেন, যে এই গর্দ্দভকে অশ্ব করিবার নিমিত্তে ইহার গাত্র মার্জ্জন

করিতেছি। বাদসাহ কহিলেন যে তুমি কি উন্মত্ত হইয়া এরূপ করিতেছ? বীরবর উত্তর করিলেন যে যদ্যপি গর্দ্দভকে অশ্ব করিতে না পারি, তবে এক জন মুসলমানকে কিরূপে হিন্দু করিতে পারি।

আকবরের সভাব অন্য একটা ইতিহাস এই যে তিনি এক দিবস প্রধান ২ মন্ত্রিগণের সহিত যমুনা তীরে গমন করিয়া, বালুকার উপরে স্বীয় যষ্টিদ্বারা একটা রেখা টানিলেন এবং কহিলেন যে তোমরা এই রেখাকে স্পর্শ না করিয়া কোন রূপে ইহাকে ক্ষুদ্র করিতে পারহ? তাহাতে সকলেই আশ্চর্য্য বোধে পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিল। শেষে বীরবরকে কহাতে বীরবর বাদসাহের হস্তহইতে যষ্টি লইয়া ঐ রেখার দ্বিগুণ দীর্ঘ অন্য একটা রেখা টানিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে যথার্থ বুদ্ধিতে হঠাৎ তুল্য কর্ম্ম লোকের গৌরবের পরাভব করে।

উক্ত বাদসাহের অন্য একটা গল্প আছে যে তিনি মহাভারতকে পারস্য ভাষায় অনুবাদ করান। আমরা বাঞ্ছা করি যে ইঙ্গরেজ রাজাও উক্ত শ্লোক সকল ইঙ্গরেজীতে অনুবাদ করাইয়া ইঙ্গরেজ লোকদিগকে জ্ঞাপন করেন।

[সমাচার দর্পণ—ইং সন ১৮৩৫]

পেঁড়োর মন্দির।

পেঁড়োর মন্দিরের স্থাপন বিষয়ে তত্রত্য মুসলমানেরা কহিয়া থাকে, তাহা দিল্লীশ্বর সমস্‌উদ্দীনের পুত্র শুলতান রুকুনুদ্দীন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, উক্ত স্তম্ভ অন্যূন ৬০০ শত বৎসর গত হইল নির্ম্মিত হইয়াছে, যেহেতুক উক্ত শুলতান ৬২৫ হিজরিসনে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন, পরন্তু তাঁহার পিতা যেমন গোয়ালিয়র, মালব, উজ্জয়নী প্রভৃতি লুঠ করিয়াছিলেন এবং রাজা বিক্রমাদিত্যের ও অন্যান্য রাজগণের চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি স্বরূপ দেবালয় ও বিগ্রহাদি ভাঙ্গিযাছিলেন, পেঁড়োর মন্দিরে কতিপয় বর্ত্তুলাকার প্রস্তর আছে মুসলমানেরা কহে, তত্তাবৎ “ বেঙ্গমা বেঙ্গমী ” অর্থাৎ বিহঙ্গ বিহঙ্গীর ডিম্ব, তাহা ফুটিলেই যুগপ্রলয় হইবেক।

[সংবাদ রসসাগর—ইং সন ১৮৫১]

গুপ্ত সাধু।

কত শত সুনির্ম্মল উজ্জ্বল রতন।
জলধি প্রবাহ ঘোরে আছে সংগোপন॥
দৃশ্য নহে কত পুষ্প ফুটে মৃদুহাসে।
বনের সমীরে চারু সৌরভ প্রকাশে॥

[সংবাদ রসসাগর—ইং সন ১৮৫০]

বালি উপদ্বীপে হিন্দুধর্ম্ম।

চারি শত বৎসর হইল জাবা উপদ্বীপস্থ তাবল্লোক হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিল। এই বিষয় কেবল দেশদর্শক লোক-দিগের কথাদ্বারা প্রমাণ হয়, এমত নহে, ঐ স্থানে নানা দেববিগ্রহ ও দেবালয় প্রাপ্ত হওয়া যায় তদ্দ্বারা প্রত্যয় হয়, কিন্তু ঐ উপদ্বীপস্থ সকলেই এইক্ষণে সম্পূর্ণরূপে জাবনিক ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছে। আমরা বোধ করি যে ঐ উপদ্বীপে অতি প্রধান অধ্যক্ষ অবধি ক্ষুদ্র লোক পর্য্যন্ত বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বী প্রাণি মাত্র নাই। আরো বোধ হয় যে তাহার চতুর্দ্দিকস্থ অনেক উপদ্বীপের মধ্যেও পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্ম চলিত ছিল, এইক্ষণে জাবনিক ধর্ম্ম চলিতেছে। কিন্তু বালি উপদ্বীপ জাবা উপদ্বীপের পূর্ব্ব সীমাহইতে অতি ক্ষুদ্র এক মোহনাতে বিভক্ত। যদ্যপিও সেই স্থানে অনেক জবনের বসতি তথাপি তত্রত্য অধিকাংশ লোক হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী আছে, অতএব আমারদের বোধ হয় যে পৃথিবীর মধ্যে চারি বর্ণের প্রভেদ কেবল ঐ বালিতেই আছে। ভারতবর্ষের মধ্যে এইক্ষণে কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই বর্ণের প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

ঐ স্থানের লোকেরা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব গণেশ দুর্গা এবং অন্যান্য প্রতিমাদিরও পূজা করে; কিন্তু দেবালয় সকল ভাঙ্গিয়া চূরিয়া গিয়াছে সুশোভিত নহে। ঐ স্থানে মধ্যে২ বলিদানও হইয়া থাকে বোধ হয় যে সেই স্থানে ব্রাহ্মণও আছেন তাঁহারা অত্যুত্তম ভাষা লইয়া ব্যবহার

করেন ঐ ভাষা এক প্রকার সংস্কৃত হইবে, কিন্তু যে সাহেবেরা ঐ উপদ্বীপ দর্শনার্থ গিয়াছিলেন, তাঁহারা ঐ যাজক ব্রাহ্মণেরদের সঙ্গে আলাপাদি করিতে না পারাতে তদ্বিষয়ে কিছু বিশেষ অবগত হইতে পারেন নাই। যদ্যপি ঐ বালি নিবাসি লোকেরা গোমাংস ভক্ষণ করে না তথাপি বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বিরদের সঙ্গে তাহারদের এই মাত্র বৈলক্ষণ্য যে তাহারা অন্যান্য পশুহত্যা করিতে বা ভক্ষণ করিতে কিছু মাত্র ক্রুটি করে না, তন্মধ্যে মহিষ ও শূকরের ব্যবহারই অধিক। উপযুক্ত কর্ম্মণ্য বিদ্যা ঐ সকল লোকের মধ্যে প্রায় নাই। সেই স্থানে জবনের-দের আরবীয় শিক্ষার্থ পাঠশালা মাত্র আছে, আর কোন পাঠশালা দৃষ্ট হইল না। তাহারদের মধ্যে কেহ দেশীয় ভাষা অনায়াসে লিখিতে পারেনা কেবল কথোপকথনের দ্বারা ভাষা মাত্র অভ্যাস করে। ইউরোপীয় লোকের-দের সঙ্গে তাহারদের তাদৃশ মিত্রতা নাই এবং ইউরো-পীয়েরা যে তাহারদের সঙ্গে আলাপাদি করেন এমত তাহারদের ইচ্ছাও নাই। তাহারা বিদেশীয়দিগকে দেশের নিগূঢ় স্থানে গমন করিতে দেয় না; দুই জন সাহেব যখন তাহাদিগকে কহিলেন যে আমারদের সঙ্গে তোমরা অত্যন্ত কুব্যবহার করিতেছ, তখন তাহারা এই-মাত্র উত্তর করিল, তোমাদিগকে এখানে আসিতে কেহ নিমন্ত্রণ করে নাই, যদি আমারদের এই ব্যবহারেতে তোমরা অসন্তুষ্ট হও তবে প্রস্থান কর।

[সমাচার দর্পণ—ইং সন ১৮৩৫]

অন্তর্জ্জলী।

রোগিব্যক্তিকে গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া অতি কদর্য্য এক খড়ুয়া ঘরে রাখে, তাহাতে দিবার রৌদ্র ও রজনীর শিশির কিছু নিবারণ হইতে পারে না। এমত স্থানে দুই এক দিবস পর্য্যন্ত থাকিতে হয়, তাহাতে তৎকালীন দুরবস্থানুসারে সম্ভাবনীয় পীড়া সকল তাহার মনে উপস্থিত হওয়াতে পরিশেষে অতি ক্ষীণ হয়। ফলতঃ মূর্খ চিকিৎসকের পরামর্শ ক্রমেই এমত ব্যক্তিকে গঙ্গাতীরে লইয়া যায়। পরে তাহাকে ঐরূপ ঘরহইতে উঠাইয়া প্রবাহ সমীপে লইয়া অর্দ্ধ শরীর জলমগ্ন করিয়া অর্দ্ধ রৌদ্রের তাপে আর্দ্র ভূমিতে রাখে। অনন্তর দুই এক জন আত্মীয় স্বজন তাহার পাদাঙ্গুষ্ঠ মৃত্তিকাতে ঠেসিয়া ধরে কোন ব্যক্তি তাহার বক্ষস্থলে মৃত্তিকা লেপন করিয়া হরিবোল ২ বলত কিঞ্চিৎ ২ গঙ্গাজল মুখে দেয়। কিন্তু এমতও হইতে পারে যে ঐ মূর্খ চিকিৎসক রোগ ঠাহ্‌রাইতে না পারাতে অতিশীঘ্র তাহার মরণ সম্ভাবনা থাকে, এবং রোগিরো বোধ হয় যে আমার শীঘ্র মৃত্যু হইবে না, তাহাতে সে চেঁচাইয়া কহিতে থাকে, যে আমি এইক্ষণে মরিব না, আমাকে এখানহইতে উঠাইয়া লইয়া যাও, তাহাতে আত্মীয় স্বজন ঐ যমসম চিকিৎসককে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বোধ করেন, যে এখন ফিরাইয়া লইয়া গেলে আমার অসম্ভ্রম হয়, অতএব রোগির আত্মীয় কোন ব্যক্তিকে গোপনে ডাকিয়া কহেন,

যে ইহাঁর আর বড় অপেক্ষা নাই, এইক্ষণে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া অনুচিত। অতএব ঐ রোগির চীৎকারে কেহই মনোযোগ করে না, এবং তাহার গলায় অনবরত জল ঢালিতে থাকে ইত্যাদি ব্যাপার করিতে ২ যখন জোয়ার আসিয়া রোগির কোমরপর্য্যন্ত জল উঠে, তখন তাহারা তাহাকে ডেঙ্গায় কিঞ্চিৎ ২ টানিয়া লইতে থাকে, এইরূপে টানাটানি করাতে কখন ২ তাহার শরীরের কোন ২ স্থানে আঘাত হয়, তথাপি তাহার প্রাণ ত্যাগ হয় না। এইরূপ নির্দ্দয়তার ব্যাপার করিলেও স্বাভাবিক বলক্রমে তখন পর্য্যন্তও প্রাণ থাকে। যদ্যপি ইহাতে রোগির মনো-মধ্যে অত্যন্ত দুঃখ হয় তথাপি শারীরিক যাতনা বিষয়ে চৈতন্য থাকে, এই প্রযুক্ত বারম্বার বিনয় করে যে আমাকে এই স্থান হইতে লইয়া যাও, তাহাতে কখন ২ তাদৃশ যাতনা না দিয়া কিঞ্চিৎ কাল মৃত্তিকার উপরেই অমনি ফেলিয়া রাখে। কিন্তু অতি দুর্ব্বল শরীরে ইত্যাদি যাতনা দেওয়াতে সুতরাং তাহার মৃত্যু অতি শীঘ্রই উপস্থিত হয়, তখন পুনর্ব্বার লইয়া গিয়া জলে ফেলে পরে পরিচারকেরা বিলম্ব সহিতে না পারিয়া তাহার অতিশীঘ্র মৃত্যুর চেষ্টা পায় অর্থাৎ অনবরত জল গিলিতে দেয় পরিশেষে অধিক জল গিলিতে না পারাতেই মরিয়া যায়।

এইক্ষণে এই বিষয়ে কেহ ২ এই আপত্তি করিতে পারেন যে কোন ২ রোগী গঙ্গাতীরে নীত হইবামাত্রই মরে এবং জীবনের প্রত্যাশা থাকিলে কখন সাবধান ব্যক্তিরা

গঙ্গাতীরে লইয়া যান না। দিন ২ সহস্র ২ রোগী গঙ্গাতীরে নীত হইতেছে, সুতরাং সকলের এক প্রকার ভাব নহে কিন্তু আমারদের উপরি উক্ত প্রকার প্রায়ই সত্য ইহা কেহই অপহ্নব করিতে পারিবেন না এবং গঙ্গাতীরে লওনের পর এমত যাতনা পাইয়া অনেক ব্যক্তি সুস্থ হইয়া ফিরে আইসে। এই ব্যাপারে শাস্ত্রে যেরূপ প্রমাণ আছে তদ্বিষয়ে রিফার্ম্মরে এইরূপ লেখেন যে যে শাস্ত্রে অন্তর্জ্জল করণের বিধি আছে সেই শাস্ত্রে লেখে কলিযুগের পরিমাণ ৪০০০৩২ বৎসর তন্মধ্যে ৪০০৯ বৎসর অতীত হইযাছে, এবং পৃথিবীতে ১০০০০ বৎসর বিষ্ণুর নাম থাকিবে ৫০০০ বৎসর পর্য্যন্ত গঙ্গা মাহাত্ম্য থাকিবে। তৎপরে সামান্য জলের ন্যায় গঙ্গার পবিত্রতা গুণ থাকিবে না, এইক্ষণে তন্মধ্যে ৪০৪০ বৎসর গত হইয়াছে, অতএব প্রায় সকলই এমত বোধ করেন, যে আর ৬০ বৎসর পরেই তদ্রূপ হইবে অতএব আমরা তৎসময় দেখিতে পাব না, সন্তানেরা দেখিবে। এইক্ষণে হিন্দুরদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে তাহা হইলে কিরূপে তাঁহারদের স্বর্গ প্রাপ্তি হইবে। এবং সচ্ছীলতা ব্যতিরেকে স্বর্গারোহণের আর কোন্ সোজা পথ পাইবেন তাঁহারদের অযুক্ত ধর্ম্ম বজায় রাখনের নিমিত্ত প্রবঞ্চনার দ্বারা আর কোন্ প্রকার পাগলামির পথ ঠাহরাইবেন কি তাঁহারা এই অতিনির্দ্দয় ঘৃণ্য অন্তর্জ্জলের ব্যাপার একেবারে ছাড়িবেন? ভরসা করি যে লোকের বিদ্যাভ্যাসের দ্বারা এমত জ্ঞানোদয় হইবে, যে গঙ্গা মাহাত্ম্যের বিষয় যাহা লিখিত হইয়াছে

তাহা ঐ ৬০ বৎসর অতীত না হইতেই অবশ্য সিদ্ধ হইবে।

[সমাচার দর্পণ—ইং সন ১৮৩৫]

যন্ত্রের বৃত্তান্ত।

যে রূপ প্রাণির কোন অন্তর্নাড়ীর দ্বারা শরীরের রক্ত চলিতে থাকে এবং অঙ্গাদির চালন ক্রিয়া হইয়া থাকে তদ্রূপ সিলেণ্ডরের মধ্যে এক অর্থাৎ এক প্রকার চুঙ্গী পিষ্টনের চলনের দ্বারা বাষ্পীয় যন্ত্রের তাবদ্‌যষ্টি চলে ও তাবচ্চক্র ঘূরিতে থাকে। সম্প্রতি প্রাণির নাড়ী সকল স্রষ্টার অদৃশ্য ক্ষমতাতে উৎপন্ন হয়, অতএব তাহা বোধগম্য নহে, কিন্তু পিষ্টনের চলন ঈশ্বরদত্ত জ্ঞান হইতে উৎপন্ন মনুষ্যকৃত উপায়ের দ্বারা সম্পন্ন হয় তাহা সর্ব্ব সাধারণেরই বুদ্ধিগম্য বটে। পিষ্টন যে প্রকার উপায়েতে চলে তাহা বুঝিবার নিমিত্তে কেবল দুই কার্য্য করণ আবশ্যক।

প্রথম, অর্দ্ধেক জল পূর্ণ এক পাত্র অগ্নিতে রাখিয়া দৃঢ়রূপে মুখ বন্ধন কর্ত্তব্য এবং যত ভার সহ্য হইতে পারে ততভারই তাহাতে অর্পণ করুন, তথাপি জল স্ফুটিত হইলে পর ঐ পাত্রের ঢাকনি বাষ্পের শক্তিতে উঠিবে নতুবা পাত্র ভাঙ্গিয়া যাইবে। যেহেতুক এক রক্তিকা পরিমিত জল জ্বালের দ্বারা বাষ্পীভূত হইয়া সতর শত রক্তিকা পরিমিত হয়, অতএব সেই সকল অতি ক্ষুদ্র

এক পাত্রের মধ্যে কিরূপে সমাবেশ হইতে পারে। ইহাতে বোধ করিবেন যে বাস্পের শক্তি কীদৃশ। শাদি লিখিয়াছেন যেরূপ প্রীতি ও মৃগমদ গোপনে থাকিতে পারে না, তদ্রূপ বাস্পও কদাচ বদ্ধ থাকে না।

দ্বিতীয়, বন্দুকের লৌহ শলাকার অগ্রভাগে এমত অধিক আর্দ্র শণ জড়ান যাউক যাহাতে বন্দুকের মধ্যে শিক অত্যায়াসে কুঁদা পর্য্যন্ত প্রবেশ করাইতে পারিবেন, পরে রঞ্জক দ্বার বদ্ধ করুন, অনন্তর ঐ শিক অর্দ্ধেক বাহির করিয়া পরিত্যাগ করিবামাত্র দৃষ্ট হইবে যে শিক পুনর্ব্বার কীদৃশ বেগেতে স্বতই কুঁদা পর্য্যন্ত প্রবেশ করিবে। ইহার কারণ এই যে শিকের অগ্রস্থিত বায়ু রঞ্জক দ্বার দিয়া বহির্গত হইলে বন্দুকে শিক প্রবিষ্ট হয়, বন্দুক হইতে শিক বাহির হওন সময়ে অপর কোন বায়ু অন্তরে প্রবিষ্ট হইতে পারে না যেহেতুক তৎকালে রঞ্জক দ্বার বদ্ধ থাকে অতএব যে স্থান পর্য্যন্ত শিক বহির্গত হয় সেই স্থানে কিছুমাত্র থাকে না, এবং সর্ব্বত্র ব্যাপক যে বায়ু তাহাও থাকে না, অথবা সেই স্থান শূন্যই থাকে অপর যেমন কোন প্রিয়তম বন্ধু ব্যক্তি পৃথক হইয়া দূরে অবস্থিতি করণের ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া ঐ প্রিয় ব্যক্তির গৃহে পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করে তদ্রূপ ঐ শিক শূন্যতা অসহ্যতায় পুনশ্চ স্বীয় স্থানে অতিবেগে প্রবেশ করে।

উপরি লিখিত দুই প্রকার শক্তিতে সিলেণ্ডরের মধ্যে পিষ্টন চলিতে থাকে; যেহেতুক বাস্পের দ্বারা উঠে ও

শূন্যতাতে নামে এবং বাস্প ও শূন্যতার শক্তিতে যন্ত্রের তাবৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালিত হয়, যেহেতুক প্রথমতঃ যে কয়লার অগ্নি জ্বালিত হয়; ঐ কয়লা বর্দ্ধমান অঞ্চলস্থ পর্ব্বতীয় এক প্রকার প্রস্তর বিশেষ, তাহাই কাষ্ঠ কার্য্যকারী হয়। পরে অগ্নির উপরে জলপূর্ণ কটাহ রাখা যায় ঐ জল ক্রমে জ্বালের দ্বারা ফুটিতে থাকে এবং কটাহের মুখে এক ক্ষুদ্র সিলেণ্ডরের মধ্যে লৌহময় এক যষ্টি সংলগ্ন আছে। অপর ঐ স্ফুটিত জল হইতে বাস্প উদ্গাত হইয়া এক ক্ষুদ্র বাল্ব অর্থাৎ উন্মুক্ত ও বদ্ধ হয় এমত ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া সিলেণ্ডরের নীচভাগে প্রবিষ্ট হইয়া পিষ্টনকে উঠায়। পিষ্টন উত্থিত হইলে তাহার নীচ স্থান বাস্পেতে পূর্ণ হয় এবং ঐ স্থান শূন্য রাখা আবশ্যক। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে এক রতি পরিমিত জলে সতর শত রতি পরিমিত বাস্প জন্মে কিন্তু ঐ বাস্প পুনর্ব্বার জল হয়। যেহেতুক সিলেণ্ডরের বাহিরে শীতল জল দেওয়াতে ঐ বাস্প সকল একেবারে জলময় হইয়া যায় এবং এক রতি মাত্র জল থাকিয়া ১৬৯৯ রতি পরিমিত শূন্য স্থান থাকে অতএব প্রয়োজনানুসারে ঐ স্থান শূন্য হইয়া যায়। শিকের মত পিষ্টন ও অকস্মাৎ নামিয়া যায়। অনন্তর বাস্প সিলেণ্ডরের অধোভাগস্থ ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া প্রবেশ করে, পিষ্টনও পুনশ্চ উঠে এবং ঐ বাস্প জল হইলে ঐ পিষ্টন পুনর্ব্বার নামিয়া যে পর্য্যন্ত অগ্নি নির্ব্বাণ না হয় ততকাল পর্য্যন্ত যন্ত্রে সচল থাকে। অপর পিষ্টনের উপরিভাগ স্তম্ভোপরিস্থিত

তুলা দণ্ডের ন্যায় চলনশীল এক যষ্টিতে বদ্ধ থাকে এবং ঐ যষ্টির অন্য ভাগে এক খান বৃহচ্চক্র লাগান যায় ঐ চক্রে অন্যান্য চক্র সংলগ্ন হইলে তাহার ঘূরণে-তে আর ২ চক্র সকল ঘূরিতে থাকে তাহাতেই কলের তাবদবয়ব চলে।

অপর এক প্রকার বাস্পীয যন্ত্র আছে তাহাতে পিষ্টন উভয় দিগে বাস্পেতে ঠেলিয়া দিলে বাস্প সকল জল না হইয়া কেবল আকাশের দিগেই উদ্গত হইয়া যায়। এই প্রকার যন্ত্রের বিষযে কোন শীতল জলের আবশ্যক নাই কিন্তু অধিক উত্তপ্ততারই প্রয়োজন করে।

সিলেণ্ডরের ক্ষুদ্রতা ও বৃহত্ত্ব লইয়াই যন্ত্রের শক্তির লাঘব গৌরব। অপর সিলেণ্ডর ত্রিশ অঙ্গুলি বিস্তৃত হইলে তাহার শক্তি এক শত বিংশতি অশ্ব বা ছয় শত মনুষ্যের শক্তির তুল্য। এতাদৃশ যন্ত্রেতে পাঁচ সের কয়লায় এক মনুষ্যের সমস্ত দিবসের কার্য্য সম্পন্ন হয়।

উক্ত প্রকার যন্ত্রের তাবৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বাহুল্য প্রযুক্ত বিস্তারিতরূপে লেখা অসাধ্য, তথাপি সংক্ষেপে কিঞ্চিল্লিখি-তেছি। তাহা স্থল ও জল পথে শকট ও নৌকাদি চালাইবার অত্যুপযুক্ত। কিন্তু যে প্রকার আদর্শ এইক্ষণে আপনকার নিকটে প্রেরণ করা গেল তদ্দ্বারা দৃষ্ট হইবে যে এক বাস্পের কলের দ্বারা ত্রিংশৎ শকট আকৃষ্ট হইয়া উচ্চ নীচ স্থান দিয়াও এক ঘণ্টার মধ্যে ৩০ ক্রোশ পর্য্যন্ত চলে। ঐ শকটের চক্র সকল লৌহময় পথ দিয়া ঘূরিয়া যায় যেহেতুক যে প্রকার শক্তির দ্বারা উত্তম কাঁকরীয় বর্ম্মতে

যে ভার আকৃষ্ট হয় তদপেক্ষা বার গুণ ভার তাদৃশ উপায়েতে আকর্ষণ করা যায়। এই প্রকারে শত ২ লোক এবং অনেক প্রকার গো প্রভৃতি পশু ও ভূরি ২ ভারি দ্রব্য টানা যায়, যেহেতুক বাষ্পীয় যন্ত্রের দ্বারা সাত শত মণ হইতে অধিক আকৃষ্ট হইতে পারে তাহা কেবল বালকের বলে স্থগিত হয়। অপর এতদ্বিষয়ক দিন ২ নূতন সুধারা প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, অতএব ইহাতে অশেষ প্রকার উপকার সম্ভাবনা। বোঝাই দ্রব্যাদি এই প্রকার শীঘ্র ও অল্প ব্যয়ে চালিত হওয়াতে বস্ত্র ও ভক্ষণীয় দ্রব্যাদির মূল্য অল্প হইয়াছে। অপর অশ্বের প্রয়োজনই থাকিবে না, কিন্তু ইঙ্গলণ্ড দেশে দশ লক্ষ অশ্ব প্রতি-পালিত হইতেছে এবং প্রত্যেক অশ্বের প্রতিপালনেতে আট জন করিয়া মনুষ্য প্রতিপালন হইতে পারিত অতএব ইহার পরে অশ্বের পরিবর্ত্তে আশী লক্ষ মনুষ্যের প্রতি-পালন হইতে পারিবে।

পরন্তু ইহাতে কেবল কয়লার প্রযোজন আছে, তাহার আকরও অশেষ। অপর অশ্ব কেবল অল্প ভার লইয়া শীঘ্র যাইতে পারে, এবং অল্প কালেই শ্রান্ত হয়, কিন্তু যন্ত্র পরিমিত কয়লা ব্যয়েতে শীঘ্র ও অধিক ভারি দ্রব্য লইয়া চলিতে পারে, এবং তাহা শ্রান্ত ও স্থগিত হয় না। পুনশ্চ অশ্বের শকট অপেক্ষা যন্ত্র যান আপদ শূন্য যেহেতুক তাহাতে দশ লক্ষ ব্যক্তি যাত্রা করাতে তন্মধ্যে কেবল এক ব্যক্তিমাত্র মৃত হইয়াছে।

অপর জল পথে এই যন্ত্রের আশ্চর্য্য কার্য্য দৃষ্ট হয়

বিশেষতঃ ঐ যন্ত্র বায়ুকেও উপহাস করিয়া তাহার মুখেই চলিতে পারে এবং কাপ্তান সাহেবের ইচ্ছামতই অঙ্গুলি নির্দ্দিষ্ট দিকে ঘূরিয়া যায়। অতএব এইক্ষণে বাস্পরাজারই প্রভুত্ব ইহার প্রাদুর্ভাবে বায়ুর রাজ্য প্রায় গত হইল। পূর্ব্বে ইউরোপীয় কতক প্রদেশের মধ্যে গমনাগমন ঝড় বৃষ্টি প্রযুক্ত কএক সপ্তাহ পর্য্যন্ত কখন ২ রহিত হইত, কিন্তু এইক্ষণে ঝড় বৃষ্টি যাহা হউক না কেন গমনাগমনের বাধা কোন প্রকারেই হইতে পারে না। তাহাতে যেমন দারুময় নৌকা চলিয়া থাকে তদ্রূপ লৌহময় নৌকাও চলিতেছে এবং কাষ্ঠময় নৌকা অপেক্ষা লৌহময় নৌকার ভারের লাঘবও আছে, যেহেতুক লৌহ অতিদৃঢ় বস্তু হইলে আঘাতের দ্বারা বিস্তারণীয় বটে এবং অতি লঘু পাত্রের মত ব্যবহার্য্য। অতএব লৌহময় নৌকার লঘুত্ব প্রযুক্তই তাহা অত্যল্প জলে অনায়াসে ভাসিতে পারে।

[সমাচার দর্পণ—ইং সন ১৮৩৩।]

খ্রীষ্ট পরায়ণ স্ত্রীলোকের লক্ষণ।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের শাসনে স্ত্রীলোকেরদের মানসিক সংস্কার শোধন অত্যুত্তম হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরা কি পর্য্যন্ত বিদ্যা ও বুদ্ধির অনুশীলন ও সদসৎ বিবেক বিস্তার করিতে পারে তাহা কেবল খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই জানা যাইতে

পারে। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিবা স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা ও সৎসংস্কার সাধনে প্রায় কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ করে না। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে তাহারদিগের সদুপদেশ ও সুশাসনের উত্তম বর্ণনা আছে।

অঙ্গনাদিগের অসুখ দুই তিন কারণ বশতঃ হইতে পারে। প্রথমতঃ যদি তাহারা মানসিক ক্ষীণতাপ্রযুক্ত চঞ্চলচিত্ত হইয়া অসার পদার্থের প্রয়াসে আত্ম বিড়ম্বনা করে, তাহাতে অন্তঃকরণেব স্বচ্ছন্দতা থাকে না, দ্বিতীয়তঃ যদি বিদ্যামৃত পানে বিরত হইয়া অবিদ্যা মোহনে মুগ্ধ হয়, তৃতীয়তঃ যদি পুরুষেরদেব অত্যাচারে চিরদুঃখিনী হইয়া বাস করে। কিন্তু খ্রীষ্ট ধর্ম্মের শাসনে স্ত্রীদিগের দুঃখের এই সকল মূল নষ্ট হইবাব সম্ভাবনা আছে।

খ্রীষ্ট পরায়ণা হইলে বনিতাদিগের চিত্ত চাঞ্চল্যের সম্ভাবনা থাকে না, বাইবেল শাস্ত্রের মতে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই ধর্ম্মে সমান অধিকাব আছে। যৎকালে প্রভু জগতের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন তখন মেরী এবং মার্থা নাম্নী দুই নারী তাঁহার সেবা করিয়াছিল, বিশেষতঃ এক সময়ে মেরী তাঁহার উপদেশ শ্রবণে এমত আসক্তা ছিলেন, যে তাঁহার ভগিনী বিরক্ত হইয়া অনুযোগ করণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রভু মার্থাকে কহিলেন "হে মার্থা তুমি অনেক বিষয়ে ব্যস্ত হইয়াছ বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে এক বস্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, মেরী সেই বস্তু মনোগত করিয়াছেন, অতএব তাহাকে তদ্বিষয়ে বঞ্চিত করা উচিত হয় না (লুক. ১০। ৪১, ৪২) ইহাতে

নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে প্রভুর কথা প্রমাণ নারীগণের পক্ষে গৃহ কার্য্য সম্পন্ন যেমন বিহিত পরমার্থ বিষয়ের অনুশীলন করাও তদ্রূপ কর্ত্তব্য।

অপিচ যখন সাধু পৌল ফিলিপাই নগরে ধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন, তৎকালে লিডিয়া নাম্নী এক নারী তাহার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বাসিগণের মধ্যে গণিত হয় (প্রেরিতদিগের ক্রিয়া ১৬। ১৪) ঐ সাধু ব্যক্তির রোমীয় মণ্ডলীর প্রতি প্রকাশিত পত্রে আরও ব্যক্ত হই-তেছে, যে কেংক্রিয়া নগরীস্থ খ্রীষ্টীয় সভাতে ফিবি নাম্নী এক জন পরিচারিকা ছিলেন।

অতএব নিশ্চয় জানা যাইতেছে যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের শাসনে নারীগণের সৎসংস্কার এবং পরমার্থ বোধ জন্মিবার সম্ভাবনা আছে, সুতরাং তাহারদের চিত্ত চাঞ্চল্য নষ্ট হইতে পারে, এবং তাহারাও আনন্দ ও মনঃশান্তি ভোগ করে।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের শাসনে যেমত নারীগণের পরমার্থ বোধ জন্মিবার সাম্ভবনা আছে, তদ্রূপ তাহারদের মনে বিদ্যার বীজ বপনও হইয়া থাকে। ইউরোপীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা স্ব ২ বনিতাগণকে বিদ্যা শিক্ষা দিয়া থাকেন তাহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। এতদ্দেশের মধ্যেও যাহারা খ্রীষ্ট পরায়ণ হইয়াছে তাহারা সকলেই আপন ২ দুহিতৃগণের বিদ্যা শিক্ষাতে অতি-শয় তৎপর। হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বিরা স্ব ২ দুহিতার বিবাহার্থ ব্যস্ত হইয়া আপনারদিগকে কন্যাভারগ্রস্ত জ্ঞান করেন, খ্রীষ্টীয়ানেরা তাহারদের বিদ্যা শিক্ষার উপায় করিবার অভিপ্রায়ে আপনারদিগকে কন্যাভারগ্রস্ত জ্ঞান করে।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রভাবে নারীগণের অবস্থা শোধনও হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান লোকেরা আপনারদের অঙ্গনা-দিগকে দাসীর ন্যায় গৃহপিঞ্জরে বদ্ধ রাখে। যদি কখন কোন স্ত্রী নিজ পুরুষের অনভিমত কার্য্য করে তবে পুরুষ আর এক জনকে বিবাহ করিয়া তাহাকে শাস্তি দেয়। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের শাসনে এই রূপ অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা নাই খ্রীষ্টীয় সভার বিধানে বহু বিবাহের নিষেধ আছে এবং বাল্যাবস্থায়ও বালিকার বিবাহ হইতে পারে না সুতরাং স্ত্রী লোকের প্রতি কেহ নিষ্ঠুরতাচরণ করিতে পারে না।

অবশেষে বক্তব্য এই যে এতদ্দেশে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রবল হইলে চির দুঃখিনী নারীরা যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবে, এবং বিবেক শক্তি অনুশীলন ও অবাধে ধর্ম্মপুস্তক আলোচনার দ্বারা পরমার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া আপনারদের জীবন সার্থক করিবে। এতদ্দেশীয় জননীরা যখন স্বীয় ২ কন্যাকে ধর্ম্ম ও বিদ্যার প্রসঙ্গে উপদেশ করিতে পারিবে তখন ভারত-বর্ষের কেমন শুভ দিবস হইবে।

[সত্যার্ণব—ইং সন ১৮৫১]

প্রতিধ্বনি।

গুরু। এমত স্থান আছে যে যেখানে অনেক প্রাচীর ও পর্ব্বত আছে সেখানে শব্দ করিলে সেই শব্দ প্রথম

প্রাচীরে কিম্বা পর্ব্বতে ঠেকিয়া অন্য প্রাচীরে কিম্বা পর্ব্বতে লাগে, তাহার মধ্যে যে লোক থাকে, তাহার-দের সমসূত্র পাতে যে কএকবার গমনাগমন করে, সেই কএক বার প্রতিধ্বনি শুনিতে পায়। স্কটলণ্ড দেশে এক প্রতিধ্বনি আছে যে সেখানে তূরীদ্বারা শব্দ করিলে প্রতি শব্দের তিনবার প্রতিধ্বনি হয়। রোম নগরের নিটক দেশে যে প্রতিধ্বনি হয় সে প্রতি কথায় পাঁচ বার প্রতিধ্বনি জন্মে। ইংলণ্ডে এক স্থান আছে সেখানে দশ এগারবার এক শব্দের প্রতিধ্বনি হয়, এবং ব্রসেল্‌স নগরে এক প্রকার প্রতিধ্বনি আছে সে পোনের বার হয় এবং জর্ম্মণির অন্যস্থানে অন্যহইতে এক আশ্চর্য্য প্রতিধ্বনি আছে সে সামান্য প্রতিধ্বনিতে শব্দ নির্গত হইবার দুই তিন পল পরে প্রতিধ্বনি শুনা যায়। কিন্তু সেখানে মুখ-হইতে শব্দ নির্গত হইবামাত্র অতি স্পষ্টরূপে প্রতিধ্বনি হয় এবং পৃথক ২ রূপে কোন ২ সময়ে এমন বোধ হয় যে ঐ প্রতিধ্বনি যে তোমার নিকটে আইসে ও কোন ২ সময়ে বোধ হয় যে তোমার নিকটহইতে যায়। কোন ২ সময়েতে যেখানে শব্দকালে প্রতিধ্বনি শুনা যায় ও অন্য সময়েতে প্রায় শুনা যায় না, এবং সেখানে শব্দ করিলে তাহার নিকটবর্ত্তী জন এক প্রতিধ্বনি শুনে ও অন্য লোক সে শব্দহইতে অনেক প্রতিধ্বনি শুনে।

ইংলণ্ড দেশে এক পণ্ডিত প্রতিধ্বনি দ্বারা স্থানের দূরত্ব মাপিয়াছিল, সে ব্যক্তি নদীর এক তীরে দাঁড়াইয়া শব্দ করিল ও দেখিল, যে সে শব্দের প্রতিধ্বনি কত পলের

মধ্যে ফিরিয়া আইসে, তাহাতে সে নদীর আয়তত্তা নিশ্চয় করিল ইতি।

[সংবাদ কৌমুদী—ইং সন ১৮২৪]

বিচারজ্ঞাপক ইতিহাস।

নওসেরও খাঁ নামক পূর্ব্বকালের এক বাদসাহ যথার্থ বিচার জন্য অত্যন্ত খ্যাত্যাপন্ন ছিলেন, তাঁহার বিচার বিষয়ক বৃত্তান্ত এবং দৃষ্টান্ত অনেক ২ পারস্যগ্রন্থ মধ্যে বিন্যাসিত আছে। এক দিবস এক জন মন্ত্রী তাঁহার সমীপে নিবেদন করিল যে অমুক প্রদেশের কৃষি ব্যবসায়ি-বর্গ যদর্থে আনীত তদপরাধোপসর্গ স্ব ২ কর্ম্মকারিদিগকে উৎসর্গ করিয়া আপনারদিগকে নিরপরাধী বোধ করিতেছে। বাদসাহ উত্তর করিলেন যে ইহা কোন মতে সম্ভাবিত হয় না যে অস্ত্রদ্বারা লোকের মস্তক চ্ছেদন করিয়া অস্ত্রের উপর দোষ দিয়া আপনি নির্দ্দোষী হইতে পারে। ইহার অভিপ্রায় এই যে এক ব্যক্তি আপন স্বামির অনুজ্ঞানুসারে এক ব্যক্তিকে সংহার করিয়াছিল, তাহার পক্ষে এক জন মুসলমান শাস্ত্রের স্মার্ত্তবিশেষ এই অনুমতি করিয়াছিলেন যে, ভৃত্য কেবল অস্ত্রের ন্যায় হয় সুতরাং এই সংহারের পরিবর্ত্তে স্বামিকে সংহার করা এবং ভৃত্যকে বন্ধনালয়ে রাখা কর্ত্তব্য, কিন্তু অন্য এক বচন আছে যে

যে ব্যক্তি যে কর্ম্ম করে সেই স্বয়ং তাহার ফলভোগী হয়। এই বচন প্রমাণে সিদ্ধান্ত কর্ত্তারা এ নিয়মের বিপরীত অনুমতি করিয়াছেন যে, যে ভৃত্যের হস্তে মস্তক চ্ছেদন হয় তাহার মস্তক চ্ছেদ করা এবং যাহার আজ্ঞায় সংহার করে তাহাকে চিরকালের নিমিত্তে বন্ধনালয়ে রাখা উচিত। কিন্তু এই উভয় মতের একটা কারণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে যদ্যপি স্বামী আপন ভৃত্যকে প্রাণ বধের আশঙ্কা দেখাইয়া বাধিত করিয়া কাহারো প্রাণ হননে প্রবৃত্ত করেন তবে সে স্বামী প্রাণ হননের উপযুক্ত বটে।

[সংবাদ কৌমুদী—ইং সন ১৮২৪]

ভবনীয়।

যত আছে সারি সারি, উচ্চমঞ্চ চূড়াধারি,
দেবালয় রূপে মান্য করে।
শিলা তরু মৃত্তিকার, মূর্ত্তিগণ দেবতার,
এসকল রহিবে না পরে॥
এক্ষণে যে করতাল, ভোর সন্ধ্যা দুই কাল,
নানা স্থানে বাজে তালে তালে।
ইহাও বিলুপ্ত হবে, বিপ্র চিহ্ন নাহি রবে,
ক্রমে যাবে ভবিষ্যৎ কালে॥
হিন্দুর যে সব ধর্ম্ম, শ্রাদ্ধাদি বিহিত কর্ম্ম,
শান্তি, যাগ, তীর্থবাস, জপ।

মন্ত্র তন্ত্র পূজাধ্যান, হইবে নিষ্ফল জ্ঞান,
লুপ্ত হবে ব্রত হোম তপ ॥
ব্রহ্মাদেহ সমুৎপন্ন, ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ,
ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন আছে তার।
জাতি ধর্ম্ম পরিচয়, সমস্ত হইবে লয়,
কোন চিহ্ন না থাকিবে আর ॥

[জ্ঞানান্বেষণ—ইং সন ১৮৩৫]

সংস্কৃত।

যে ভাষায় হিন্দুরদিগের ধর্ম্ম বিষয়ক ব্যবস্থা লিখিত আছে হিন্দুধর্ম্ম প্রবল থাকিতে কোন প্রকারেই সে ভাষা নির্ম্মূল হইতে পারিবেক না, আর হিন্দুরদিগের ধর্ম্ম কর্ম্মও যদ্যাপি উঠিয়া যায়, তথাচ যাহারদিগের দেশভাষায় লিখন পঠনাদি করিতে হইবে, তাহারা অবশ্য তাহারদিগের ভাষা প্রবল রাখিবেন।

[জ্ঞানান্বেষণ—ইং সন ১৮৩৫]

দয়া।

সকলের যুক্ত হয় দয়া বিতরণ।
দয়া যেন উপকারী বারি বরিষণ ॥
বিশেষত দয়া পাত্র আর দয়াময়।
দয়াপাতে উভয়ের শুভ ফল হয় ॥

[জ্ঞানান্বেষণ—ইং সন ১৮৩৫]

আশ্চর্য্য উনুই।

কেনেরি উপদ্বীপের অতি পশ্চিমে ফের উপদ্বীপে নদী নদ বা অন্য জলাশয় নাই, যে এক জলাশয় আছে সেখানে কেহ যাইতে পারে না, কিন্তু পরমেশ্বর সর্ব্বকর্ত্তা ফের উপদ্বীপনিবাসি জীবের জীবন রক্ষার্থ এক আশ্চর্য্য বৃক্ষ সৃষ্টি করিয়াছেন, এমত বৃক্ষ কুত্রাপি নাই। ঐ বৃক্ষ বৃহৎ নহে, এবং তাহার পত্র সকল দীর্ঘাকার, সবুজবর্ণ। বৃক্ষের উপরে সর্ব্বদাই মেঘ থাকে এবং পত্র দিয়া নির্ম্মল জল নিরন্তর পতিত হইয়া তাহার নীচে দেবখাতের ন্যায় জন্মিতেছে। ফের উপদ্বীপ নিবাসিরা সেই স্থান হইতে জল আনিয়া প্রাণধারণ করে।

[জ্ঞানান্বেষণ— ইং সন ১৮৩৫]

চা বৃক্ষ।

প্রথমতঃ চা বৃক্ষ চীন দেশে কিম্বা জাপানে অথবা দুই দেশের অধিকৃত স্থানেতেই জন্মিয়াছিল, কিন্তু চীন দেশের কেলারোই বহুকালাবধি তাহা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। চীন দেশের স্থান বিশেষে তাহার চাস হয়, ঐ স্থান চীন দেশের পূর্ব্ব ও পৃথিবীর উত্তরাংশে ৩০-৩৩ ডিগরির মধ্যে তাহার নাম চাবৃক্ষের দেশ। চীন দেশের উত্তরে স্থান সকল অত্যন্ত শীতল, এবং দক্ষিণেও উষ্ণ এই কারণ তথায় চা বৃক্ষ হয় না, কিন্তু কাণ্টন নগরের নিকটেও কতক জন্মে।

চীনদেশের লোকেরা চা বৃক্ষের নাম চা, থা, ছুই বলে; ঐ বৃক্ষ বীজ হইতে জন্মে এবং চারি পাঁচ ফিট গর্ত্ত করিয়া, তাহার মধ্যে বীজ পুতিলে দুই একটা চারা জন্মে। যে স্থানে চার চারা জন্মে তাহা মুক্ত রাখিতে হয় এবং যত দূর পর্য্যন্ত হস্তে পত্র পাড়া যায় বৃক্ষকে তাহার অধিক উচ্চ হইতে দেয় না। চা বৃক্ষ জন্মিলে তাহার তিন বৎসর পরে চা প্রস্তুত হয়, কিন্তু পাঁচ ছয় বৎসর পরে পত্র অধিক পাওয়া যায় না, অতএব কৃষকেরা পুরাতন বৃক্ষ উঠাইয়া পুনরায় সেইখানে বীজ বপন করে।

এই বৃক্ষের পুষ্প বিলাতি গোলাপের ন্যায় শুভ্র জন্মে; পরে তাহাতে টেপারি কিম্বা বড় মটরের ন্যায় ফল হইয়া তাহার ভিতরে তিনটা শুভ্র বীজ থাকে। চা বৃক্ষ উচ্চ, নীচ দুই স্থানেই হয়, কিন্তু প্রস্তরীয় কোমল ক্ষেত্রতেই পত্র অধিক জন্মে।

সকল তরুর পত্র বৎসরের মধ্যে তিনবার পাওয়া যায়, কিন্তু বৃক্ষ ভাল হইলে চারিবারও হয়, প্রথমতঃ এপ্রেল মাসে, দ্বিতীয় বর্ষাকালে, তৃতীয় আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে পত্র উঠাইয়া থাকে। প্রথম বারে যে সকল পত্র উঠান যায় তাহার বর্ণ উত্তম, এবং তিক্তমাত্রও নাই, আর অতি সুস্বাদু বটে, দ্বিতীয়বারের পত্র সবুজবর্ণ এবং তাদৃশ সুস্বাদু নহে, তৃতীয়বারের পত্র অতিশয় কাল এবং ভাল গুণকারক নহে, একারণ তাহার মূল্য অত্যল্প হয়। আরো পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, পুরাতন তরুর পত্রাপেক্ষা নূতন গাছের পত্র ভাল হয়।

প্রথম ঐ পত্র উঠাইয়া একটা প্রশস্ত পাত্রেতে রৌদ্রের মধ্যে কিম্বা বাতাসে কয়েক ঘণ্টা রাখে, পরে একটা প্রশস্ত লৌহ পাত্রে রাখিয়া তাহার উপরে একটা উত্তপ্ত প্রস্তর চাপা দেয়, ইহাতে প্রত্যেক বারে এক পাউণ্ডের কিঞ্চিৎ কম চা প্রস্তুত হয়। প্রস্তর চাপাতে উত্তপ্ত হইলেই এক ২ বার লাড়িতে হয়, তাহার পরে হস্তে মলিয়া ঝুড়িতে রাখে; এই রূপে অধিক একত্র হইলে পর একটা বড় লৌহ পাত্রে ফেলিয়া পুনরায় উত্তপ্ত প্রস্তরের তাপ দেয়, কিন্তু সেবারে ঝল্‌সিবার সম্ভাবনাতে অধিক তাপ দেয় না। পরে টেবিলের উপর উঠাইয়া সকল দেখে এবং যাহা ভাল হয় নাই তাহা স্বতন্ত্র করে, কেননা বিক্রয় কালীন মন্দ সামগ্রী মিশ্রিত থাকিলে অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় না।

দেশীয় নামানুসারে যে সকল চার নাম আছে তাহাই ভাল, তদ্ভিন্ন উত্তমরূপে প্রস্তুত করিতে পারিলে অন্যান্য স্থানেও ভাল চা জন্মে। অনেকে বলেন তামার পাত্রে চা প্রস্তুত করিলেই তাহা সবুজবর্ণ হয়, কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, এবং এই বিষয়ে কৃষকেরা তামার পাত্র ব্যবহারই করেন না, আর পরীক্ষা করিয়াও দেখা গিয়াছে চাজলে তামার গন্ধ পাওয়া যায় না।

চীন দেশের লোকেরা চা প্রস্তুত করিয়া এক বৎসরের মধ্যে তাহা ব্যবহার করেন না, যেহেতু এক বৎসরের মধ্যে ব্যবহার করিলে তাহাতে মাদকতা জন্মে।

চীন দেশীয়েরা সর্ব্বদাই চা খাইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে

দুগ্ধাদি মিশ্রিত করে না। এগুরসন সাহেব কহেন চীন দেশের দরিদ্র লোকেরা চা খাইতে পায় না, একারণ যে চার স্বত্ত বাহির করিয়া লওয়া যায়, তাহারা তাহাই খায়, আরো কহেন যে লার্ড মেকার্টনি যখন বিলাতের উকীল হইয়া চীন দেশে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা চা সিদ্ধ করিয়া ফেলিয়া দিলে দরিদ্র লোকেরা আসিয়া তাহা লইয়া গেল, এবং কহিয়াছিল তাহারা পুনরায় সিদ্ধ করিয়া খাইবে।

[জ্ঞানান্বেষণ—ইং সন ১৮৩৫]

ইতিহাস।

অনেক মন্ত্রী এবং অমাত্যবর্গে এক দিবস আপন বাদসাহকে জিজ্ঞাসা করিলেক, যে হে বাদসাহ, আপনি সর্ব্বদা কহিয়া থাকেন, যে বাদসাহদিগের কর্ত্তব্য এই যে, যে কোন ব্যক্তি সমীপাগত হইবার জন্য দ্বারে উপস্থিত হয়, অবকাশকালে দ্বারপাল তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে নিষেধ না করে, এতাদৃশ আজ্ঞার তাৎপর্য্য কি? বাদসাহ উত্তর করিলেন, লোক সকলকে সমীপাগত হইতে বঞ্চিত করিলে পর তাহারা মনে২ অনেক অভরসা পাইবেক, সুতরাং অন্য বাদসাহের শরণাপন্ন হইতে তাহাদের অবশ্য ইচ্ছা হইতে পারে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে মনুষ্যকে বশীভুত এবং আপ্যায়িত করণে কি ফল তাহা ঐ বাদসাহ

জানিতেন। যে ব্যক্তি পরোপকারে ব্রত এবং ক্ষমতাবান্ হয়েন, তাঁহার উপকারাকাঙ্ক্ষি লোকদিগকে নিকট আসিতে দিবাতে কি শঙ্কা?।

[সংবাদ কৌমুদী—ইং সন ১৮২৪]

অয়স্কান্ত অথবা চুম্বকমণি।

চুম্বকমণি এক প্রকার লৌহ তাহার আশ্চর্য্য যে২ গুণ তাহার স্থূল বিবরণ শুন।

যদি চুম্বকমণি কোন লৌহের অথবা ইস্পাতের নিকটবর্ত্তী হয়, তবে সেই লৌহ চম্বকমণির অভিমুখে আইসে এবং যদি আর কোন ব্যবধান না থাকে তবে সে মণি ও লৌহ কিম্বা ইস্পাত উভয়ে একত্র মিলাইলে পুনর্ব্বার পৃথক করিতে বল অপেক্ষা করে।

চুম্বকমণিতে স্পৃষ্ট লৌহশিক যদি এমত রাখা যায় যে সে মধ্যদেশে বদ্ধ থাকে, অথচ চতুর্দ্দিকে অবাধে ঘোরে, তবে কতক ক্ষণ পরে সে এইমত স্থির হইয়া থাকিবেক, যে এক মুখ উত্তরদিকে ও অন্য মুখ দক্ষিণদিকে হইবে, এই তাহার যে দুই মুখ তাহার নাম সে চুম্বক লৌহের দুই কেন্দ্র, যেহেতুক সে দুই মুখ পৃথিবীর দুই কেন্দ্রের অভিমুখে থাকে।

এই চুম্বকমণির উত্তরদক্ষিণদিকে মুখ করিয়া থাকা

যে স্বভাব সিদ্ধ গুণ তাহার কেন্দ্রাভিমুখ্য মণির যে কেন্দ্রাভিমুখ্য স্বভাব তাহার মধ্যে দুই আশ্চর্য্য বিশেষ গুণ আছে। প্রথমতঃ চুম্বক লৌহের উত্তর মুখ নিশ্চয় উত্তরে থাকে না, কিন্তু কিঞ্চিৎ পশ্চিমে হেলে। দেড় শত বৎসর হইল নিশ্চয় উত্তরে না গিয়া কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে হেলিয়াছিল তদবধি ক্রমে ২ অত্যল্প পশ্চিমে চলিতেছে। দ্বিতীয়তঃ যদি চুম্বক লৌহ আলের উপরে এমত রাখা যায় যে সে সমানে খেলে তবে সে লৌহ আড়ে সমভাবে থাকিবে না, কিন্তু এক মুখ ঊর্দ্ধগামী হয় ও আর মুখ অধোগামী হয়।

চুম্বকলৌহ উত্তর আর দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া থাকে এই স্বাভাবিক গুণ তাহাতে এমত দৃঢ়রূপে আছে যে তাহার দক্ষিণ মুখ কখনও উত্তরে যায় না, ও উত্তর মুখ কখনও দক্ষিণে যায় না। দুই চুম্বকলৌহ যে স্বচ্ছন্দে রাখে সে দুই পরস্পর যদি এই মত রাখা যায়, যে একটার দক্ষিণ মুখ ও আর একটার উত্তর মুখ নিকটবর্ত্তী হয়, তবে দুই মুখ সংলগ্ন হইবে, কিন্তু যদি এমত রাখা যায় যে দুইটার উত্তর মুখ পরস্পর আসন্ন হয় তবে দুইটাই অপদ্রাবক হয়।

চুম্বকমণির কেন্দ্রাভিমুখ্য রূপ যে গুণ তাহার অন্য ২ সকল গুণ হইতে সপ্রয়োজনক, যেহেতুক ইহার দ্বারা নাবিকেরা পথহীন সমুদ্রে পথ নিশ্চয় করিয়া জাহাজ চালাইতে পারে। ইহার গুণ জানিবার পূর্ব্বে নাবিকেরদের তারা ভিন্ন কোন পথ নিশ্চায়ক বস্তু ছিল না, এবং সমুদ্রের

তীর হইতে অনেক দূর যাইতে তাহারদের সাহস ছিল না। যাহারা পৃথিবী খনন করিয়া ধাতু বাহির করে, তাহারা পৃথিবীর মধ্যে গর্ত্ত করিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত যায় ও ঐ চুম্বকমণির দ্বারা তাহারদের পথ নিশ্চয় হয়, এবং চুম্বকমণির দ্বারা পথিকেরা দুর্গম বনে ও মরুভূমিতে আপনারদের গন্তব্য পথ নির্ণয় করিতে পারে। যদি চুম্বক মণি লুপ্ত হইত, তবে পৃথিবীর এক সীমা হইতে অপর সীমাতে যে বাণিজ্য চলিতেছে, তাহা একবারে ভ্রষ্ট হইত এবং ঐ বাণিজ্য দ্বারা পৃথিবীস্থ লোকেরদের যে মহোপকার হইতেছে সে এককালে লুপ্ত হইত।

চুম্বকমণি সকল লৌহ ও লৌহনির্ম্মিত সকল বস্তুকে আকর্ষণ করে, এবং যত কোমল ও শুদ্ধ লৌহ হয় চুম্বক মণি তত অধিক আকর্ষণ করে। চুম্বকমণির যে আকর্ষণ শক্তি সে তাহার সর্ব্বাবয়বে তুল্যা নহে, কিন্তু তাহার দক্ষিণ ও উত্তর মুখে অর্থাৎ তাহার দুই কেন্দ্রে অধিক আকর্ষণ শক্তি, তাহার দুই মুখহইতে মধ্যস্থানে আকর্ষণ শক্তি ন্যূন, ইহার দ্বারা চুম্বকমণির দুই কেন্দ্রাভিমুখ্য জানা যায়, নতুবা যখন অসংস্কৃত প্রকৃত চুম্বকমণি পাওয়া যায়, তখন তাহার কেন্দ্রাভিমুখ কোন্ স্থান তাহা জানা যাইত না।

চুম্বকমণি কতক লৌহ আকর্ষণ করিয়া তুলিতে পারে এবং যে২ চুম্বকমণি সমান গঠন ও সমান পরিমাণ তাহারা যে সমান লৌহ নিত্য আকর্ষণ করিতে পারে, এমত নহে। নিউটন নামে পণ্ডিতের একটী চুম্বকমণি

ছিল, সে আপন পরিমাণ হইতে আড়াই শত গুণভারী লৌহ আকর্ষণ করিয়া তুলিত। কিন্তু সামান্য চুম্বকমণি যদি পরিমাণে এক শের হয় তবে দশ শেরের অধিক প্রায় তুলিতে পারে না। যদি একটা ক্ষুদ্র লৌহের এণ্টাল চুম্বকমণি আকর্ষণ করে, তবে সে এণ্টাল আপন নীচে আর এক লৌহের এণ্টালকে আকর্ষণ করে এবং কোন২ সময়ে ঐ নীচের এণ্টাল তৃতীয় এণ্টালকে আকর্ষণ করে।

চুম্বকমণি ও লৌহ এই দুইয়ের মধ্যে যদি লৌহহীন কোন বস্তু ব্যবধান হয়, তথাপি মণির আকর্ষণ শক্তি হানি হয় না চুম্বক মণি হইতে একাঙ্গুল দূর যদি লৌহ থাকে এবং ঐ উভযের মধ্যে কাচঁ ব্যবধান হয়, তবে অব্যবধানে যেমন চুম্বকমণি লৌহকে আকর্ষণ করে, তেমন সে ব্যবধান থাকিলেও করে। ইহার বিষয় আর এক আশ্চর্য্য কথা শুন, যদি চুম্বকমণির নিকটে কোন লৌহ থাকে তবে চুম্বকমণির কিঞ্চিৎ গুণ ঐ লৌহে প্রবেশ করে, এবং এইমত চুম্বকমণির গুণ লৌহে প্রবেশ করিলেও চুম্বকমণির সে শক্তি হয না যে প্রকরণেতে চুম্বকমণির গুণ লৌহেতে আনা যায়, সে অতি দুর্জ্ঞেয় এবং অন্যকে বুঝান ভার, অতএব আমারদের এই পর্য্যন্ত নির্ব্বাচ্য যে চুম্বকমণির গুণ লৌহেতে এমত জানা যায় যে ঐ লৌহ চুম্বকমণির তুল্য কর্ম্মোপযোগী হয়। চুম্বকমণি যে আপন গুণ সামান্য লৌহকে দেয় ইহাতেই চুম্বকমণি অতিশয় সপ্রয়োজনক হইয়াছে যেহেতুক প্রকৃত এত চুম্বকমণি দুর্লভ।

চুম্বকমণির গুণ হানি হইতে পারে, যদি অতি সুন্দর চুম্বকমণি যত্নপূর্ব্বক না রাখা যায়, তবে তাহার গুণ হানি অবশ্য হয়। চুম্বকমণির উত্তরের মুখ যদি অনেক ক্ষণ দক্ষিণদিকে রাখা যায়, তবে তাহার সে গুণ নষ্ট হয়, এবং যদি সে প্রকৃত চুম্বকমণি না হয, কিন্তু তাহা হইতে প্রাপ্ত গুণ লৌহ হয়, তবে তাহার গুণ একেবারে লুপ্ত হয়। আরো উষ্ণ জলে চুম্বকমণি নিক্ষেপ করিলে তাহার গুণ হানি হয়, এবং অত্যন্ত জ্বলদগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে তাহার গুণ একেবারে লুপ্ত হয়। যদি দুই চুম্বকমণি একত্র এমত রাখা যায় যে একটার দক্ষিণ মুখ ও অন্যের উত্তর মুখ নিকটে থাকে তবে উভয়ের শক্তি হানি হয়।

চুম্বকমণির এই ২ আশ্চর্য্য গুণের প্রকৃত কারণ অদ্যাপি কেহ অনুমান করিতে পারেন নাই। অনেক জ্ঞানবান্ লোক ইহাতে যত্নপূর্ব্বক মনোযোগ করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা নিশ্চয় কোন অনুভব করিতে সমর্থ হন নাই। সম্প্রতি সকলের মনে এই উদয় হয় যে পৃথিবীর উপরের মধ্যে দক্ষিণভাগে ও উত্তরভাগে এমন দুই স্থান অর্থাৎ কেন্দ্র আছে যে তাহার আকর্ষণ শক্তিতে চুম্বকমণির দুই মুখ দুইদিকে স্থির থাকে। চুম্বকমণির যে এই দক্ষিণ উত্তরাভিমুখ্য গুণ সে পৃথিবীর উপরে নহে, কিন্তু পৃথিবীর বাহিরেও তাহারদের এই স্বভাব। যাহারা বেলুন দ্বারা আকাশে উঠে তাহারাও এই নিশ্চয় করিয়াছে, যে ঊর্দ্ধে যত দূর পর্য্যন্ত উঠা যায় সেখানেও চুম্বকমণির শক্তি

হানি হয় না এবং উত্তর দক্ষিণাভিমুখ্য গুণের কিছুই হানি হয় না।

এই চুম্বকমণি রোমানলোক কর্ত্তৃক পূর্ব্বে অনুভূত এবং বহুকালাবধি হিন্দুলোক কর্ত্তৃকও জ্ঞাত ছিল, কিন্তু তাহার দক্ষিণ উত্তরাভিমুখ্য গুণ কেহই পূর্ব্বে জ্ঞাত ছিল না, সে গুণ কেবল গত পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। পাঁচ শত পঞ্চাশ বৎসর হইল মার্কোপোল নামে এক ব্যক্তি চীন দেশে গিয়াছিল ও সেখানে চুম্বক যন্ত্র দেখিয়া সেখান হইতে চুম্বকমণি ইউরোপে আনিয়াছিল, এইম লোকে কহে কিন্তু তাহার প্রমাণ নাই, যেহেতুক চীনী রা ইউরোপীয় লোকহইতে কি ইউরোপীয়েরা চীনী দের হইতে এই বিদ্যা পাইয়াছে এই বিষয়ে বি. আছে। নাবিক ও আকরখনক ও পথিকেরদের উপ-কারার্থে চুম্বকমণি চুম্বক যন্ত্রেতে দেওয়া যায়, তাহার আকার এক ফর্দ কাগজের উপরে পৃথিবীর সকল দিক্ ও বিদিক্ ও উপদিক্ নিশ্চয় লিখিত থাকে, সেই কাগজের মধ্যস্থানে একটা ক্ষুদ্র আল রাখা যায় পরে চুম্বকমণি স্পৃষ্ট এক সূচির মত করিগা ঐ আলে এমত রাখা যায় যে সে বদ্ধ অথচ, অনায়াসে চারিদিকে খেলে এবং চতুর্দ্দিকের বায়ু তাহার উপরে না লাগিবার কারণ তাহার উপরে একটা কাঁচ দেওয়া যায়। যখন ঐ চুম্বক সূচি উত্তর মুখে দুলিয়া২ কাগজে লিখিত উত্তরদিকের উপরে স্থির হয়, তখন কোন্ স্থান কোন্ দিগে তাহা নিশ্চয় জানা যায়। প্রত্যেক জাহাজে বড় এক চুম্বক যন্ত্র

সর্ব্বদা থাকে এবং জাহাজের যে স্থানে অত্যল্প দোলন আছে ঐ স্থানে চুম্বক যন্ত্র রাখে, যখন নাবিকেরা কোন দিকে জাহাজ লইয়া যাইতে নিশ্চয় করে, তখন এই চুম্বক যন্ত্রদ্বারা তাহারা অগম্য অথচ পথহীন সমুদ্রের মধ্যে উপরে গ্রহ নীচে জলমাত্র দেখিয়াও নয় দশ হাজার ক্রোশ পৌঁছছে।

যাহারা স্বীকার করে যে ইউরোপের মধ্যে প্রথম চুম্বক যন্ত্র সৃষ্টি হইয়াছে তাহারা বলে যে ইউরোপের মধ্যে নাপল্‌স দেশে ফ্লাবিও জৈয়া নামে এক ব্যক্তি ১৩০২ সনে ৲ যন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন এই হেতুক সে দেশের ধ্বজার । ঐ চুম্বক যন্ত্র হইয়াছে ইতি।

[সংবাদ কৌমুদী—ইং সন ১৮২৪]

মকর মৎস্যের বিবরণ।

মকর মৎস্য আমারদের জ্ঞান বিষয় তাবৎ সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে বৃহৎ। তাহার মধ্যে কোন২ মৎস্য পঞ্চাশ হাত লম্বা এবং শরীরের তৃতীয়াংশ তাহার মস্তক, তাহার পুচ্ছ নয় হাত লম্বা. এবং তাহার ডানা চব্বিশ হস্ত আয়তন। তাহার চক্ষুঃ বড় গরুর চক্ষুব মত, এবং এমত স্থানে স্থাপিত যে সে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি কবিতে পারে; মকরী নয় দশ মাস গর্ব্ভবতী হইয়া অন্য মৎস্যের মত ডিম্ব প্রসব না করিয়া পশুর ন্যায় একটী শাবক প্রসব করে, ঐ

শাবক আপন মাতার দুগ্ধে প্রতিপালিত হয। সমুদ্রে এক প্রকার শ্যামবর্ণ ও একাঙ্গুলি পরিমাণ কীট আছে, মকর মৎস্য সেই কীট ভক্ষণ করে।

সমুদ্রের এই বৃহৎ জন্তুর অনেক অরি আছে। প্রথম উকুনের মত সমুদ্রে এক প্রকার ক্ষুদ্র কীট আছে, তাহারা ঐ মৎস্যের চর্ম্মে সংলগ্ন হইয়া শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে ও তাহার শরীরের তৈল পান করে। তাহার দ্বিতীয় শত্রু কাঁকিলা মৎস্য, সে সর্ব্বদা মকরের পশ্চাৎ দৌড়ে ও যুদ্ধ করিতে চেষ্টা করে। এই ক্ষুদ্র জন্তুকে দেখিলে ভয়ে মকর মৎস্য দূরহইতে অন্য দিকে পলায়, যেহেতুক মকরের আত্ম রক্ষার্থ পুচ্ছ ব্যতিরেকে আর কোন উপায় নাই। ঐ পুচ্ছ দ্বারা সে শত্রুকে মারিতে চেষ্টা করে ও তাহাকে একবার পুচ্ছাঘাত করিলে তাহার সংহার হয় কিন্তু কাঁকিলা মৎস্য সহজরূপে তাহার আঘাত নিষ্ফল করে। কাঁকিলা মৎস্য উল্লম্ফন করিয়া মকরের উপর পড়িয়া আপনার সধার চঞ্চু দ্বারা তাহার শরীর বিদারণ করে তৎক্ষণাৎ মকরের ঘায়ের রক্তেতে সমুদ্রের জল রক্তবর্ণ হয় এবং ঐ মহা জন্তু আপনার শত্রুকে আঘাতী করিতে বৃথা চেষ্টা পূর্ব্বক আপন পুচ্ছ দ্বারা জলে আস্ফালন করে, তাহার প্রতি আঘাতে তোপের শব্দহইতেও অধিক শব্দ হয়।

কিন্তু এই বৃহৎ মৎস্যের তাবৎ শত্রু হইতে মনুষ্য তাহারদের প্রধান শত্রু। তাহার অন্য শত্রুরা শত বৎসরের মধ্যে যত সংহার করিতে না পারে মনুষ্য সম্বৎসরের মধ্যে একাকী তত সংহার করে। মকর মৎস্য উত্তর ও

দক্ষিণ কেন্দ্রের নিকটে সর্ব্বদা পাওয়া যায়। মকর মৎস্য ধরিবার প্রথম উপক্রমেতে ঐ মৎস্যেরা বহুকাল পর্য্যন্ত অকুতোভয় হইয়া সমুদ্রের খাড়িতে আসিত এবং তাহারা তীরের নিকটেই; প্রায় মারা যাইত কিন্তু দেন্মার্ক ও হালাণ্ড ও ইংলণ্ড হইতে ঐ মৎস্য ধরিবার কারণ প্রতি বৎসর অনেক জাহাজ যাওযাতে সে মৎস্য ন্যূন হইয়াছে এবং এখন বরফময় ও গভীর জলে সর্ব্বদা থাকে।

এই মকর মৎস্য ধরার বিবরণ অত্যাশ্চর্য্য ও পৃথিবীতে অসম্ভব বিষয়। তাহার প্রকরণ এই, ঐ মৎস্য ধরিবার কারণ প্রতি জাহাজের সহিত ছয় নৌকা থাকে, সেই প্রতি নৌকাতে ছয় জন দাঁড়ী, ও অস্ত্র দ্বারা মৎস্য মারিবার কারণ এক জন বর্ষাধারী থাকে দুই নৌকা জাহাজ হইতে কতক দূরে বরফের উপরে লাগান করিয়া ঐ মৎস্যের চৌকীতে থাকে এবং নৌকার বদলী চারি ঘড়ী অন্তর হয়। মকর মৎস্য দেখিবামাত্র ঐ দুই নৌকা তাহার পশ্চাতে দৌড়ে, ঐ মৎস্য জলে মগ্ন হইবার পূর্ব্বে যদ্যপি এক নৌকা তাহার নিকটে পৌঁহুছে তবে বর্ষাধারী অস্ত্র তাহার উপরে নিক্ষেপ করে। সে মৎস্য যখন জলের নীচে যায় তখন পুচ্ছ ঊর্দ্ধ করে তাহাতে তাহার নীচে গমন অবধারিত হয়। ঐ মৎস্যকে আঘাত করিবামাত্র ঐ নৌকার লোকেরা জাহাজের লোকেরদিগকে জানাইবার কারণ আপনারদের এক দাঁড় নৌকাতে গাড়িয়া দেয় ইহাতে ঐ জাহাজের চৌকীদার অন্য ২ নৌকা সকলকে ঐ নৌকার সাহায্য করিতে শীঘ্র পাঠাইয়া দেয়।

ঐ মকর মৎস্য আপনার উপর অস্ত্রাঘাত হইলে অতি বেগে দৌড়িয়া যায়। যে রজ্জু ঐ বর্ষাতে বদ্ধ আছে সে রজ্জু দুই শত ব্যাম লম্বা ও নৌকাতে অতি সুন্দররূপে চক্রাকার করিয়া রাখে যে সে অবাধিত রূপে যাইতে পারে। প্রথমে মকর মৎস্য এমত বেগে যায় যে নৌকার ঘর্ষণে অগ্নি জন্মিবার ভয়ে ঐ রজ্জুতে জলাভিষেক করে; কিন্তু সে মৎস্য দুর্ব্বল হইলে নাবিকেরা আর রজ্জু না ছাড়িয়া ঐ ক্ষিপ্ত রজ্জু আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করে, এবং ঐ দুই শত ব্যাম লম্বা রজ্জু যদি ফুরায়, তবে অন্য নৌকার রজ্জু আনিয়া তাহার সহিত সংলগ্ন করে। কোন ২ সময় এমত হয় যে ঐ ছয় নৌকার রজ্জুর আবশ্যক হয়, কিন্তু প্রায় তিন নৌকার রজ্জুর অধিক অপেক্ষা হয় না। সে মৎস্য অধিক ক্ষণ জলের মধ্যে থাকিতে পারে না, নিশ্বাস ত্যাগ করিবার কারণ জলের উপর ভাসিয়া উঠে, এবং শ্রান্তি প্রযুক্ত জলের উপরেই থাকে, সেই সময়ে অন্য নৌকা তাহার নিকটে আসিয়া পুনর্ব্বার তাহার উপরে সেই অস্ত্র ক্ষেপ করে, সে তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার জলের নীচে যায়, কিন্তু পূর্ব্বকার হইতে অল্প বেগে চলে। যখন সে দ্বিতীয়বার উপরে উঠে, তখন আরবার জলে প্রবেশ করিতে অপারক হয়, এবং জেলা অস্ত্রদ্বারা নাবিকেরা আঘাত করিয়া বধ করে, যখন তাহার মুখ হইতে সজল রক্ত নির্গত হয়, তখন তাহার আসন্ন মৃত্যু অবধারিত হয়।

মকর মারিলে তাহাকে জাহাজের সঙ্গে স্থূল রজ্জু দিয়া

বান্ধে আর এক দিকে উল্‌টাইয়া তাহার মস্তকে এক রজ্জু ও পুচ্ছে এক রজ্জু দিয়া বদ্ধ করে, ও তাহার পৃষ্ঠহইতে পিছলিয়া না পড়ে এই নিমিত্ত আপন২ পায়ে লৌহের কাঁটা বান্ধিয়া তিন জন লোক তাহার উপরে চড়ে, ও তাহাকে কাটে এবং তিন হাত স্থূল ও আট হাত লম্বা তাহার চরবি কাটিয়া জাহাজের উপরে উঠায়। তাহার সকল বাহির করিলে ওষ্ঠের রোম কুঠার দ্বারা ছেদন করে। এক মৎস্যহইতে আসি পিপা তৈল পাওয়া যায়, তাহার মূল্য আড়াই হাজার টাকা। সভ্য লোকেরা তাহার মাংস ভক্ষণ করেন না, উত্তর কেন্দ্রের নিকটে যেং বন্য লোকেরা আছে, তাহারা পাইলে অতিশয় তুষ্ট হয়, এবং তাহার তৈল অতিশয় মিষ্টজ্ঞানে পান করে। তাহারা যেখানে মৃত মৎস্য পায়, সেই স্থানে স্ত্রী পুত্র সমেত বাস করিয়া ভক্ষণ করে, তাহা ফুরাইলে সেখান হইতে উঠিয়া যায়। এই মৎস্য বধার্থ প্রতিবৎসর ইংলণ্ড হইতে তিন শত জাহাজ যায় এবং এই ব্যবসায়ি লোকেরা প্রায় সক্‌লেই লাভ করিয়া আইসে ইতি।

[সংবাদ কৌমুদী—ইং সন ১৮২৪]

ধর্ম্মপুস্তকীয় রূপার বিষয়।

স্বর্ণের সদৃশ রূপার অধিকাংশ গুণ, আহননীয়, বিস্তারণীয় এবং আটাল। রূপা আহত করিলে স্বর্ণের ন্যায় সূক্ষ্ম হইয়া দীর্ঘ সূক্ষ্ম সূত্র হয়; ইহা গুরু বটে, কিন্তু স্বর্ণের

সদৃশ গুরুতর নহে, এবং উজ্জ্বল ও চাকচক্য অথচ অতি সুন্দর শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট।

এতদ্ব্যতিরিক্ত ইহার আর দুই গুণ আছে, তাহা অন্যান্য ধাতুতে ও থাকে। রূপা এক শব্দকারী ধাতু অর্থাৎ তাহাতে আঘাত করিলে ঘণ্টার শব্দের ন্যায় এক সুস্পষ্ট মধুর ও সুশ্রাব্য স্বর নির্গত হয়।

রূপা এক দ্রবণীয় ধাতু, অর্থাৎ তাহা অগ্নিতে নিঃক্ষেপ করিলে দ্রব হইয়া যায়। রূপা দ্রবীভূত হইলে তাহাহইতে তার এবং অনেকানেক ব্যবহার্য্য অলঙ্কারাদি বস্তু নির্ম্মিত হয়।

আমেরিকা দেশে, বিশেষতঃ মেক্সিকো ও পীরু ইত্যাদি স্থানে অনেক রূপা পাওয়া যায়, এবং ইউরোপ খণ্ডের সাক্সনি, নরওয়ে, হাঙ্গরী ও ইংলণ্ড এই সকল দেশেতেও রূপা পাওয়া যায়।

এক্ষণে ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে এই ধাতুর বিষয় কি লিখিত আছে তাহা দেখ। আমরা বিচারক পুস্তকে পাঠ করি, যে মীখা নামক এক ব্যক্তি প্রথমে আপনার মাতার নিকট হইতে কতক রূপা অপহরণ করিয়া তদ্দ্বারা কতিপয় প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া অর্চ্চনার্থে আপনার সদনে রাখিয়াছিল। কিছু দিন পরে দানবংশীয় লোকেরা ঐ সকল রূপার প্রতিমা মীখার বাটী হইতে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া আপনাদিগের নূতননির্ম্মিত নগরের মধ্যে স্থাপন করে, এবং যাবৎ শীলোতে ঈশ্বরের আবাস ছিল ও সত্য ঈশ্বরের নামে পূজাদি হইত, তাবৎ তাহারা মীখা নির্ম্মিত খোদিত প্রতিমা স্থাপন করিয়া পূজা করিত. (বি ১৮ ; ৩১)

আর প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণেও আমরা রূপার প্রতিমার বিষয় পাঠ করি যে, ইফিস নগরে দীমীত্রিয় নামে এক স্বর্ণকার দীয়ানার রৌপ্যময় মন্দির নির্ম্মাণ করত যথেষ্ট লাভ করিত। (প্রে ১৯, ২৪ পদ.) এবং তথাকার অজ্ঞান দেবপূজক লোকেরা এই সকল প্রতিমা ক্রয় করিয়া আপনাদিগের স্ব ২ গৃহে পূজাকরণের নিমিত্তে রাখিত। সাধু পৌল ইফিসীয় লোকদিগের নিকটে সুসমাচার প্রচার পূর্ব্বক প্রতিমা পূজা হইতে তাহাদিগের মনঃপরিবর্ত্তন করিয়া সত্য ঈশ্বরের অর্চ্চনাতে মনঃস্থির করিতে প্রবৃত্তি দেওয়াতে ঐ দীমীত্রিয় যৎপরোনাস্তি তাঁহার প্রতি বিরক্ত ও ক্রোধান্বিত হইয়াছিলেন।

হে প্রিয় বন্ধুগণ সতত ইহা স্মরণে রাখ যে প্রত্যেক প্রতিমার পূজান্তে দুঃখ ও নৈরাশ উৎপন্ন হয়। মীখা আপন প্রতিমায় বঞ্চিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল "তোমরা আমারনির্ম্মিত দেবগণকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছ, আমার আর কি আছে"। দীমীত্রিয়ও বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে যদ্যপিস্যাৎ ইফিস নগরে সুসমাচারের সত্যতা প্রকাশ হয়, তবে নিশ্চয় দেবগণ হইতে উপার্জ্জিত ধনপ্রাপ্তির উপায় সকল বিফল হইবে। মনুষ্যেরা যে কোন বিষয়কে দেবতারূপ গণ্য করে তাহা কোন প্রকারে তাহাদিগকে সত্যসুখ দিতে পারে না, বরং তাহা হইতে সতত নৈরাশ ও ক্লেশ উৎপন্ন হয়। "ধন বিহঙ্গমের ন্যায় শীঘ্র উড়িয়া যায় আর চোরেরা সিঁধ দিয়া তাহা চুরি করিয়া লইতে পারে;" আর জীবন

পর্য্যন্ত আমাদিগের সহিত ধন থাকিলেও মরণ সময় আমাদিগের কোন উপকার করিতে পারে না, এবং আমাদিগকে মৃত্যু হইতে উদ্ধার করিতেও পারে না, ও আমাদিগের সহিত কবরস্থানেও যাইতে পারে না। "এই জগতে আমরা কোন বস্তু লইয়া আসি নাই এবং এ স্থান হইতে কিছু লইয়া যাইতেও পারিব না।" (১. তীম ৬; ৭.) এই বিষয়ে প্রভুর বাক্য স্মরণ কর; তিনি বলেন "পৃথিবীতে আপনাদের জন্যে ধন সঞ্চয় করিও না, কিন্তু স্বর্গেতে আপনাদের জন্যে ধন সঞ্চয় কর।" (ম ৬; ১৯, ২০.)

পরমেশ্বরের মন্দির ও আবাসের অনেকানেক পবিত্র বস্তু রৌপ্যময় ছিল, বিশেষতঃ স্তম্ভের নিমিত্তে যে সকল চুঙ্গি এবং ব্যবধান বস্ত্র সকল পরস্পর যোগ করিবার নিমিত্তে যে সকল আকঁড়া প্রস্তুত হইয়াছিল তাহাও রূপার। কিন্তু পরমেশ্বর যে রূপার তুরী নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন তাহার বিষয় আমি তোমাদিগকে এক্ষণে বিশেষরূপে জ্ঞাত করিতে ইচ্ছা করি। সেই বিষয় গণনাপুস্তকের ১০ অধ্যায় পাঠ করিলে তোমরা জানিতে পারিবা। এই সকল তুরী ইস্রাএল মণ্ডলীর সকলকে একত্র করণের জন্যে, এবং উৎসব দিনে ও আনন্দ দিনে এবং যুদ্ধের সময়ে লোকদিগকে প্রস্তুত করণের জন্যেও আধ্মাত হইত। অনেক বৎসর গত হইল ইস্রাএল লোক সকল ঐ রৌপ্যময় তুরীর শব্দেতে একত্র আহূত হইত, কিন্তু এক্ষণে তাহাদিগকে পবিত্র দিন যে জ্ঞাত করে ও

ঈশ্বরারাধনাতে তাহাদিগকে একত্রে আহ্বান করে এমন কোন তুরীর শব্দমাত্রও স্মরণে হয় না, কারণ তাহারা এক্ষণে গৃহহীন, ও মন্দিরবিহীন, এবং ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ও অনুগ্রহ বিহীন হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছিন্নভিন্ন হইয়া ভ্রমণ করিতেছে, কেননা তাহারা ঈশ্বরের প্রতিকূলাচারী হইয়া খ্রীষ্টকে অগ্রাহ্য করিয়াছিল ও তাঁহার প্রতি বিশ্বাস করিতে ও বাধ্য হইতে অস্বীকার করিয়াছিল।

অতএব যিহুদায় লোক হইতে আমাদিগের চেতনা পাওয়া উচিত, ও দয়ালু হইয়া তাহাদিগের জন্যে প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। আর তাহারা যে অদ্য পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের মনোনীত লোক ইহাও আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। এমন সময় আসিবে যখন "তাহারা মনঃপরিবর্ত্তন ও আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের ও আপনাদের রাজা দায়ূদের অন্বেষণ করিবে." (হো ৩, ৫) আর ঈশ্বর তাহাদিগকে কহেন "আমি অন্য জাতিদের মধ্য হইতে তোমাদিগকে একত্র করিয়া তোমাদেব নিজ দেশে আনিব, এবং তোমাদিগকে এক নূতন অন্তঃকরণ দিব ও তোমাদের অন্তরে এক নূতন আত্মা স্থাপন করিব" (যিহি ৩৬; ২৪, ২৬)।

আমাদিগের দেশে কি রূপার তুরী নাই? হাঁ আমরাও রূপার তুরী অপেক্ষা এক সুরবের দ্বারা পবিত্র দিনে একত্রে আহূত হই। আমাদিগের এই কল্যাণযুক্ত দেশের সর্ব্বত্র শাবৎ দিনের ধ্বনি হইতেছে এবং উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিমে, দূরস্থিত দেবপূজকদিগের দেশেতেও ইহার ধ্বনি হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

সে কি প্রকার ধ্বনি ? সুসমাচারের ধ্বনি, আর এই ধ্বনি যে ২ স্থানে য়েশূ খ্রীষ্টের নামে প্রচারিত হয় সেই স্থানস্থ লোকদিগকে তদ্বিষয় শ্রবণ ও মনোযোগ করিতে আহ্বান করে।

আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি যে ইস্রাএল লোকেরা রূপার তুরীর শব্দে প্রার্থনাতে ও ঈশ্বরের ধন্যবাদ করণে একত্র হইত, ও তদ্দ্বারা তাহারা যাত্রা করণের সময় জানিত এবং শত্রুদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ করণে সুসজ্জ হইত, তদ্রূপ সুসমাচার তুরীর রব প্রচারিত হইলে আমরা তাহা হইতে বিশেষ ২ সমাচার প্রাপ্ত হই। কখন ২ সে ঈশ্বরের লোকদিগকে আনন্দযুক্ত করে, ও তাঁহার প্রশংসার্থে তাহাদিগকে একত্র আহ্বান করে ও তাহাদিগকে বলে যে "তোমরা পরমেশ্বরের উদ্দেশে জয়ধ্বনি কর, এবং আনন্দিত হইয়া পরমেশ্বরের আরাধনা কর ও উচ্চৈঃস্বর করিতে ২ তাঁহার সম্মুখে গমন কর।" (গী ১০০; ১, ২) কখন ২ এ রব নিঃসাহসি পাপিদের কর্ণ কুহরে যাইয়া, "প্রভু য়েশূ খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস কর, তাহাতেই তুমি ত্রাণ পাইবা" এই বাক্য মৃদু ও সুস্বরেপ্রচার করিয়া থাকে, (প্রে ১৬; ৩১) আর কখন ২ অলস ও অমনোযোগি লোকদিগের দৃষ্টিগোচরে যাইয়া হঠাৎ ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কহে যে ফির তোমরা কুপথ হইতে ফির কেন মরিবা। (যিহি ৩৩; ১১) এবং যাহারা স্বর্গীয় কৈনানে যাইতে উদ্যত, কিন্তু আলস্য পূর্ব্বক সেই পথ হইতে বিস্মৃত হইয়া পশ্চাৎ হাঁটিয়া থাকে, তাহাদিগকে কখন ২ সাবধান করিয়া

থাকে, যে "উঠিয়া প্রস্থান কর এ তোমাদের বিশ্রামের স্থান নয়।" (মী ২; ১০) এবং অবশেষে ঈশ্বরের যোদ্ধাকে আহ্বান করিয়া কহে যে "তোমরা দুঃসময়ে যেন পাপাত্মাদের আক্রমণ নিবারণ পূর্ব্বক সকলকে জয় করিয়া অটল হইয়া থাকিতে পার, এই নিমিত্তে ঈশ্বরদত্ত তাবৎ সজ্জাতে সজ্জিত হইয়া বিশ্বাস পূর্ব্বক উত্তম রূপে যুদ্ধ কর"। (ইফি ৬; ১৩) হে প্রিয় সন্তানেরা এক্ষণে সুসমাচারের তুরী কি তোমাদিগের প্রতি কিছু কহে না? হঁ। তাহা বহু বৎসরাবধি তোমাদিগের কর্ণ কুহরে প্রচারিত হইতেছে, এবং যে ত্রাণকর্ত্তা শিশুদিগকে প্রেম করিতেছেন, তিনি তোমাদিগকেও তুরীর দ্বারা কহিতেছেন, "শিশুদিগকে আমার নিকটে আসিতে দেও, তাহাদিগকে বারণ করিও না, কেননা এই মত ব্যক্তিরা স্বর্গ রাজ্যের অধিকারী"। (ম ১৯; ১৪) তবে কি তোমরা ঐ রৌপ্যময় তুরীর সুমধুর রব শুনিতে ও মনোযোগ করিতে প্রেম করিবা না।

ধর্ম্মপুস্তকের কোন বিষয় কি রূপার সহিত তুলনা করা গিয়াছে? হাঁ অনেকানেক বিষয় আর সেই সকল বিষয় হইতে আমরা স্বর্ণের ন্যায় অনেকানেক লভ্যদায়ক শিক্ষা পাইতে পারি, সেই সকল বিষয় কি, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখি। প্রথমতঃ জ্ঞান, রূপার সহিত তুলনা করা গিয়াছে; সুলেমান রূপার ন্যায় জ্ঞান অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছেন। (হি ২; ৪) এই যে জ্ঞান, ইহাকেই পবিত্র জ্ঞান বলে, ইহার বিষয় আমি পূর্ব্বে কহিয়াছি, এক্ষণে তাহা বিস্তারিত করিয়া কহিবার আবশ্যক নাই, কেবল এক বিষয়

বলিতে ইচ্ছা করি, যাহা অতি গুরুতর ও অত্যাবশ্যক এবং যাহা তুমি পুনঃ২ শুনিতে ও শিখিতে পাইবা না, তাহা কি না ঈশ্বর ও তোমার আপন আত্মা সম্বন্ধীয় শ্রম বিষয়ক শিক্ষা। যাহারা এই পৃথিবীতে রূপা পাইতে অতি আকিঞ্চন করে, তাহারা শ্রমী হয় এবং তদ্বিষয়ের চেষ্টা ও অনুসন্ধান করিয়া মৃত্তিকা খনন করে এবং সেই বহুমূল্য ধাতু পাইলে পর তাহারা তাহা পরিষ্কার ও ব্যবহার যোগ্য করিবার জন্যে অতিশয় পরিশ্রম করিয়া থাকে। আর যাহারা ধনী হইতে ইচ্ছা করে, দেখ তাহারা কি পর্য্যন্ত শ্রম না করে? তাহারা অতি প্রত্যূষে উঠিয়া জগৎ সম্বন্ধীয় উত্তম২ দ্রব্য আপনা-দিগের ও পরিবারের জন্যে সঞ্চয় করিতে সমস্ত দিন পরি-শ্রম করিয়া বিলম্বে শয়ন ভোজন করিয়া থাকে, হে প্রিয় সন্তানেরা তোমরা এতদ্রূপ পরিশ্রম কর।

আর বয়ঃপ্রাপ্তি কালে যদি তোমরা জ্ঞানী হইতে বাঞ্ছা কর, তবে তোমাদের প্রয়োজনীয় সকল বিদ্যাভ্যাসে আ-পাততঃ যত্নবান্ হও, আর পরিশ্রম ও ক্লেশ ব্যতিরেকে যে কিছুই লভ্য হইতে পারে না ইহাও স্মরণে রাখিয়া বিদ্যা-ভ্যাসে নিপুণ হইতে চেষ্টিত হও। কিন্তু পৃথিবী বিষয়ক জ্ঞান অপেক্ষা স্বর্গীয় ও চিরস্থায়ি জ্ঞানের কত অধিক প্রয়োজন, তাহা জানিয়া, সুলেমান যে জ্ঞানের বিষয় এই স্থানে কহিতেছেন, তাহা সাধ্যানুসারে পাইতে চেষ্টা কর। আর পরিশ্রম ও ভক্তি ও তাঁহার বাক্য অভ্যাসপূর্ব্বক তোমাদের পিতা মাতা ও শিক্ষক ও ধর্ম্মোপদেশক হইতে যে সকল পুণ্য শিক্ষা প্রাপ্ত হও তাহাতে মনোনিবেশ

করত, "পরমেশ্বরের ও তাঁহার সিংহাসনের অনুসন্ধান কর এবং তোমাদের আত্মার পরিত্রাণের তত্ত্ব কর, সময় থাকিতে২ যদি তাহার অন্বেষণ কর, অর্থাৎ তোমাদের যৌবনকালে ও সুখদ সময়ে যদি তাহার অনুসন্ধান কর; তবে তোমরা নিশ্চয় সুখি সন্তান হইবা ও "পরমেশ্বর বিষয়ক ভয় বুঝিতে পাইবা ও ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান পাইবা।"

ধার্ম্মিকদিগের রসনা রূপার সদৃশ, যেমন লিখিত আছে, "ধার্ম্মিকদিগের জিহ্বা নির্ম্মল রূপা স্বরূপ।" (হি ১০; ২০) আর "পৃথিবীর উপরে নির্দ্দোষী কেহই নহে এবং সৎকর্ম্ম কেহই করে না; ধর্ম্মপুস্তকে ইহা কি আমাদিগকে জ্ঞাত করে না? অবশ্য করে, তবে এক্ষণে যাহারা ধার্ম্মিক বলিয়া বিখ্যাত তাহারা কে? যাহারা আপনাদিগের নিজ গুণে অন্যকে সৎ ও নির্দ্দোষী জ্ঞান করে তাহারা যে ধার্ম্মিক তাহা নহে বরং যাহারা খ্রীষ্টের অনুরোধে ঈশ্বরের নিকটে পুণ্যবান্ গণিত হইয়াছে, তাহাদিগকে ধার্ম্মিক বলা যায়, যেহেতুক তাহারা খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস করাতে ঈশ্বর তাঁহার পুণ্যেতে তাহাদিগকে পুণ্যবান্ রূপে গণিত করেন।

কিন্তু কেন ধার্ম্মিকদিগের রসনা রূপার সদৃশ? যেহেতু তাহারা ধর্ম্ম বিষয়ক কথাবার্ত্তা করিতে ভাল বাসে, ও তাহাদের জিহ্বা সর্ব্বদা পরমেশ্বরের বাক্য প্রকাশ করে। ঐ সকল বাক্য রজতাপেক্ষা অতিশয় নির্ম্মল ও বহুমূল্য, কিন্তু ঐ বাক্য স্বয়ং নির্ম্মল এবং অপর লোকের নিকটে বহুমূল্যরূপে গণিত। আর ধার্ম্মিকদিগের জিহ্বা কেন রূপার সদৃশ, তাহার

আর একটি কারণ আছে, দেখ রূপায় আঘাত করিলে যেমন এক মৃদু সুশ্রাব্য ধ্বনি নির্গত হয়, তদ্রূপে ঈশ্বরের সেবকদিগের জিহ্বা কি রূপার সদৃশ নহে? তাহাদিগের জিহ্বা হইতে অনেক২ সুমধুর রব নির্গত হয়। যে প্রার্থনা ও প্রশংসার ধ্বনি শ্রবণ করিতে পরমেশ্বর সন্তুষ্ট তাহা তাঁহাদিগের মুখ হইতে নির্গত হয়। সাধুপৌল আপন খ্রীষ্টায় মণ্ডলীস্থ লোকদিগকে কহেন, যে তোমরা "গীত ও ধন্যবাদ গান ও পারমার্থিক সংকীর্ত্তন দ্বারা পরস্পরে কথোপকথন কর।" (কল ৩; ১৬) দায়ূদ এই বিষয় কহেন "আমি তোমার কাছে মুখে প্রার্থনা করিলাম ও জিহ্বা দ্বারা তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিলাম" (গী ৬৬; ১৭) এবং "আমি মুখ দ্বারা পরমেশ্বরের প্রশংসা করিব।" (গী ১৪৫; ২১) আর সন্তানদিগের জিহ্বা এই বিষয়ে নিযুক্ত করা কি মনোহর বিষয় নয়? অবশ্য, যে সকল ক্ষুদ্র সন্তানেরা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা ও তাঁহার নামের প্রশংসা করে, পরমেশ্বর তাহাদিগের বাক্য শুনিতে অতিশয় ভাল বাসেন। দায়ূদ কহেন "তুমি বালক ও দুগ্ধপোষ্য শিশুদের মুখে আপন স্তব প্রকাশ করিতেছ।" আর মনে করিয়া দেখ যেশূ যিহুদীয় সন্তানদিগের মুখ হইতে "জয়২ দায়ূদের সন্তান" এই গীত শুনিতে কেমন আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। এই রূপে তোমরা আপনাদের জিহ্বা ও অন্তঃকরণের দ্বারা পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করিতে শিক্ষা কর, তাহা হইলে তোমরা অবশেষে পরমেশ্বরের সিংহাসন সমীপে উপস্থিত হইয়া স্বর্গীয় গায়কদিগের সহিত মিলিয়া "আমাদের ঈশ্বরের ধন্যবাদ

ও মহিমা ও জ্ঞান ও প্রশংসা ও সম্ভ্রম ও পরাক্রম ও শক্তি চিরকাল হউক, আমেন” এতাদৃশ গান করিতে পাইবা।

ঈশ্বরের কাছে দুঃখি লোক সকলও রূপার সদৃশ। এই বিষয় তোমাকে বুঝাইবার অগ্রে পৃথিবীর লোকেরা ঐ সকল বহুমূল্য ধাতু লইয়া কি করে, তাহা আমি তোমাকে কহি, শুন। এই সকল ধাতু প্রথমতঃ অতিশয় অপরিষ্কৃত ও অন্যান্য ধাতুতে মিশ্রিত থাকে, এই কারণ তাহাকে অপরিষ্কৃত আকরায় ধাতু কহে। লোকেরা তাহা পরিষ্কার করিবার জন্যে হাপরে রাখিয়া অগ্নিতে দাহ করে, কিন্তু ইহাতে ঐ সকল নষ্ট হয় না, কেবল তাহা হইতে মলামাত্র নির্গত হয়, তাহাতে ঐ সকল ধাতু অর্থাৎ স্বর্ণ ও রূপা অতি নির্ম্মল উজ্জ্বল ও সুন্দর বর্ণ হয়। যে পর্য্যন্ত ধাতু সকল হাপরে থাকে শোধক ব্যক্তি বসিয়া তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করে, এবং যখন তাহা এমত পরিষ্কৃত ও নির্ম্মল দেখে যে আপনার মুখ তাহার মধ্যে দৃশ্য হয়, তখন তাহা অগ্নি হইতে লইয়া আপনার মনোগত বস্তু প্রস্তুত করে। এক্ষণে যদি তুমি মলাখির ৩ অধ্যায়ে ৩ পদ নিরীক্ষণ কর তবে জানিতে পারিবা যে ঈশ্বর আপন লোকদিগকে স্বর্ণ ও রূপার সদৃশ নির্ম্মল ও পরিষ্কার করিবার জন্যে তাহাদিগকে দুঃখরূপ হাপরে রাখিয়া থাকেন। আর আমি অগ্রে তোমাকে বলিয়াছি যে ঈশ্বর আপন লোকদিগকে অতিশয় স্নেহ করেন ও বহুমূল্য জ্ঞান করেন, এবং তাহাদিগকে আপনার ভাণ্ডার ও রত্ন বলিয়া ডাকেন। কিন্তু যেমন স্বর্ণ ও রূপা পরিষ্কার

হুণ্ডনের অগ্রে মলাতে লিপ্ত থাকে, তদ্রূপ তাহারাও পাপরূপ মলাতে লিপ্ত আছে সেই পাপ তাহাদিগের হইতে দূর করিতে হইবে। ঈশ্বর আপন লোকদিগকে আপনার মনোনীত পাত্র ও সেবক করিতে আপনার গৌরবান্বিত স্বর্গীয় স্থানে লইয়া যাওনের নিমিত্ত শুদ্ধ ও পরিষ্কার করিতে ইচ্ছা করেন। ঈশ্বর কি প্রকারে তাহাদিগকে পরিষ্কার করেন? খ্রীষ্টের দ্বারা তাহাদিগের পাপ প্রক্ষালণ করেন, ও পবিত্রআত্মার দ্বারা তাহারদিগের অন্তঃকরণ পরিষ্কার করেন, ঈশ্বর আপনার লোকদিগের অন্তরে এই রূপ নানা প্রকারে কর্ম্ম সাধন করিয়া থাকেন, বিশেষতঃ দুঃখ প্রেরণ দ্বারা তাহা সম্পন্ন করিয়া থাকেন। তিনি শোধক ব্যক্তির সদৃশ হইয়া আপনার বহুমূল্য স্বর্ণ ও রূপা দুঃখরূপ অগ্নিতে দাহ করেন, অর্থাৎ তিনি লোকদিগকে দুঃখ ও পীড়া প্রদান করেন। কি জন্যে? কি তাহাদিগকে নষ্ট করিবার নিমিত্তে, এমত নহে, কিন্তু ধাতু পরীক্ষকের ন্যায় ঈশ্বর তাহাদিগকে নম্র কোমল ও পরিষ্কার করণের নিমিত্তেই ইহা করেন, এবং শোধকের ন্যায় তাহাদিগের প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া থাকেন, ও আপনার প্রতিমূর্ত্তি যে পর্য্যন্ত তাহাদিগের মধ্যে প্রকাশ না হয়, তদবধি তিনি তাহাদিগকে যন্ত্রণাতে রাখেন। কিন্তু আপনার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইলে তাহাদিগকে সেই যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করেন এতদতিরিক্ত কিছুই করেন না। দেখ টাকা কিম্বা মোহর করিবার সময় অগ্নির উত্তাপে রূপা সোনা নরম হইলে যেমন নৃপতির প্রতিমূর্ত্তি অনায়াসে তাহার

উপর মুদ্রাঙ্কিত হয়, তদ্রূপ ঈশ্বরের লোক সকল যেন আপনাদিগের ব্যবহারে খ্রীষ্ট নামক আপনাদিগের রাজার মূর্ত্তি ধারণ করে ও আপনাদিগের অন্তরে সেই পবিত্র মুদ্রা অনায়াসে গ্রহণ করে, এবং মানবগণ স্বতই উত্তরোত্তর যে স্বরসদৃশ হয়, এই হেতুক ঈশ্বর তাহাদিগের অন্তঃকরণ দ্রব করণার্থে সকল দুঃখ ও যন্ত্রণা দেন।

কিন্তু লোকেরা যে এই মত দুঃখ পাইলে উত্তম হয়, অথবা দুঃখেতেই যে তাহাদিগের অন্তঃকরণ দ্রব হয় এমন অনুভব করিও না। ঈশ্বর স্বীয় দয়াতে আপন লোকদিগের প্রতি কেবল নহে অন্যান্য লোকদিগের প্রতিও মনঃপরিবর্ত্তনার্থে ঐ সকল দুঃখ প্রেরণ করেন, তাহা বাস্তবিক সত্যই বটে। কিন্তু লোকেরা যদি আপন ২ দুঃখের অবহেলা ও প্রতিরোধ করে, তবে তাহারা তাহাতে উত্তম না হইয়া বরং আরো মন্দ হয়। এতদ্রূপ যিহুদীয় লোকেরা করিয়াছিল, তাহারা ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইলে ঈশ্বর তাহাদিগের জন্যে দুঃখ ও ক্লেশ প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহারা তাহা উপযুক্ত রূপে গ্রহণ করিল না, ও তাঁহার সাক্ষাতে আপনাদিগের নম্রতা স্বীকার করিল না, এবং দুঃখের পরিবর্ত্তে মঙ্গল প্রার্থনা করিল না। তৎপরে তাহাদিগের এমন অবস্থা হইল, যে ঈশ্বর তাহাদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন, ও আপনার দয়াতে তাহাদিগের প্রতি দুঃখ প্রেরণ না করিয়া ক্রোধেতে দণ্ডাজ্ঞা করিলেন, ও কহিলেন, যে তোমরা অগ্রাহ্য রূপ মল বলিয়া কথিত হইবা,” (যিরি ৬; ৩০.) অর্থাৎ যে রূপা অগ্নিতে দগ্ধ করিলে

পরিষ্কার ও কোন কর্ম্মের উপযুক্ত হয় না, এমত রৌপ্য মল স্বরূপ হইবা। এক্ষণে হইতে পারে তোমরা বোধ করিতেছ, যে এই সকল বিষয়ের সহিত তোমাদিগের কিছুই সম্পর্ক নাই। শিশুরা শোকের বিষয় অতি অল্প জানে, দুঃখ তাহাদিগের উপর পুনঃ২ আইসে না, কখন আসিলে শীঘ্র যায়, আর বসন্তকালের বৃষ্টির ন্যায় তাহাদিগের নেত্রজল শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায; সূর্য্য পুনর্ব্বার কিরণ দিলে তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দিত ও পুলকিত হয়। কিন্তু মনে কর দুঃখ তোমাদিগের এক দিবস হইবে। ধর্ম্ম পুস্তকে লিখিত আছে যে "স্ত্রীজাত মনুষ্য অল্পায়ুঃ ও দুঃখেতে পরিপূর্ণ" হয় আর এই বাক্য যে সত্য তাহা পরে জানিতে পারিবা। অতএব এই বিষয়ের কিঞ্চিৎ বিবেচনা করা এক্ষণে কি আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে? বিবেচনা করিলে তোমার কোন দুঃখ হইবে না কিম্বা কোন ক্লেশ শীঘ্র ঘটিবে না, একারণ আপনাকে জিজ্ঞাসা কর, যে তুমি পরিষ্কৃত স্বর্ণ ও রূপা কি না? যদি তুমি তাহাই বট, তবে দুঃখ দেখিয়া ভীত হইও না, কারণ যখন তোমার দুঃখ ঘটিবে তখন তুমি সান্ত্বনাও পাইবে। আর মনে কর যে এই সকল তোমার হিতার্থে হইতেছে, যাহাতে তুমি সাংসারিক বিষয় হইতে পৃথক হইয়া পারমার্থিক ভাবে ঐশ্বর সদৃশীকৃত হও। এবং ঈশ্বর তোমার উপর নিরীক্ষণ করিতেছেন ইহা জানিয়া, যদি তুমি এই সকল দুঃখ উপযুক্ত রূপে গ্রহণ ও সহ্য কর, তবে তুমি অবশেষে নির্ম্মল রূপার ন্যায় উত্তীর্ণ হইবা ও "তোমার বিশ্বাস অগ্নি

পরীক্ষিত ক্ষয়শীল স্বর্ণ হইতে বহুমূল্য হইয়া যেশূ খ্রীষ্টের প্রকাশ হওন সময়ে প্রশংসার ও সম্ভ্রমের ও গৌরবের যোগ্য হইবে” (১ প্রি ১; ৭)

বেলূনের বিবরণ।

তাবৎ দেশের গল্পে লিখিত আছে যে লোকেরা আকাশ পথে গমন করিয়াছেন, কিন্তু এই অসম্ভব বিষয় যে সত্য হইবে সে কেবল এই কালের কারণ। পূর্ব্বকালে যে বিষয় অদ্ভুত ও অবিশ্বসনীয়ত্বরূপে গণিত ছিল, সে বিষয় এ তৎকালীন বিদ্যা প্রকাশ দ্বারা সত্য ও বিশ্বসনীয় হইয়াছে। যে যন্ত্রদ্বারা এই আশ্চর্য্য আকাশযাত্রা হয়, তাহার নাম বেলূন।

সন ১৭৬৬ সতর শত ছেষট্টি সালে কাবেণ্ডিস সাহেব নিশ্চয় করিলেন যে আগ্নেয়আকাশ সামান্য আকাশ হইতে সাত গুণ লঘু। ইহার পর আর এক সাহেবের মনে হইল যে এক পিতল থৈলী আগ্নেয় আকাশে পূর্ণ করিলে সে অবশ্য উপরে উঠিবে, কিন্তু পরীক্ষাতে সে উত্তীর্ণ হইল না।

ইংলণ্ড দেশে এই নূতন সৃষ্টি সমাপ্ত হইবার প্রত্যাশা করিতে২ হঠাৎ শুনা গেল যে ফ্রান্স দেশে সমাপ্ত হইয়াছে। ১৭৮২ সালে স্তিফন ও জন মঙ্গলফো নামে দুই ভ্রাতা এই বিষয় সিদ্ধ করিতে অতিশয় মনোযোগ করিলেন। ধূম

ও মেঘ এই উভয়ের আকাশ গমন দেখিয়া বেলূনের কথা তাঁহাদের মনে আইল, ও তাঁহারা এই ভাবিলেন যে এক থৈলী ধূমে পরিপূর্ণ করিয়া তাহাকে আকাশে উঠাইব। তাঁহারা আক্টোবর মাসে এক রেশমের থৈলী দ্বারা এই-রূপ পরীক্ষা প্রথম করিলেন, সে থৈলীর নীচে ছিদ্র করিয়া তাহার নীচে কাগজ লাগাইলেন, তাহাতে থৈলীর মধ্যস্থিত আকাশ পাতল হইল এবং ঐ থৈলী উঠিয়া গৃহের ছাদে ঠেকিল সেইরূপ পরীক্ষা বাহিরে করিলে থৈলী পঞ্চাশ হস্ত ঊর্দ্ধে উঠিল। অনন্তর ইহা হইতে বড় থৈলীর পরীক্ষা করিলে; তাহা যে রজ্জুতে বদ্ধ ছিল সে রজ্জু ছিঁড়িয়া চারি শত হস্ত ঊর্দ্ধে উঠিল. ইহা হইতেও বড় আর একটা করা গেলে; সে সাড়ে সাত শত হস্ত উঠে ও যেখানে উঠিয়াছিল, সেখান হইতে আট শত হস্ত অন্তরে গিয়া পড়িল। তাহার পরবৎসর দেখা গেল যে ১৭৬৬ সনে অরত্নিধারী বেলূন আপন ভার ভিন্ন আর আড়াই শত শের ভার লইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে। এইমত এক বেলূন নির্ম্মাণ করিয়া দেখা গেল যে পঁচিশ পলের মধ্যে চারি হাজার হস্ত ঊর্দ্ধে উঠিল, এবং যে স্থান হইতে উঠিল সে স্থান হইতে অর্দ্ধ ক্রোশের অধিক দূরে পড়িল।

এই বিষয় জনরব হইলে ঐ দুই ভ্রাতা রাজধানী নগরে আহূত হইল এবং সেখানে তাঁহারা অনেক প্রকার পরীক্ষা করিতে ২ শেষে রাজাকে দেখাইবার কারণ চল্লিশ হস্ত উচ্চ ও আটাইশ হস্ত আয়তন অতি বড় এক বেলূন প্রস্তুত করিলেন ঐ বেলূনের সহিত এক টুকরী সংলগ্ন করিয়া

বান্ধিল, ও তাহাতে এক মেষ ও এক কুক্কুট ও এক হংস রা-খিল। এই তিন পশু প্রথম আকাশযাত্রী হয়। ঐ বেলূন উঠি-বার পূর্ব্বে বৃহৎ বায়ু দ্বারা তাহার বস্ত্র ছিন্ন হইল, কিন্তু সে এক সহস্র হস্ত ঊর্দ্ধে উঠিল, এবং বিশ পলে আকাশ ভ্রমণ করিয়া যেখান হইতে উঠিযাছিল সেখানহইতে এক ক্রোশ দূরে পড়িল, ঐ তিন পশুর কিছু ক্ষতি হইল না।

এই ২ পরীক্ষা দ্বারা জানা গেল যে বেলূনে মনুষ্য নির্ভাবনায় আকাশ পথে গমন করিতে পারে; অতএব পিলাতর সাহেব আকাশযাত্রা করিতে সসজ্জ হইলেন, তন্নিমিত্ত এক বেলূন প্রস্তুত হইল ও তাহার নীচে অগ্নি স্থান ও অগ্নি জ্বালাইবার দ্রব্য আয়োজন হইল। তাবৎ যন্ত্রের পরিমাণ বিশ মণ, ১৭৮৩ শালে ১৫ অক্টোবর এই বেলূনের পরীক্ষা হইল এবং ঐ পিলাতর সাহেব আপনি বেলূনের নীচে বসিলেন ও তাহার মধ্যে আগ্নেয় আকাশ দেওয়া গেল, এবং সে সাহেব ছাপ্পান্ন হস্ত পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে উঠিলেন। এই প্রথমবার মনুষ্য বংশ আকাশ গমন করিল। কতক দিন পরে সেই বেলূন এক শত চৌয়ান্ন হস্ত পর্য্যন্ত উঠিল, যখন বেলূন নামিতে লাগিল তখন সাহেব অগ্নিতে জ্বাল দিতে লাগিলেন তাহাতে বেলূন আগ্নেয় আকাশেতে পূর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার উঠিল। তাহার পরে সেই বেলূন দুই শত বিশ হস্ত পর্য্যন্ত উঠিল এবং পারিস নগরের উপরে লোকেরদের দৃষ্টিগোচরে উড্ডীয়-মান হইয়া তেইশ পল থাকিল।

ইহার পূর্ব্বে যত বেলূন হইয়াছিল সে সকল বেলূন

রজ্জুদ্বারা পৃথিবীতে বদ্ধ থাকিত ঐ শনে পিলাতর সাহেব এক আত্মীয় লোকের সহিত বিনা বন্ধনেতে বেলূনে উর্দ্ধে উঠিতে নিশ্চয় করিলেন। সকল প্রস্তুত হইলে ঐ আকাশ যাত্রিকেরা বেলূনদ্বারা ৬২ পলে আড়াই ক্রোশ গমন করিলেন তাহাতে কোন ব্যাঘাত জন্মিল না। পরে সাগ্নিক বেলুন দ্বারা আকাশ গমন শেষ হইল যেহেতুক ইহার পরে অগ্নির স্থানে উদ্ঘাত বায়ুতে বেলূন পরিপূর্ণ করিলেন ঐ উদ্ঘাতবায়ু তাহারদের অধিক আয়ত্ত ও তাহাতে কাষ্ঠাদির অপেক্ষা নাই।

ঐ উদ্ঘাত বায়ুর দ্বারা চার্লস ও রবর্ট এই দুই সাহেব বেলূনের পরীক্ষা প্রথমে করিলেন অর্থাৎ রেশমের এক বেলূন প্রস্তুত করিয়া ঐ বায়ুতে পরিপূর্ণ করিলেন ও তাহার নীচে নল নির্ম্মিতা সাড়ে পাঁচ হস্ত দীর্ঘ ও আড়াই হস্ত আয়ত এক নৌকা সংলগ্না করিয়া তাহার মধ্যে উপযুক্ত হিসাবে ভার রাখিলেন ঐ যন্ত্র ঊর্দ্ধে উঠিলে আগ্নেয় আকাশ নির্গত হওয়াতে তাহারা যেমন বেলূন নামিতে দেখিল তেমন বোঝাইর কিঞ্চিৎ ফেলিয়া দিলে হালকী হইয়া ঐ বেলূন পুনর্ব্বার উপরে উঠিতে লাগিল। এই উপায় দ্বারা তাহারদের আকাশ গমন কালে তাহারা পৃথিবীর উপরে সমান ভাবে বেলূন রাখিলেন।

সাড়ে চারি দণ্ডের মধ্যে তাহারা সাড়ে তের ক্রোশ ভ্রমিয়া পৃথিবীতে নামিলেন। কিন্তু আগ্নেয় আকাশ বেলুনে অবশিষ্ট ছিল, তৎপ্রযুক্ত চার্লস সাহেব দ্বিতীয়বার একাকী ঊর্দ্ধে গমন করিতে উদ্যত হইলেন, তাহার ভ্রাতার

অবরোহণে বেলূনের ভার এক মণ পাঁচিশ শের ন্যূন হইল, তাহাতে এক দণ্ডের ন্যূন কালে তিনি ছয় হাজার হস্ত উঠিলেন সেখানে তাবৎ বিশ্ব তাঁহার অদৃশ্য হইল। প্রথমতঃ তিনি আকাশ তপ্ত জ্ঞান করিলেন, কতক্ষণ পরে তাহার হস্তের অঙ্গুলী শীতেতে জড়ীভূত হইল, কিন্তু তিনি সেখানে যে সুশ্রী দর্শন করিলেন তাহাতে তিনি সকল কষ্ট বিস্মৃত হইলেন। তাঁহার উঠিবার কালে সূর্য্য অস্ত গিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এত ঊর্দ্ধে পৌঁছছিলেন যে সূর্য্য পুনর্ব্বার তাঁহার দৃশ্য হইল এবং কতক ক্ষণ পর্য্যন্ত নদী হইতে বাষ্প উঠিতে দেখিলেন। তিনি মেঘ হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন তৎপ্রযুক্ত তাহার এমত দর্শন হইল যে মেঘ পৃথিবী হইতে উঠিয়া মেঘের উপরে আচ্ছাদন করিতেছে। অপর আকাশযাত্রা কালে আপন মিত্রেরদের নিকটে সওয়া দণ্ডের পরে আসিতে যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া তিনি বেলূনের ক্ষুদ্র কপাট খুলিলেন, ও আগ্নেয় আকাশ ছাড়িয়া দিলেন ও নামিতে লাগিলেন। কতক ক্ষণ পরে তিনি এক মাঠে নামিলেন। তিনি সাত হাজার হস্ত পর্য্যন্ত উঠিয়াছিলেন।

এই ২ পরীক্ষার পরে ইউরোপের নানা দেশেতে অনেক লোক বেলূনে উঠিলেন। তাহারদের বিবরণ লিখিতে বৈরক্তি জন্মে, যেহেতুক তাহাতে অধিক বিশেষ নাই এই প্রযুক্ত দুই তিন আশ্চর্য্য গমন মাত্র প্রকাশ করি।

১৭৮৪ শনে দুই জন সাহেব পৃথিবী হইতে আট হাজার ছয় শত ছেষট্টি হস্ত বেলূন দ্বারা ঊর্দ্ধে উঠিলেন।

কিছু কাল পরে ঐ চার্ল্স ও রবর্ট দুই ভ্রাতা বায়ুর প্রতিকূলে এবং আপনারদের ইচ্ছানুসারে দাঁড়ের দ্বারা বেলূন চালাইবার প্রত্যাশাতে পুনর্ব্বার বেলূনের পরীক্ষা করিলেন। তাহারা নয় শত বত্রিশ হস্ত ঊর্দ্ধে উঠিলে কতক বিদ্যুন্ময় মেঘ দেখিলেন তাহাতে তাঁহারা সঙ্কটগ্রস্ত না হইবার কারণ বেলূন নামাইতে ও উঠাইতে লাগিলেন যেহেতুক বায়ু ঐ মেঘের প্রতি গমনশীল ছিল কিন্তু তাঁহারা নিশঃঙ্কে সেই মেঘে প্রবেশ করিলেন তাহারদের গমন কালে এক দাঁড় নষ্ট হইল কিন্তু অবশিষ্ট দাঁড় দ্বারা তাহারদের গমন কিঞ্চিৎ বেগে হইল কতক ঊর্দ্ধে উঠিলে তাঁহারা বিরত হইয়া দাঁড় ক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু দাঁড়ে কিছু উপকার দেখা গেল না। পরে পঁচাত্তর ক্রোশ চলিয়া সম্মুখ রাত্রি দেখিযা নামিলেন। সেই যাত্রাতে এই নিশ্চয হইল যে বায়ুর প্রতিকূল গমন দুঃসাধ্য কেবল কিঞ্চিৎ বক্র গমন মাত্র হইতে পারে।

সকল হইতে বেলূন দ্বারা যে সঙ্কট গমন, তাহা এই দুই সাহেব ও এক ফ্রান্সিস করিযাছিলেন। তাঁহারা এমন বেগে ঊর্দ্ধে গমন করিলেন যে সাড়ে সাত পলে মেঘেতে আচ্ছন্ন হয়েন এবং এমত ঘোর বাস্পেতে আবৃত হইলেন যে পৃথিবী ও আকাশ তাহারদের অদৃশ্য হইল। এই বিপদ কালে এক ঘূর্ণ বায়ু উপস্থিত হইয়া সে বেলূনকে ঘুরাইল ও উলট্ পালট্ করিল ও দিক বিদিক ক্ষেপ করিল তাঁহারা যেরূপ সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিলেন তাহা চিন্তা করাও দুঃসাধ্য তাঁহারদের নীচে সমুদ্রের তরঙ্গের

মত এক মেঘ অন্য মেঘের উপরে সংশ্লিষ্ট ছিল তৎপ্রযুক্ত অদৃশ্য পৃথিবীতে পুনরাগমনের কোন পথ দেখা গেল না।

ইতোমধ্যে বেলূনের আস্ফালন পলে ২ বাড়িতে লাগিল অনন্তর নীচে হইতে একটা বৃহৎ বায়ু উঠিয়া ঝড়ময় বাস্পের আবরণ হইতে তাহারদিগকে উর্দ্ধেক্ষেপ করিল তাহাতে তাঁহারা মেঘ রহিত সূর্য্য দেখিতে পাইলেন। কিন্তু বেলূন মধ্যস্থিত আগ্নেয় আকাশের উপরে ভাস্কররশ্মি এমত লাগিল যে তাঁহারা প্রতিক্ষণ ভাবিলেন যে বেলূন ফাটিয়া যাইবেক। এই প্রযুক্ত তাঁহারা তৎক্ষণাৎ ঐ বেলূনে দুই ছিদ্র করিলেন ও তাহা বর্দ্ধিষ্ণু হইলে তাহার দ্বারা অগ্নেয় আকাশ নির্গত হইল তাহাতে তাঁহারা অতিশীঘ্র নামিলেন এবং হ্রদের মধ্যে পড়িলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁহারা কিঞ্চিৎ বেলূনের ভার ন্যূন করিলেন তাহাতে পুনর্ব্বার কিঞ্চিৎ উপরে উঠিয়া হ্রদের তীরে নামিলেন।

যে নির্ভয় যাত্রিক পিলাতর সাহেব প্রথম এই দুর্গম পথারোহণ করিয়াছিলেন, তিনি শেষে ঐ যন্ত্রদ্বারা মরিলেন। তিনি অর্দ্ধপোয়া ক্রোশ ঊর্দ্ধে নির্ভাবনায় উঠিলে দেখা গেল যে সে তাবৎ যন্ত্রে অগ্নি লাগিয়াছে, তাহাতে কোন শব্দ শুনা গেল না কিন্তু ঐ বেলূনের তাবৎ রেশম একত্র জড় হইল এবং সে এমত শীঘ্র পৃথিবীতে পড়িল যে সে অভাগ্য সাহেব ভূমিতে পড়িবামাত্র মরিলেন।

১৮০২ সনে ৮ জুন তারিখে গার্নেরিন সাহেব ইংলণ্ডে বেলূনে উঠিলেন তিনি সকল হইতে বেগে গমন করেন,

সাড়ে ছয় হাজার হস্ত পর্য্যন্ত উঠেন, এবং দুই দণ্ডের মধ্যে ত্রিশ ক্রোশ চলেন।

যদি আপন ২ ইচ্ছানুসারে এবং বায়ুর প্রতিকূলে বেলূন চালাইবার কোন উপায় কখন মনুষ্যেরা পায় তবে তাহার দ্বারা অশেষ উপকার হইতে পারে। ইদানীং কেবল বিহার ও বিদ্যা বিষয়ক পরীক্ষা মাত্র তাহার কার্য্য। কতক বৎসর হইল ফ্রান্সীয়ের ও জর্ম্মিনিরদের মধ্যে এক যুদ্ধ কালে ফ্রান্সীয় এক সেনাপতি বেলূনেব দ্বারা আকাশে উঠিয়া বিপক্ষ সৈন্যের গমনাগমন বৃত্তান্ত উপর হইতে লিখিয়া পাঠাইল। বিপক্ষেরা তাহাকে মারিতে গুলি উর্দ্ধে ক্ষেপণ করিল কিন্তু সে এত দূরে ছিল যে গুলি তত দূরে পৌঁছছিতে পারিল না। কল্পিত স্থান পর্য্যন্ত পৌঁছছিলে সে দর্শনকারী নিরুদ্বেগ ও নির্ভাবনায় আকাশের শান্তি রাজ্য হইতে রণভূমিতে পরস্পর নাশক দুই সৈন্য দেখিল।

[সংবাদ কৌমুদী—ইং সন ১৮২৪]

আরমানিদের বৃত্তান্ত।

এতদ্দেশে আরমানিদের প্রথম সংস্থাপন ন্যূনাধিক দুই শত বৎসর হইল। আরমানিরা প্রথমে পারসীর মহাখালে প্রবিষ্ট হইয়া সৌরাষ্ট্র হইতে পারস্য দেশে গমনপূর্ব্বক বাণিজ্য করিতে লাগিলেন, এবং পারস্য হইতে বেনিস নগরে বাণিজ্যদ্রব্য লইয়া যাইতেন; তৎপ্রযুক্ত অদ্যাবধি ভারতবর্ষজাত দ্রব্যকে বেনিস নগরে পারস্য দেশজাত দ্রব্য

কহে। কালক্রমে তদপেক্ষা সাহসিক ব্যক্তিরা লাভ প্রাপ্ত্যাশয়ে গুমক্রুনের পথ দিয়া পারস্য প্রদেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে মিলিলেন। যে প্রসিদ্ধ আরমানি, রাজকীয় বিষয়ে প্রথম ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে কথোপকথন করিলেন, তিনি স্পাহান নগর নিবাসী মহাবণিক্ খোজা ফানুস কালেণ্ডর নামক। তিনি আরমানি জাতীয়েরদের পক্ষে ইঙ্গরাজ কোম্পানি বাহাদুরের স্থানে অনেক আশ্বাস প্রাপ্ত হইলেন এবং স্ব কার্য্যার্থ বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। "যখন ভারতবর্ষে কোম্পানি বাহাদুরের কোন গড় বা শহর বা নগরে চল্লিশ বা তদধিক জন আরমানি বসতি করিবেন, তখন তাঁহারা স্বধর্ম্মাচরণ স্বচ্ছন্দে করিতে যে ক্ষম হইবেন কেবল ইহা নহে কিন্তু তাঁহারদের স্বরীতিতে ঈশ্বরের আরাধনা ও সেবা করণার্থ কোম্পানি বাহাদুর এক গির্জ্জাঘর নির্ম্মাণের নিমিত্ত এক খণ্ড ভূমি তাঁহাদিগকে দিবেন। এবং নিজ ব্যয়ে কাষ্ঠনির্ম্মিত এক উপযুক্ত গির্জাঘর প্রস্তুত করিয়া দিবেন। তৎপরে আরমানিরা ঐ গির্জ্জার মতান্তর করিতে এবং প্রস্তরে বা অন্য কোন বস্তুর দ্বারা ইচ্ছামত পাকা করিয়া গাঁথিতে পারিবেন। এবং কোম্পানি বাহাদুর এই স্বীকার করেন যে ঐ গির্জ্জাঘরে যে যাজক বা পুরোহিত ঈশ্বরের আরাধনা করিতে ইচ্ছুক হন, তাঁহার ভরণপোষণার্থ সাত বৎসর পর্য্যন্ত বার্ষিক ৫০০ টাকা করিয়া দেওয়া যাইবে," এই একরার কোম্পানি বাহাদুরের বৃহৎ মোহর মুদ্রিত করিয়া ১৬৮৮ শালের ২২ জুন তারিখে দত্ত হইয়াছিল।

ন্যূনাধিক দেড় শত বৎসর হইল মোগলের সনন্দ পাইয়া তাঁহারা সয়দাবাদে বসতি করেন।

যখন হলণ্ডীয়েরা ১৬২৫ সালে চুঁচড়া নগরে বসতি করিলেন, তখন আরমানিরা তাঁহারদের অনুগামী হইলেন। যে আরমানি অধ্যক্ষ হলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে মিলিলেন তিনি শস নগর নিবাসি মারকার বংশ্য ছিলেন। মর্ম্মর প্রস্তরে তাঁহারদের যে বিষয় খোদিত আছে তাহা বিশ্বাস করিলে বোধ হয় যে তাহাতে রাজা তদ্বংশোরও পৌষ্টিকতা করিয়াছিলেন। অপর ঐ বংশ্য চুঁচুড়া নগরে ১৬৯৫ সালে সেন্ট জর্জ নামে গির্জ্জাঘর পত্তন করেন। ঐ গির্জ্জাঘর বঙ্গদেশে ও আরমানি দেশে যত গির্জ্জাঘর আছে তদপেক্ষা অতি প্রাচীন।

অপর ১৬৮৯ সালে যখন কলিকাতা নগর পত্তন হয়, তখন আরমানিরা বড় সাহেব কর্তৃক আহূত হইয়া গবর্ণমেণ্টের আশ্রয়ে আসিয়া থাকিলেন। পরে কোনামন্তফান্নুস নামক এক জন আরমানি বণিক্ যে স্থানে এক খান গির্জ্জাঘর আছে সেই স্থানের ভূমি ক্রয় করিতে পাইলেন, এবং ১৭২৪ সাল পর্য্যন্ত আরমানিরদের ঐ স্থানে কবর হইত। উক্ত সালে আগালাজোরের আনুকূল্যে তাবৎ আরমানি লোকেরদের ধনদানে এইক্ষণকার গির্জ্জাঘর গ্রথিত হয়। গুম্মেজ ১৭৩৪ সালে হজুরমাল বংশ্যেরদের ব্যয়ে গ্রথিত হয়। কাবন্দ নামক ব্যক্তি স্পাহান নগর হইতে আগমন পূর্ব্বক ঐ গির্জ্জাঘর গ্রন্থন করেন। ১৭৬৩ সালে মৃত আগা পিতরূস আরাতুন ঐ

গির্জাঘর মেরামত ও সুশোভিত করেন। ১৭৯০ সালে অতি মান্য ও সম্ভ্রান্ত আগা কাচক আরাকিল তাহা আরো সুশোভিত করেন অর্থাৎ ঘণ্টা স্থাপন করেন এবং পুরোহিতেরদের জন্যে কএক গৃহ গ্রথিত করেন। পত্তন-কারির সম্ভ্রমার্থ ঐ গির্জাঘরের নাম সেণ্ট নাজেরৎ রাখা হইয়াছে। ১৭২৪ সালের পূর্ব্বে আরমানিরা সেণ্ট নাজেরৎ গির্জাঘরের তিন শত হাত দক্ষিণে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন। ঐ স্থান এইক্ষণে পুরাতন চিনাবাজার নামে বিখ্যাত।

ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে আরমানিরদের সম্বন্ধ হইলে উভয় জাতীয়েরই সম্ভ্রম আছে। তাহা উক্ত ফান্নুস কালেণ্ডরের দত্ত ভূমিতে দৃষ্ট হইতেছে। মারকার বংশ্যেরা মারকার দেশীয় রাজার ও প্রতিনিধির অনুগ্রহ পাত্র হইয়াছিলেন। ১৭১৩ সালে দিল্লীর দরবারে যখন ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের উকীল গমন করেন তখন রোজা সরহণ্ড, সরমান ও ষ্টীবেনসন ও কোল সাহেবেরদের সমভিব্যাহারে গমন করেন ঐ ফান্নুস, কালেণ্ডরের প্রপৌত্র পরম মান্য আগা কাচক আরাকিল কোম্পানি বাহাদুর কর্ত্তৃক অত্যন্ত সম্ভ্রম প্রাপ্ত হয়েন এবং তাঁহারা তাঁহাকে পারিতোষিক স্বরূপ শ্রীযুত ইঙ্গলণ্ড বাদসাহের এক ক্ষুদ্র ছবি প্রদান করিলেন।

[সমাচার দর্পণ—ইং সন ১৮৩৪]

মিথ্যাকথন।

মিথ্যাবাক্য কহাতে কেবল ঈশ্বরকে অশ্রদ্ধা এবং অবহেলা করা হয়, কারণ মিথ্যাবাদিরা পরমেশ্বরের আজ্ঞার বহির্ভূত; এবং যাঁহারা সত্যনিষ্ঠ হয়েন, তাঁহারদিগের উপর ঈশ্বর সন্তুষ্ট থাকেন, কারণ নিষ্ঠেরা তাঁহার আজ্ঞাবহ। মিথ্যা এবং প্রবঞ্চনার পর আর অধর্ম্ম নাই, মিথ্যা কহা এমন ঘৃণার বিষয় যে অত্যন্ত মিথ্যাবাদিরাও পরের মিথ্যা শুনিয়া নিন্দা করে। দেখ যাহারা মিথ্যা কহে তাহারদিগের দুই প্রকার দৌর্ভাগ্য, এক এই যে মিথ্যাবাদী যদি সত্য কহে, তত্রাপি কেহ প্রত্যয় করে না। দ্বিতীয় এই যে আপনারদিগের একটি মিথ্যা স্থির রাখিবার জন্যে তাহাকে অনেক মিথ্যা দিয়া সাজাইতে হয়, ইহার অধিক বা আর প্রবঞ্চনা কি আছে?

এক ব্যক্তি কহিয়াছেন, যে আমার সাত বৎসর বয়ঃক্রমের সময় আমা হইতে বয়েসে বড়, এমন আর দুই জনের সহিত আমি পাঠশলায় একত্র পড়িতাম। এক দিবস আমি পাঠশালায় যাই নাই, কেবল এই জন্যে ঐ দুই জন আমাকে বিস্তর তিরস্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু মিথ্যা কথা কিম্বা আর কোন দোষ প্রযুক্ত আমাকে কেহ কখনো তিরস্কার করিতে পারেন নাই। মিথ্যা কথার প্রতি আমার স্বভাবতঃ এমন দ্বেষ আছে, যে যদ্যপি কোন অপরাধ করিতাম, তাহাতে বিচার সঙ্গত শাস্তি পাইবার সম্ভাবনা থাকিতেও, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে মিথ্যা

কহিতাম না, বরং সে জন্যে নিগ্রহভোগও স্বীকার ছিল, তথাপি মিথ্যা কহিয়া মনের মালিন্য জন্মাইতাম না, দেখ এইমত অবলম্বন করিয়া অবধি অদ্যাপি অন্যথা করি নাই।

আরিস্তাতিল নামে এক ব্যক্তি পরম জ্ঞানবান্ ছিলেন, তাঁহাকে এক জন জিজ্ঞাসা করিলেক, যে মিথ্যা কহিলে কি হয়, তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, মিথ্যা কহিলে এই হয়, যে সত্য কহিলেও কেহ বিশ্বাস করে না। এপোলোনী নামে অন্য এক ব্যক্তি জ্ঞানবান কহিতেন যে, যে সকল লোক মিথ্যা কহিয়া অপরাধী হয়, তাহাদিগকে বিশিষ্ট লোকের মধ্যে গণনা করা যায় না, যাহারা দাস্য কর্ম্ম করিয়া প্রাণ বাঁচায়, তাহাদিগের মধ্যেও মিথ্যাবাদিরা ঘৃণিত হয়।

মেগুক্লিস নামে এক বালকের স্বভাব বড় ভাল ছিল, এবং সে সদ্বংশোদ্ভবও বটে। কিন্তু নিয়ত মন্দ লোকের সহবাসেতে তাহার মিথ্যা কহিবার অভ্যাস অতিশয় জন্মিয়াছিল, এই নিমিত্তে আত্মীয় লোকেরা কেহ তাহাকে বিশ্বাস না করিয়া মিথ্যাবাদী বলিয়া তুচ্ছ করিত। সত্যের অন্যথাচরণ করিয়া এইরূপ পাপ ভোগ তাহার প্রতিদিন হইত।

ঐ মেগুক্লিসের এক অপূর্ব্ব বাগান নানা প্রকার ফুল ফলেতে পূর্ণ ছিল, তাহারি পারিপাট্যেতে সে সর্ব্বদা আহ্লাদযুক্ত থাকিত। দৈবাৎ এক দিন একটা গরু বেড়া ভাঙ্গিয়া বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উত্তম ফলের পাঁচ বৃক্ষ নষ্ট করিল। মেগুক্লিস ঐ ক্ষতিকারি গরুটাকে আপনি

তাড়াইতে না পারিয়া শীঘ্র এক জন মালির নিকটে গিয়া কহিলেক, যে ও হে ভাই মালি একটা গরুতে আমার বাগানের বৃক্ষ নষ্ট করিতেছে, অতএব তুমি যদি এক বার আইস, তবে তাহাকে দুজনে তাড়াই। মালী কহিলেক, আমি পাগল নহি, অর্থাৎ তাহার কথায় প্রত্যয় করিলেক না।

এক দিবস ঘোড়া হইতে পড়িয়া মেণ্ডক্লিসের পিতার হাঁটু ভাঙ্গিয়া গেল, পরে মেণ্ডক্লিস আপন পিতাকে ভুমিতে পতিত ও অচেতন দেখিয়া অতিশয় ব্যাকুলচিত্তে আপনি কোন উপায় না করিতে পারিয়া লোকেরদিগের নিকটে গিয়া পিতার বিপদ সমাচার কহিতে লাগিল, কেননা যদি কেহ আসিয়া উপকার করে। কিন্তু মেণ্ডক্লিসকে সবাই অত্যন্ত মিথ্যাবাদী জানিয়া তাহার কথায় কেহই বিশ্বাস করিলেন না। পরে মেণ্ডক্লিস কোন উপায় না পাইয়া অতি কাতর হইয়া রোদন করিতে ২ ফিরিয়া আসিয়া দেখে, যে সেস্থানে তাহার পিতা নাই। পশ্চাৎ শুনিল যে কোন এক ব্যক্তি আসিয়া তাহার পিতাকে লইয়া সুশ্রূষা করিতেছে, তখন সে নিশ্চিন্ত হইল। মেণ্ডক্লিস এক দুরন্ত বালকের মিথ্যা অখ্যাতি করিয়াছিল, এই আক্রোশে ঐ দুরন্ত বালক কোন ২ দিন মেণ্ডক্লিসকে পথি মধ্যে পাইয়া নির্ঘাত্ত মারিত।

[সংবাদ কৌমুদী—ইং সন ১৮২৪]

রাজা রামমোহন রায়।

আমার পূর্ব্বপুরুষেরা অতি মান্য ব্রাহ্মণ এবং অতি প্রাচীনকালাবধি স্বজাতীয় ধর্ম্মকর্ম্মে নিযত রত ছিলেন, কিন্তু ন্যূনাধিক ১৪০ বৎসর হইল আমার উর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ যাজনাদি কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বিষয় কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইলেন, এবং তাঁহাব সন্তানেরাও তদনুগামী হইয়া সাধ্যাবস্থ ব্যক্তিরদের দশা, কখন কৃতকার্য্যতা কখন উন্নতি অর্থাৎ কখন বা পতন কখন ধনবত্ত্বা কখন বা নিঃস্বতা, কখন কৃতার্থতায় আহ্লাদিত কখন বা হতাশয়তায় দুঃখী ছিলেন। কিন্তু আমার মাতামহেরা আজন্ম যাজনাদিব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিয়া এবং সেই ব্যবসায়ে তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা অতি মান্য বংশ্য এবং নিরন্তর স্বধর্ম্মাচরণ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন, এবং উচ্চ পদের আকাংক্ষিতা ও সাংসারিক ঐশ্বর্য্যের লোভাপেক্ষা তাঁহারা মানসিক শান্তি ও বিষয় নিশ্চিন্ততা শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলেন।

অপর আমার পিতার পূর্ব্বপুরুষেরদের ব্যবহারানুসারে এবং পিতার বিশেষ ইচ্ছাক্রমে আমি পারস্য ও আরবীয় বিদ্যা অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, যেহেতুক মুসলমানের আদালতে কর্ম্মাকাংক্ষিরদের ঐ দুই ভাষায় বিদ্যার অত্যাবশ্যক এবং আমার মাতামোহেরদের ব্যাবহারানুসারে আমি সংস্কৃত ভাষা ও ধর্ম্মশাস্ত্রের পাঠারম্ভ করিলাম, ঐ সকল শাস্ত্রের মধ্যে হিন্দুরদের যে সকল বিদ্যা ও ব্যবস্থা সমুদায়ই আছে।

ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে আমি হিন্দুদেবপূজা বিরোধি এক গ্রন্থ প্রস্তুত করিলাম। ঐ গ্রন্থকরণ প্রযুক্ত এবং তদ্বিষয়ক আমার যে বিবেচনা তৎপ্রযুক্ত আমার নিজ কুটুম্বেরদের সঙ্গে এক প্রকার অপ্রণয় হইল তাহাতে আমি দেশদিদৃক্ষু হইয়া যাত্রা করত হিন্দুস্থানের অন্তঃপাতি ও বহির্গত কতক ২ দেশ দেখিয়া প্রত্যাগত হইলাম। কিন্তু ভারতবর্ষে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্য হওন বিষয়ে আমার অত্যন্ত বিরাগ ছিল। যখন আমার বিংশতি বৎসর বয়স তখন পিতা আমাকে আহ্বানপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ বাৎসল্য করিতে লাগিলেন এবং আমি ইঙ্গলণ্ডীয় সাহেবেরদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপাদি করিয়া তাঁহাদের রাজ্য শাসনের ব্যবস্থা সকল অবগত হইলাম। পরে সাহেবেরদের স্থিরপ্রতিজ্ঞা ও পরিমিতাচার ও সদ্ব্যবহারাদি দেখিয়া তাঁহারদের প্রতি যে বিরাগ ছিল তাহা গেল এবং ইহাঁরা যদ্যপি বিদেশীয় রাজা তথাপি তাঁহারদের দ্বারা এতদ্দেশীয় লোকেরদের অতিশীঘ্র মঙ্গল হইবে, এই বিবেচনাতে আমি তাঁহারদের সপক্ষ হইলাম। এবং তাঁহারদের মধ্যে কাহারো ২ সঙ্গে তাঁহারদের পদস্থতা সময়েই আমার প্রীতিপ্রণয় হইল। পরে ব্রাহ্মণেরদের সঙ্গে দেবপূজাদি বিষয়ে ও নানা নির্যুক্তি ধর্ম্মাচরণ বিষয়ে বিবাদ করাতে এবং স্ত্রীদাহ ও অন্যান্য অহিতাচরণে হস্তক্ষেপ করাতে তাঁহারা পূর্ব্বাপেক্ষা আমার সঙ্গে অধিক বৈরিতাচরণ করিতে লাগিলেন। এবং আমার পরিবারগণ ঐ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদের বাধ্য হওয়াতে লোকতঃ পিতা

আমাকে ত্যাগ করিলেন, কিন্তু আমার ভরণপোষণার্থে যে টাকা দিতে পারিলেন তাহা আমাকে দিতে ক্রুটি করিলেন না।

অপর পিতার পরলোকান্তর আমি পূর্ব্বমত দেবপূজকাদিরদের পক্ষে প্রাতিকূল্যাচরণ করিলাম, এবং তৎসময়ে ভারতবর্ষের মধ্যে মুদ্রাঙ্কিত করণ কার্য্য প্রকাশ হওয়াতে আমি ঐ কার্য্যাবলম্বনে ভারতবর্ষীয় ভাষা ও অন্যান্য ভাষাতে তাঁহারদের স্বধর্ম্ম বিষয়ক ভ্রান্তিসূচক নানা গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিলাম, ইহাতে তাঁহারা আমার প্রতি এমত প্রতিকূল হইলেন যে পরিশেষে স্কটলণ্ড দেশীয় দুই তিন জন মিত্র ব্যতিরেকে স্বদেশীয় সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, এই প্রযুক্ত ঐ মিত্রগণ ও তাবৎ স্কটলণ্ডীয় সাহেবের নিকটে আমি বাধ্যতা স্বীকার করি। এই সকল বাদানুবাদে আমি ব্রাহ্মণেরদের ধর্ম্মে বিরোধী হইলাম, ফলতঃ ব্রাহ্মণেরদের বিপরীত ধর্ম্মেরই বিরোধী মাত্র। এবং ব্রাহ্মণেরদের দেবপূজা যে তাঁহারদের পূর্ব্বপুরুষেরদের আচার ব্যবহার বিরুদ্ধ এবং অতি প্রাচীন ধর্ম্ম গ্রন্থোদিত নিয়ামক বিধান বিরুদ্ধ এবং যে শাস্ত্র অর্থাৎ বেদ তাঁহারদের অতি মান্যত্বরূপে গ্রহণ করিতে হয়, তাহা দর্শাইতে আমি উদ্যোগ করিলাম। যদ্যপি আমার এই কল্পনাতে তাঁহারা অত্যন্ত বাধকতা করিতে লাগিলেন, তথাপি আমার কুটুম্বেরদের মধ্যে কোন ২ এবং অন্যান্য অতি মান্যবিশিষ্ট বংশ্য কেহ২ আমার মতাবলম্বী হইলেন।

পরে ইউরোপ দেশে গমন করিতে এবং স্বয়ং প্রত্যক্ষে

তদ্দেশের আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম ও রাজনীতি বিষয়ক অতি সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছুক হইলাম, কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমার মিত্রবর্গ অর্থাৎ যাঁহারা আমার বিবেচনাতে ঐক্য তাঁহারদের সংখ্যা ও ক্ষমতার বৃদ্ধি না হইল, সে পর্য্যন্ত আমার ঐ মানস সাফল্য চেষ্টায় ক্ষান্ত ছিলাম। পরে ঐ সকল বিষয় সিদ্ধ হইলে ১৮৩০ সালের নবেম্বর মাসে আমি ইঙ্গলণ্ড দেশে যাত্রা করিলাম, যেহেতুক তৎকালে কোম্পানি বাহাদুরের চার্টরের বিবেচনা হওনের সম্ভাবনা ছিল, এবং ঐ চার্টরের দ্বারা উত্তরকালে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের যেরূপ রক্ষণাবেক্ষণ ও রাজশাসন চলিবে তন্নির্ণয় কল্প ছিল, এবং অধিকন্তু হিন্দুরদের স্ত্রীদাহ ব্যাপার রহিত হওন বিষয়ক এক আপীল শ্রীযুত ইঙ্গলণ্ড বাদসাহের হজুর কৌনসেলে উপস্থিতের সম্ভাবনা ছিল এবং শ্রীযুত দিল্লীর বাদসাহের যে স্বত্বাধিকার কোম্পানি বাহাদূর কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল, তাহা ইঙ্গলণ্ড দেশে কর্ত্তা মহাশয়েরদের কর্ণগোচর করণার্থ শ্রীযুত বাদ-শাহ আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি নানা কারণে ১৮৩১ সালের আপ্রিল মাসে আমি ইঙ্গলণ্ড দেশে পৌঁহুছিলাম, বাহুল্য লিখনের অবকাশাভাব।

শ্রীরাম মোহন রায়।

[সমাচার দর্পণ—ইং সন ১৮৩৪।]

নূতন টাক্সাল।

ক্লাইবস্ত্রীট নামক রাস্তার গড়ে ২৫ ফুট নীচে অথচ টাক্সালের মেজের ২৬৷৷° ফুট নীচে, গঙ্গা হইতে প্রাপ্ত চড়ার উপরে, বঙ্গদেশস্থ গৃহাদি নির্ম্মাণের অধ্যক্ষ অথচ তদ্বিষযজ্ঞ শ্রীযুত কাপ্তান ফর্ব্বস সাহেব কর্ত্তৃক ১৮৪২ সালের মার্চ মাসের শেষে ঐ গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হয়, অতএব উপরি লিখিত ইমারত অপেক্ষা মৃত্তিকার নীচে অধিক ইমারত আছে। ছয় বৎসরে ইহার তাবৎ কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে।

তাহার মধ্যে বাস্পীয় পাঁচ কল আছে বিশেষতঃ দুই কল ৪০ অশ্ব ও এক কল ২৪ অশ্ব ও এক কল ২০ অশ্ব এবং এক কল ১৪ অশ্ব তুল্য বল, এই যন্ত্রের দ্বারা দিবসে সাত ঘন্টার মধ্যে ৩,০০,০০০ থান রূপা মুদ্রিত হইতেপারে।

গত বৎসরের ৩০ আপ্রিল পর্য্যন্ত নূতন টাক্সালের সমুদয় ব্যয় ২৪ লক্ষ টাকা হইয়াছে, তন্মধ্যে কলেতে ১১ লক্ষ এবং গৃহাদি নির্ম্মাণ বিষযে ১৩ লক্ষ। সম্পূর্ণরূপে কল চলিলে প্রতিমাসে ১৮,০০০ টাকা ব্যয় হয়।

[সমাচার দর্পণ—ইং সন ১৮৩৪।]*

ভারতবর্ষীয় শিল্প বিষয়ক।

যে সকল ইউরোপীয় লোক অস্মদ্দেশে আগমন করেন নাই, তাঁহারদিগের মনে অদ্যাবধি এরূপ কুসংস্কার আছে

যে ভারতবর্ষীয় লোকেরা কাফ্রি জাতির ন্যায় অতি অসভ্যাবস্থায় রহিয়াছে। তাহারা কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি সভ্যতার উপযোগিতা সমূহে অদ্যাবধি বঞ্চিত থাকিয়া অজ্ঞানান্ধকারে কাল হরণ কবিতেছে, কিন্তু বোধ করি যুবরাজ আল্বর্ট বাহাদুর এই মহতী ভ্রান্তির কিয়দংশ মোচন করিয়া থাকিবেন। তদীয় মহা প্রদর্শন মেলায় এতদ্দেশে জাত যে সকল বিচিত্র সামগ্রী প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহাতে অন্ধকূপবাসি ভেকবৎ সাহেব বিবিদিগের চমৎকার লাগিয়া থাকিবেক। উক্ত বিষয়ে বিলাতীয় কোন সংবাদ পত্রে যে এক অপূর্ব্ব প্রবন্ধ প্রকটিত হইযাছে, তৎপাঠে আমরা এতদ্দেশীয় লোক হইয়াও স্বদেশের গৌরব বর্দ্ধক অতুল্যামূল্য শিল্প পারিপাট্যের বিবরণ পাঠ করিয়া অনেক বিষয় জ্ঞাত হইযা কৃতার্থ মানিয়াছি, অতএব তৎবৃহৎ প্রবন্ধ অনুবাদ পূর্ব্বক প্রকাশকরণের বাঞ্ছা করিয়াছি, পাঠক মহাশয়েরা মনোযোগ পূর্ব্বক আদ্যন্ত পাঠ করিলে পরিতৃপ্ত হইবেন যথা।

পুরাবৃত্ত দ্বারা আমরা অবগত আছি, যে ভারতভূমি অতি প্রাচীন কালাবধি স্বাভাবিক বিবিধ অমূল্য পদার্থের জননী রূপে বিখ্যাতা ছিলেন, এবং তদীয় চারু শিল্প কর্ম্মের বিচিত্রতা অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল, আর উষ্ট্রের দ্বারা এবং পারস্য আরবাদি সমুদ্রে ভ্রমণকারি আরবদিগের জাহাজযোগে উক্ত দেশ জাত সামগ্রী সমূহের প্রচরূরূপ বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। অপর বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনেক তীর্থ স্থান ভারতবর্ষে স্থাপিত বিধায় চীন দেশীয় লোকেরাও

গমনাগমন করিত। যদিও একালের হিন্দুরা প্রায় সকলেই সমুদ্রে গমন করনে ঘৃণা বোধ করে, বস্তুতঃ গঙ্গানদীতে সহস্র ২ নাবিক রহিয়াছে ও মালবথার তথা সিন্ধুদেশীয় ধীবরেরা সমুদ্রে গমন পূর্ব্বক হাঙ্গর প্রভৃতি জলজন্তু হনন পূর্ব্বক তাহারদিগের অঙ্গ বিশেষ জাত আটা চীন দেশীয় লোকদিগকে বিক্রয় করিয়া থাকে। হিন্দুরা যে অতিপ্রাচীন কালাবধি বাণিজ্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছিল, মনুপ্রণীত পবিত্র গ্রন্থে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে, তাহা অভাব পক্ষে খ্রীষ্ট জননেব ৮০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, এবং তদ্বিষয়ে স্যর উলিয়ম জোন্স ইত্থ রূপ লিখিয়াছেন, "ব্যবস্থানুযায়িক মুদ্রার বৃদ্ধি গ্রহণ বিষয়ে এক বিচিত্র পদ রহিয়াছে, তাহাতে ভিন্ন ২ বিষয়ে যে রূপ বৃদ্ধি গ্রহণ করিতে হইবেক তাহার নির্দ্দেশ রহিয়াছে, কিন্তু কেবল সমুদ্র গামিদিগের স্থানে তাহা এক কালে লইতে. নিষেধ আছে, এই মনুষ্য মাত্রেরই প্রশংসাভাজন ও বাণিজ্য কার্য্যে বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার প্রথম চার্লস রাজার পূর্ব্বে ইউরোপে প্রচলিত ছিল না, তৎপূর্ব্বে নিরমকর্তৃপক্ষ সমুদ্র যাত্রা ঘটিত ঋণ বিষয়ে বৃদ্ধি লওয়া ব্যবস্থা সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।"

ভারতবর্ষীয় লোকেরা অতি পুরাকালে শিল্প কার্য্য দ্বারা অন্য দেশীয় লোকদিগের চিত্তাকর্ষণ করিত ইহাই এক আশ্চর্য্যের বিষয়, এতদধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাহারা এ পর্য্যন্ত তাহা প্রচলিত রাখিয়া অদ্যাবধি

ল্যাঙ্কেশাইয়রের * উৎকৃষ্ট বস্ত্র এবং ফ্রান্স দেশের মণি-হারি দ্রব্যাদির সহিত তাহারদিগের শিল্প পারিপাট্য সমতুল্য হইতেছে। মিসর দেশীয় লোকেরদের পুরাকালের বিদ্যা কৌশল তাহারদিগের ভগ্ন দেবালয় এবং সমাধি মন্দিরস্থ চিত্রাদি দর্শনে এক প্রকার স্থির করা যায়। এবং আসুরীয়দিগের শিল্প প্রায় অবিশ্বাস্য বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। সম্প্রতি তাহারদিগের কতিপয় নগর যাহা ধরণীর গর্ব্ভস্থ হইয়াছিল, তত্তাবৎ প্রকাশ পাওয়াতে তজ্জাতির উল্লেখিত শিল্প পারদর্শিতার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কিন্তু আসুরীয় দেশের বর্ত্তমান লোকের-দের নিকট সেই সকল সভ্যতার চিহ্ন কিছুই প্রাপ্ত হয় না। কেবল চীনদেশের ভারতবর্ষের ন্যায় প্রাচীন কালা-বধি সেই সকল শিল্প বিদ্যার প্রচলন আছে, যাহা ইউরোপীয়দিগের মানিত অতি পুরাতন দেশ সকলেও অদ্যাপি নূতনরূপে গণ্য হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে অতি পুরাকালে সভ্যতা লোক বিকীর্ণ হওনের দুই কারণ, প্রথমতঃ ভারতবর্ষীয় ভূমির উর্ব্বরাত্ব দ্বিতীয়তঃ তদ্দেশের বায়ু বারির গুণ, যদ্দ্বারা ভারতবর্ষীয় লোকেরা এক বৎসরের মধ্যে এক ক্ষেত্র হইতে দুইবার শস্য লাভ করে। যথা তাহারা শরদন্তে যব গোধূম ও বিবিধ কলায় এবং সর্ষপ প্রভৃতি রোপণ করিয়া বসন্তাগমে শস্য সংগ্রহ করে, তদনন্তর জ্যৈষ্ঠ মাসে সেই সকল ক্ষেত্রে পুনর্ব্বার

* ইংলণ্ডীয় দেশ বিশেষ।

ধান্য জনার অড়হর বজেরা মুদ্গা প্রভৃতি বপন করিয়া আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে ফল ভোগ করিয়া থাকে।

এইরূপে আপনারদিগের ও পালিত গবাদির আহারার্থ প্রচুর খাদ্য অনায়াসে প্রাপ্ত বিধায় তাহারা নানা প্রকার শিল্প চর্চ্চা করণে সক্ষম হইয়াছে। অপিচ উক্ত সৌভাগ্য প্রযুক্ত অনেকে সাহিত্য এবং বিজ্ঞান বিদ্যার উৎপত্তি ও উন্নতি করণে অবকাশ পাইয়াছিল, অর্থাৎ ব্যাকরণ কবিতালঙ্কার, তত্ত্বশাস্ত্র, ন্যায়, স্মৃতি, রেখাগণিত, বীজগণিত অঙ্কশাস্ত্র জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ, এবং কীমিয়া প্রভৃতি বিদ্যায় গ্রন্থাদি রচনা করে।

ভারতবর্ষীয় লোকেরদের প্রধান খাদ্য তণ্ডুলান্ন বলিয়া নিরূপিত আছে, কিন্তু বাঙ্গালা দেশীয় লোকেরদিগের বিষয়ে এই সিদ্ধান্ত প্রযুজ্য, কারণ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গোধূমের কৃষি বাহুল্য রূপে হইয়া থাকে, সুতরাং তদ্দেশীয় লোকেরদের তাহাই প্রধান খাদ্য, যেহেতুক তাহা অন্য দেশে বাণিজ্যার্থে প্রেরিত হয় না। উক্ত দেশে জনার বজেরা নানাজাতীয় দাইল ও বিবিধ প্রকার আনাজ, দুগ্ধ, ঘৃত ও অন্যান্য উপকরণাদিতে ভোজন সম্পন্ন হয়, যদি ও অনেকে কহেন হিন্দুরা মাংসাহার করে না, কিন্তু ইহা জাতি ভেদে নির্ণীত আছে মাত্র কারণ অনেকে মৎস্যাহার ও মৃগ শূকরাদি মৃগয়া করিয়া উদর তোষণ করিয়া থাকে, মুসলমানেরা শূকর ও শশ অর্থাৎ খরগোসের মাংস ব্যতীত ইউরোপীয়দিগের ন্যায় সকল মাংসাহার করিয়া থাকে, ইহা সকলেই অবগত

আছেন। তাহারদিগের প্রধান পেয় গৌড়ী অর্থাৎ রম সরাব ও তালের তাড়ী তথা মধুক বা মহুয়া পুষ্পের মদ্য মহা প্রদর্শনীয় মেলায় প্রদর্শিত হইয়াছিল।

যে দেশের যেরূপ বারি, বায়ু, হিম, রৌদ্রাদির গতি, সে দেশীয় লোকেরা তদনুসারে বস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকে, অতএব ভারতবর্ষীয় লোকেরদের অঙ্গাবরণ নিমিত্ত কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্র অতি উপাদেয় হইয়াছে। এই তুলার বস্ত্র ব্যবহার ভারতবর্ষে অতি পুরাকালাবধি প্রচলিত আছে, যেহেতু মনুতে এবং খ্রীষ্ট জন্মের ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত ঋগ্বেদ মধ্যে তাহার উল্লেখ আছে।

ছীট এবং মল্‌মল্‌ প্রভৃতি সূক্ষ্ম বস্ত্রই উষ্মাতিশয় ও বর্ষা প্রচুর দেশের উপযুক্ত পরিধেয়। শীত এবং বর্ষা-কালে কিঞ্চিৎ স্থূলবস্ত্রের প্রয়োজন বিধায় তাহারদিগের তুলাভরা মোটা ছীটের কাপড় সুযোগ্য হইয়াছে, কিন্তু পর্ব্বতীয় ছাগ মেষাদির ও মরু ভূচর উষ্ট্রের লোমদ্বারা ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় লোকেরা অতি অপূর্ব্ব প্রকার বসন সকল প্রস্তুত করিয়া থাকে, উক্ত লোমজ সূত্রের কথা মনুতে উল্লেখিত আছে, অপর ভারতবর্ষীয় বিবিধাঞ্চলের জাত পট্টবস্ত্রও আমরা দেখিযাছি।

ভূমির তারল্য কাঠিন্য গুণভেদ বশতঃ ভারতবর্ষীয় বিবিধ দেশের লোকেরা বিবিধ প্রকার দ্রব্যযোগে গৃহ নির্ম্মাণ করণে বাধিত হয়। উষ্ণাতিশয় এবং জলাতিশয় প্রদেশ পুঞ্জে গৃহসম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্যে বংশের প্রয়ো-জন এবং তালপত্র প্রভৃতি প্রশস্ত পত্রাবলীর দ্বারা গৃহাচ্ছা-

দন কর্ম্ম শেষ হয়। ব্রহ্মদেশে তটিনী তীর নিকটে তদ্দেশীয় লোকেরা কাষ্ঠ স্তম্ভোপরি গৃহ নির্ম্মাণ করে, নদী কূল প্লাবিত হইলে উক্ত কাষ্ঠময় গৃহ সকলের নিম্নে স্রোতঃ প্রবাহিত হয়। গাঙ্গ প্রদেশে কর্দ্দম অথবা ইষ্টক দ্বারা কুটীর বাট্যাদি গ্রথিত এবং তৃণ ইষ্টকাদিতে আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, অপিচ পর্ব্বতীয় প্রদেশে প্রস্তরময় প্রাসাদ প্রস্তুত করিয়া তত্রত্য জনগণ বসতি করে। অনেক স্থানে শয়নাধিষ্ঠান ভোজন পাক প্রভৃতি ভিন্ন ২ কার্য্যের গৃহ সকল এক চকের মধ্যে নির্ম্মিত হয়, এবং ঐ সকল গৃহের দ্বার ও বাতায়ন সকল কেবল অন্তর্ভাগেই খোলা থাকে। হিমালয় পর্ব্বতাঞ্চলে দেবদারু কাষ্ঠের কাঠামর মধ্যে পাষাণ পূর্ণ করিয়া আবাস ও দেব মন্দির সকল নির্ম্মিত হয়, তাহা ছাদ সুসম এবং ঢালুভাবে প্রস্তর দ্বারা রচিত হইয়া প্রাচারের বহির্ভাগে হেলিত থাকে, যে তদ্দ্বারা বারাণ্ডা সকলেরও আচ্ছাদন হয়। উক্ত প্রকার বাটী সকলের নিম্নতল গৃহে গো মেষাদি রক্ষিত হয়, এবং উপরিতল গৃহে মনুষ্যেরা বসতি করে।

ভারতবর্ষীয় বিবিধাঞ্চলের লোকেরদের অবয়ব মঙ্গা প্রদর্শন মেলায় উত্তমরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। কৃষ্ণনগর হইতে আগত বাঙ্গালিদিগের লক্ষিত কোমাগাঙ্গের প্রতিমা এবং বোলিও সাহেবের প্রেরিত দাক্ষিণাত্য ভারতবর্ষীয় লোকেরদের দীর্ঘ ক্ষীণ কলেবর সুন্দর রূপে লক্ষিত হইয়াছে। পরন্তু সকল জাতিই ললনাদিগের ন্যায় কৃষ্ণ ও কোমলাঙ্গ বিশিষ্ট নহে ইহা জমাবন্দী অর্থাৎ দক্ষিণ ভারত-

বর্ষের যাবদীয় বর্ণের সভা এবং বেলগাঁ ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় সুপরিচ্ছদাবৃত লোকেরদের তথা কাপ্তেন রেন-লডণ সাহেবের প্রদর্শিত ঠগদিগের প্রতিমূর্ত্তিতেই বিলক্ষণ রূপে সপ্রমাণ হইবেক।

উক্ত অনুরূপ নিকরে ভারতবর্ষীয় লোকেরা স্বীয় ২ ব্যবসায় নিযুক্ত রহিয়াছে, এরূপ দৃষ্টি করা গিয়াছে, যথা সূত্রধর, করাতী এবং কর্ম্মকার। কতকগুলিন আদর্শে হল প্রবহন সসা পেষণ পরিষ্কার করণ এবং রন্ধন প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে, কতিপয় পুরুষ এবং স্ত্রীলোক কার্পাস পরিষ্করণ সূত্র বহিষ্করণ ও প্রস্তুতীকরণ তথা বস্ত্র নির্ম্মাণ করণে নিযুক্ত রহিয়াছে, অপর কএক জন হাণ্ডি সরাবাদি গঠন ও ছাট চিত্র করণ মূল্যবান্ ধাতু দ্রব্যে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতেছে।

হিন্দুদিগের মধ্যে মানসিক ব্যবহারোপযোগি শিল্প বিদ্যার বহুকালাবধি প্রচলন থাকার বিষয়ে উইলিয়ম জোন্স কহেন, মনুষ্যের ব্যবহার এবং শোভা বর্দ্ধনার্থ স্বাভাবিক বিবিধ পদার্থ যোগে যে সকল ব্যবসায প্রচলিত আছে, ইউরোপীয়েরা তাহার সংখ্যা কল্পে স্থির করিয়াছেন, তত্তাবৎ সমুদায়ে সার্দ্ধ দুই শতের কিঞ্চিদধিক হইতেও পারে। যদিও সংস্কৃত শিল্পশাস্ত্রে তদ্বিষয়ে ৬৪ শাখা বলিয়া নিষ্পন্ন করিয়াছেন, কিন্তু আবুল ফজল নিশ্চয় রূপে অবগত হইয়া লিখিয়াছেন, হিন্দুরা শিল্প এবং বিজ্ঞান বিদ্যার তিন শত শাখা বলিয়া নিরূপণ করেন। এইক্ষণে তুলনানুসারে তাহারদিগের বিদ্যার শাখা অত্যল্প বিধায়

এরূপ সিদ্ধান্ত স্থির করা যাইতে পারে, যে পূর্ব্বকালে তাহারদিগের মধ্যে আমারদিগের ন্যায় সর্ব্ব প্রকার শিল্প সাহিত্যাদির প্রচলন ছিল। উক্ত শিল্প বিষয়ে তাহার-দিগের নৈপুণ্যের প্রমাণে মৃত মাহাত্মা সর্ব্বত্র প্রশংসিত বিশপ হীরের সাহেবের সর্ব্বমান্য সাক্ষ্য স্বরূপ উক্তি ধৃত করিতেছি, "যাঁহারা হিন্দু মুসলমানদিগেব সহিত বাস করিয়াছেন, তাঁহারা কখনই বলিতে পারেন না, যে তাহারা সভ্য জাতিদিগের কোন প্রকার সভ্যতার লক্ষণে বঞ্চিত আছে। তাহারদিগের আচার ব্যবহার সকল স্থান কল্পে আমারদিগের ন্যায় সুখদ এবং শীলতাবনত; তাহার-দিগের গৃহাদি অতিপ্রশস্ত প্রকার এবং তাহারদিগের প্রয়োজনানুসারে ও দেশ কালের গুণানুসারে স্বাচ্ছন্দ্য বিধায়ক। তাহারদিগের গৃহাদি নির্ম্মাণ প্রথা অতি সুন্দর-তর, অপিচ কারু বিদ্যায় তাহারা ইউরোপীয় জাতি-দিগের অপেক্ষা অনিপুণ একথাও বলা যাইতে পারা যায় না। যদিও কৃষি এবং সাধারণ ব্যবহারোপযোগি যন্ত্রাদি নির্ম্মাণে তাহারা আমারদিগের ন্যায় পারদর্শিতা দর্শাইতে পারে নাই, কিন্তু ইটালী এবং ফ্রান্স দেশের দক্ষিণ প্রদেশে যে সকল অস্ত্রাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তদপেক্ষা তাহারদিগের উক্ত দ্রব্যাদি উৎকৃষ্টতর।"

ভারতবর্ষীয় লোকেরা যে সকল উপায় এবং অস্ত্রাদি দ্বারা শিল্প সম্পান্ন করে, তদ্বিবরণ যে সকল ব্যক্তির দ্বারা বিরত হইয়াছে তাঁহারদিগের বাক্যে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না, যেহেতু তাঁহারদিগের বাক্যে স্পষ্টতঃ পক্ষপাত

এবং অযৌক্তিক ঘৃণা বিকাশমান হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রদর্শন মেলায় ইউরোপীয় শিল্প শাস্ত্রে পরিপক্ক জনগণের উচিত যে তাঁহারা এই সুযোগে ভারতবর্ষীয় শিল্পিদিগের অস্ত্রাদি ও তজ্জাত কার্য্য প্রভৃতির পরীক্ষা গ্রহণ করেন, এবং উক্তোভয়ের সহিত অন্যান্য দেশীয় লোকেরদের কৃত কাষ্ঠ, প্রস্তর, শৃঙ্গ, হস্তিদন্ত ও বিবিধ প্রকার মূল্যবান ধাতু নির্ম্মিতসূক্ষ্মতর কারু কর্ম্ম তথা বিচিত্রতর বস্ত্র ও তন্নির্ম্মাণোপযোগি যন্ত্রাদির তুলনা করেন। ঐ সকল যন্ত্রের আকৃতি প্রভৃতি নিরীক্ষণ করিলে অতি অসভ্য প্রকার ও সহজে নির্ম্মিত বোধ হইবেক, কিন্তু তাহারদিগের কার্য্যকারিতা দর্শন করিলে তাহারদিগের উৎকৃষ্টতা সপ্রমাণ এবং উত্তমতর যন্ত্রাদি ব্যবহারে যেরূপ হস্ত চালনার আবশ্যক তদ্রূপ নৈপুণ্য প্রয়োগের আবশ্যক করে। মিশর দেশীয় চিত্রপটপুঞ্জে যেরূপ অস্ত্র সকল চিত্রিত আছে, উক্ত অস্ত্রাদির সহিত তাহারদিগের অনেকাংশে একতা আছে, এবং ইউরোপে এইক্ষণে যে সকল অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহারা উক্ত অস্ত্রাদির অনুরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই।

এতন্মধ্যে একটা অতিশয় চমৎকারের বিষয় এই যে যে কোন কার্য্য করণার্থ ইউরোপীয়গণ যে স্থানে বহুতর অস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন, ভারতবর্ষীয় লোকেরা সেখানে অল্পতর অস্ত্রযোগে সুচারুরূপে কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। শিল্পশাস্ত্রজ্ঞ প্রেটি সাহেব কহেন তাহারা একটা অস্ত্রের দ্বারা অনেক কার্য্য করিয়া থাকে, যথা এক জন

সূত্রধর একখান বাঁটালী একখান ঘিস্‌কাপ এবং আর একখান অস্ত্র যাহা বিলাতীয় (ওয়েজ) নামক অস্ত্রের সদৃশ, তাহার একভাগ তীক্ষ্ণ এবং অন্যভাগ প্রশস্ত, ইহার দ্বারাই বিস্তর কর্ম্ম করে। যদ্যপি তাহাদিগের বাইসের প্রযোজন হয় তবে ঐ অস্ত্রের প্রশস্ত ভাগ একটা বাঁটের ছিদ্রে সংযোজন করিয়া কাষ্ঠ কাটিতে থাকে, এবং কুঠারেব আবশ্যক হইলে তাহাই উলটিয়া দেয় * অপর বাঁটালিতে ঘা মারিবার ও প্রেক ঠুকিবার সময় ঐ অস্ত্র মুদ্গর রূপে ব্যবহৃত হয়। একটা কুঁদা ফাড়িবার সময় ২। ৩ খানা উক্ত অস্ত্র কাষ্ঠের উপর বসাইয়া অপর একটা কাষ্ঠের দ্বারা ঘা মারে; এই রূপে তাহারা প্রায় সকল কর্ম্মই শেষ করিয়া থাকে। তিনি আরো কহেন, "তাহারা অত্যল্প কালের মধ্যে নূতন ব্যাপার সকল শিক্ষা করে এবং এরূপ অত্যল্প কাল মধ্যে তাহারা (সগিন) নামক যন্ত্র সকল প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল, যে তাহা শুনিলে লোকে হঠাৎ বিশ্বাস করিবেন না"। কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে বহুতর অস্ত্র ব্যবহৃত হয়, মুর্সিদাবাদের হস্তিদন্ত খোদক এবং কটকের রজত কারেরা নানা প্রকার অস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু কথিত আছে বোম্বাই নগরীয় সুশোভিত বিচিত্র কারুকর্ম্ম নিচয় এক খানি অস্ত্র দ্বারা কৃত হয়, এবং ত্রিচোন

---

* এই অস্ত্রের নাম আমরা স্থির করিতে পারিলাম না, বোধ করি তাহা এতদ্দেশীয় বাইস্‌ হইবেক।

পল্লীর বৃক্ষের মজ্জায় রচিত সুন্দরতর মন্দির এবং আকৃতি সকল দুই খানি ছুরিকা দ্বারা প্রস্তুত হয়।

আগার নামক অস্ত্রে তাহাদিগের অধিকতর শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। আর্চিমিডিসের * ইষক্রুর ন্যায় তাহার গঠন, একটা চুঙ্গি যন ২ ঘুর্ণায়মান করিলে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ছেদ হইতে থাকে। চীন দেশীয় মনুষ্যেরা এই অস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিল এরূপ সম্ভব বোধ হয়, যেহেতু পৃথিবীর দক্ষিণাঞ্চলেই তাহার ব্যবহার প্রচলন আছে, এপ্রকার অস্ত্র সম্প্রতি ইউরোপে সৃজন করিয়া তৎস্রষ্টা সনন্দ লইয়াছেন। তাহারা অতি সুফলদায়ক এক প্রকার তূরপুন ব্যবহার করে, বহরম পুরের হস্তিদন্ত খোদকদিগের একটি তুরপুন প্রেরিত হইয়াছে। নেপালের শিল্পিদিগের ব্যবহৃত সকল অস্ত্র আসিয়াছে, কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে অনেক গুলিন অস্ত্রের নাম লিখিত কাগজ সকল উঠিয়া গিয়াছে।

লৌহ দ্রব করণে ভারতবর্ষীয় লোকেরদের বিশেষ কৌশল প্রকাশ পায়, যেহেতু যে স্থলে উক্ত ধাতুর খনি প্রকাশ হয় সেই স্থলে প্রাপ্ত সামন্যোপায় দ্বারা তাহারা লৌহ দ্রব করিয়া লইয়া আইসে। তাহারা বনের কাষ্ঠ কাটিয়া অঙ্গার প্রস্তুত ও বৃক্ষের পত্র দ্বারা অনলোদ্দীপক ঝাঁতা নির্ম্মাণ করে, ইহার এক আদর্শ মিরজাপুর হইতে প্রেরিত হইয়াছে। কোথায় বা দুইটা চোঙ্গার দ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত

* ইনি পুরাকালে ইউরোপীয়দিগের মধ্যে বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় শিল্প বিশারদ ছিলেন।

এবং কোন ২ দেশে গাড়া চর্ম্ম নির্ম্মিত ভস্ত্রা ব্যবহৃত হয়, শেষোক্ত যন্ত্রদ্বয়ে অধিকতর কৌশল প্রকাশ পাইয়াছে।

অপর তাহারা হীরকাদি রত্ন পরিষ্কার এবং কঠিনতর ইস্পাত কাটিবার নিমিত্ত গালা, চূর্ণ বালুকা এবং কোন-নড্রু মধ্যে চূর মিশ্রিত করিয়া যে এক প্রকার শান প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহাতেও তাহাদিগের শিল্প কৌশল বিশিষ্ট রূপে সপ্রমাণ হয়।

অপরন্তু তাহাদিগের তৈল প্রস্তুত করিবার ইক্ষু মাড়িবার এবং তুলার বীজ পরিষ্কার করিবার যন্ত্রাদিতে তাহাদিগের বৈচক্ষণ্য প্রকাশ পায়। এই সকল যন্ত্র অতি প্রাচীন কালাবধি প্রচলিত আছে তাহার সংশয়মাত্র নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাহাদিগের কোন বিষয় সৃষ্টি করণীয় শক্তি এতকাল পর্য্যন্ত এরূপ সমভাবে রহিয়াছে, যে ঐ সকল যন্ত্রের গঠন সম্বন্ধে কোন প্রকার উন্নতি হয় নাই, যেহেতু ইহা নিশ্চিতরূপে প্রত্যক্ষ আছে যে ঐ সকল যন্ত্র বহুল পরিশোধনের প্রয়োজন রাখে, যদ্দারা তাহার ঘর্ষণীয় বাধা নিবৃত্তি পায়,, অথচ গঠনে আয়াস শূন্যতা পূর্ব্ববৎ থাকে।

সপ্ত শ্রেণীতে ভারতবর্ষীয় লোকদিগের যন্ত্রবিদ্যার কতিপয় নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যথা তাহার মধ্যে জলোত্তোলনীয় এক প্রকার যন্ত্র আনিকৎ * অর্থাৎ যে জলযন্ত্র যোগে গোদাবরী নদীর জলোত্তোলনপূর্ব্বক এক

* দৌলেশ্বরাম আনিকৎ ১৮৪৭ সালে গোদাবরী নদীর উপরে নির্ম্মিত হয়। বিস্তার সমষ্টী ৭১০০০ গজ।

বিস্তীর্ণ প্রদেশের কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহারও একটা আদর্শ আসিয়াছে। অপর দিল্লী, দোয়াব ও গঙ্গার বড় খালে যে সকল যান্ত্রিক বিদ্যার মহা২ নিদর্শন আছে, তত্তাবৎ কার্য্যের আদর্শ প্রস্তুত হইয়া আসিলে তদ্দর্শনে ইউরোপীয়েরাও শিক্ষা পাইবেন।

অষ্টম শ্রেণীতে ভারতবর্ষীয় সমুদ্রযান সকলের আকৃতি বিষয়ের নির্ঘণ্ট করা গিয়াছে। ইহা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব যে তাহার পর্য্যালোচনায় জাহাজ নির্ম্মাণ বিষয়ে কতিপয় উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, যেহেতু চীন এবং ভারতবর্ষীয় সাগরে যে সকল পোতবাহ গমনাগমন করে, তাহারা অতিশয় দ্রুতগামিরূপে প্রসিদ্ধ আছে। সিংহপুর উপদ্বীপ হইতে আগত সাম্পান নামক তরণীর আদর্শ প্রথম শ্রেণীতে রক্ষিত হইয়াছে। অপিচ বোম্বাই নগরীয় জালিয়া ডিঙ্গীর অনুরূপে ওয়েব অর্থাৎ তরঙ্গ নামক এক ক্ষুদ্র জাহাজ নির্ম্মিত হয়, সুস্থির পবন হিল্লোলে তাহা এরূপ বেগে গমন করে যে তাহার সহিত দ্রুতগমনে কোন ইউরোপীয় তরণী শক্তিমতী হয় নাই, ঐ বিজয়ী জাহাজেরও আদর্শ উক্ত শ্রেণীতে শোভিত হইয়াছে। আরবদিগের বাতেল নামক জাহাজ বিশেষতঃ পারস্য অখাতে দৌরাত্ম্য প্রচারি জোসিমী নামক বোম্বেটিয়াদিগের তরি সকল যাহা ইউরোপীয়েরা ট্রঙ্কি নামে উল্লেখ করেন, তাহা এক সময়ে বাণিজ্যাপেক্ষা মহা বিড়ম্বনা স্বরূপ ছিল যেহেতু কোন বাণিজ্য দ্রব্য অথবা আরোহিপূর্ণ জাহাজ তাহারদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিত না, এবং

অত্যন্ত প্রবল বায়ু প্রবাহ ব্যতীত বৃহজ্জাহাজের সাধ্য হইত না যে তাহাদিগকে আক্রমণ করে। জনেক ভারতবর্ষস্থ সাগর সৈন্যাধ্যক্ষ কহেন, যে বাষ্পীয় তরণীর পূর্ব্ব তাহারদিগকে ধৃত করে কোন প্রকার জাহাজের এমত ক্ষমতা হইত না। বাতেল নামক জাহাজে তিন প্রকার পালি থাকে, প্রকাণ্ড গুলা উত্তম কার্পাস নির্ম্মিত কানবিসে বাব্রিণ নামক স্থানে হস্তদ্বারা প্রস্তুত হয়। মৃদু বায়ু প্রবাহিত হইলে এই সকল পালি ব্যবহৃত হয়, যখন বায়ু কিঞ্চিৎ প্রবল হইয়া উঠে, তখন তাহারদিগের পবিবর্ত্তে এক প্রকার মোটা কান্‌বিসের ক্ষুদ্রতর পালি খাটাইয়া দেয়, অপিচ যে সময়ে অত্যন্ত পবন প্রবল হয়, তখন ত্রিকোণ এক প্রকার পালি খাটায়।

১৮১৭ সালে আমি কোম্পানি বাহাদুরের সাইটী নামক কামান বাহক জাহাজের জনেক লেপ্টেনেণ্ট ছিলাম। একদা কাপ্তেন লক সাহেবের অধীন শ্রীলশ্রীযুক্ত ইংলণ্ডাধিপতির ইডেন্ নামক জাহাজের সহিত সিন্ধু দেশের নিম্নে সিন্ধু বহিয়া যাওয়া যাইতেছিল। সেই দিবস প্রাতে সমীরণ প্রবাহ কিঞ্চিং প্রবলরূপে বহিতেছিল, এমত সময়ে ইডেনের সম্মুখে জোসিমীদিগের তিন খানা বাতেল দৃষ্ট হইল, তাহার মাস্তুলে উল্লেখিত ক্ষুদ্র ২ পালি সকল লগ্ন ছিল, এবং একখানা দেশীয় নৌকা তাহারা বলযোগে অধিকার করিয়া সঙ্গে আকর্ষন করিয়া লইয়া যাইতেছিল।

অনন্তর ইডেন্ হইতে তোপধ্বনি হইবামাত্র বোম্বেটীয়েরা

পালি নামাইয়াছিল, পরে জাহাজের গতি কিঞ্চিৎ শিথিল করণার্থ ইডেনের পাইল সকল মাস্তলের মধ্যভাগে আনিয়া দস্যুদিগকে জাহাজে আনয়নার্থ একখানি বোট নামাইয়া দেওয়া গেল। কাপ্তেন লক্ বিবেচনা করিয়াছিলেন, তাহারা তলাসা দেওনার্থ পাইল নামাইয়াছে, কিন্তু লংবোট্ তাহারদিগের নিকটস্থ হইবামাত্র তাহারা বড় ২ পাইল তুলিয়া দিয়া ও অধিকৃত নৌকা পরিত্যাগ করিয়া ইডেন্ এবং সাইচার মধ্যদিয়া অতিবেগে প্রস্থান করিল, সেই সময়ে উভয় জাহাজ হইতে গোলা বৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু উভয়েরই অতিদূর দিয়া গমন করাতে ঐ গোলায় কোন কার্য্য দর্শিল না। পরে সমস্ত দিবস দুই জাহাজ লইয়া তাহারদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হওয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও কোন ফলোদয় হইল না, বোম্বেটিয়ারা গুলী লক্ষের অন্তরে থাকিয়া ক্রমশঃ বায়ু প্রবল হওয়াতে স্বচ্ছন্দে পলায়ন করিল।

অস্ত্র সকল দেখিয়া বিবেচনা করিলাম আমরা যেন যুগ যুগান্তরে ব্যবহৃত ভিন্ন ২ প্রকার অস্ত্রের সংগ্রহালয়ে উপনীত হইলাম, বস্তুতঃ উক্ত যাবতীয় বিচিত্র অস্ত্রাবলী অদ্যাবধি ভারতবর্ষের বিবিধ দেশে ব্যবহৃত হয়। আশামীয় ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় শর এবং ধনু। উক্তোভয় দেশীয় এবং কচ্ছা প্রদেশীয় ঢাল, বিবিধ প্রকার শূল, পরশু ও দুই বাঁটওয়ালা করবাল এবং ছোরা সকল। মনুষ্য এবং অশ্বের চর্ম্ম এবং শিরস্ত্রাণের শিখা। এই সকলের সঙ্গে বন্দূক ও চক্‌মকিওয়ালা বন্দূক এবং অন্য এক প্রকার বন্দূক

আসিয়াছে, শেষোক্ত উভয় বন্দূক ইউরোপীয় রীত্যনু-
সারে নির্ম্মিত হইয়াছে। লাহোর হইতে উষ্ট্রের দ্বারা
লইয়া যাইবার এবং পর্ব্বতে সাজাইবার যে সকল ক্ষুদ্র
ও বৃহৎ কামানের আদর্শ আসিয়াছে তদ্দ্বারাই সপ্রমাণ
হইবেক যে ভারতবর্ষীয় লোকেরা অস্ত্রের প্রতি কিরূপ
মনোযোগ দিয়া থাকে। বিশেষতঃ তাহারা অত্যন্ত প্রযত্ন
সহকারে অস্ত্রশস্ত্রে সুচারুরূপ ভূষণাবলী প্রদান করে।
চমৎকৃত অস্ত্রের মধ্যে এক খানা ঢাল আসিয়াছে তাহার
মধ্যস্থলে চারিটা পিস্তল গুপ্ত আছে, অপর বিজড়িত ছোরা
সকল আসিয়াছে, তন্মধ্যে এক প্রকার এরূপ আছে, যে
আঘাত কালে ৪ খানা ফলক বাহির হয়, একখান কর-
বাল আঘাত কালে দুই খানা হয়, অপর এক খানার ফলির
মধ্যে মুক্তাবলী রচিত হইয়াছে। তত্তাবতে অস্ত্র নির্ম্মাতৃদি-
গের বিলক্ষণ রূপ শিল্প পরিচয় প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে, ভারত-
বর্ষীয় রাজাদিগের অন্যান্য ভৃত্যের মধ্যে অস্ত্র নির্ম্মাতারাও
থাকে। কিন্তু দামস্কস দেশীয় সুন্দরতর ছোরার ইস্পাৎ
এবং বন্দূকের বিজড়িত চুঙ্গি এবং যেরূপ কৌশলে একখানা
ছোরার ভিতরে আর একখানা ছোরা লুক্কায়িত হয়, তাহাতে
সকল দেশের শিল্প এবং কারুকর্ম্মের প্রদর্শন মেলায়
ভারতবর্ষীয় অস্ত্র নির্ম্মাতৃগণ অবশ্যই গণনীয় হইয়াছে।

যে সকল জাতি অতিপ্রাচীন কালাবধি অনির্ণীত
বনবাস পরিহার পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্টরূপে বসবাস ধার্য্য করিয়া-
ছে, তাহাদিগের মধ্যে কৃষি কার্য্যের উন্নতি অতি পুরা-
কালে প্রবর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে। হিন্দুরা অতি পুরাণ

যে সুসভ্য জাতি তাহার প্রতি বিস্তর কারণ আছে, তাহাদিগের অত্যন্ত প্রাচীন গ্রন্থাদিতে বিশেষতঃ ঋগ্বেদের প্রার্থনাবলীতে প্রচুর বৃষ্টি এবং ভূমির উর্ব্বরাত্বের পুনঃ ২ প্রার্থনা আছে, ঐ ঋগ্বেদ অভাবতঃ খ্রীষ্টের ১৪ শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের কৃষি বিদ্যা অকারণে অনেকের দ্বারা নিন্দিত এবং অনেক দ্বারা অত্যধিক প্রশংসা ভাজন হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের ভিন্ন ২ প্রদেশের কৃষি ভিন্নরূপে কৃত হইয়া থাকে, ফলতঃ সর্ব্বত্রই কৃষকেরা প্রভিন্ন প্রকার ভূমি নিচয়ে কর্ষণ কার্য্যে অত্যন্ত পরিশ্রম করত যে যে ভূমিতে যে যে প্রকার শস্য উত্তম জন্মে তাহা প্রকৃষ্টরূপে অবগত বিধায় তদনুসারে কার্য্য করে। তাহারা শস্যাদির ক্রমশঃ বৃদ্ধি এবং কৃষাণের সহায়তা ও নীড়ানের কর্ম্ম উত্তমরূপ জানে, অপিচ সার দেওনের প্রথা তাহারা সুন্দররূপে অবগত আছে, কিন্তু তাহারা প্রায় তাহা ব্যবহার করে না। কোন ২ বিশেষ ২ শস্যোৎপাদনে অর্থাৎ ইক্ষু তামাকু প্রভৃতির চাসে সার দেয়, ফলে দৌর্ভাগ্যক্রমে গোময়াদি দ্বারা জ্বালনীয় কাষ্ঠের কার্য্য করাতে সারের মহার্ঘ্যতা হয়। এক ক্ষেত্রে নানা প্রকার শস্য বপন করা ফলদায়ক নহে বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন, কিন্তু ভারতবর্ষীয় কৃষকেরা এই কারণ দর্শাইবেক, যে ঋতুর অনিরূপিত গতি বিধায় এক ক্ষেত্রে নানা প্রকার শস্য জন্মিয়া থাকে অর্থাৎ এক প্রকার ফসল মরিয়া গেলে নামী অর্থাৎ শেষ বৃষ্টিতে অন্য প্রকার শস্য জন্মিতে পারে, সুতরাং

একেবারে সমুদয় নষ্ট না হইয়া কিছু জন্মিলেও বিস্তরো- পকারের সম্ভাবনা। জল সেচনের ব্যাপারে তাহারা বিহিত উপায় সকল নির্দ্ধারণ করিয়াছে। গ্রেট ব্রটেন যেরূপ পয়নালা দ্বারা জলসিঞ্চিত হয়, তাহারা সেচনীয় দ্বার তদুপকার লাভ করে, এইরূপ জলোত্তোলনের ঔৎকর্ষ ব্যতীত কৃষিকার্য্যে কোনরূপেই প্রতুল হইবার সম্ভা- বনা নাই। যে সকল অস্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহার সংখ্যা অতি বাহুল্য, যদিও তত্তাবৎ সামান্যরূপে গঠিত এবং কুদৃশ্য হয়, ফলতঃ ঋতুর অনুগ্রহে তাহার দ্বারা যেরূপ ফল লাভ হয়, তাহাতে তাহাদিগকে অবশ্যই ফল- দায়ক বলা যাইবেক, যেহেতুক বৃক্ষ সকল অতি তেজস্বী হইয়া উঠে, এবং শস্যও প্রচুর পরিমাণে লব্ধ হয় ইহাও চমৎকারের বিষয় যে গুজরাট হইতে মহীশূর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের নিখিল পশ্চিমাংশে এক প্রকার লাঙ্গল দ্বারা বহুতর শস্য রোপিত হয়। তাহার আকার ৩। ৪ দন্ত যুক্ত একখানা মৈ বিশেষ প্রতি দন্তের পশ্চা- দ্ভাগে একটা করিয়া চোঙ্গা, ঐ চোঙ্গা সকলের অন্তভাগ সকল একটা বীজধারি আধারের তলার মধ্যস্থানে যুক্ত, অর্থাৎ যে যে স্থানে চোঙ্গা যোজিত হইয়াছে, সেই ২ স্থানে ছিদ্র সকল আছে। কর্ণেল সাইক্স সাহেব কহেন, উক্ত হাল বিবিধ প্রকার, অড়হর চণক গোধূম এবং কুসুম্ভ প্রভৃতি বপনার্থ ভারি লাঙ্গল চলে, তাহার নাম মাঘর, অন্য প্রকারের নাম পাভর তাহা লঘুতর তদ্দ্বারা বজেরা মক্কা ও মুদ্গা মসুরাদি কলায় কোমল ভূমিতে রোপিত

হয়। লাঙ্গলের ফল সকলের দ্বারা যে সকল খাত হইয়া যায়, তাহার কোন খাতে যদ্যপি অন্য প্রকার শস্য বপনে কৃষকের মনে ইচ্ছা হয়, তবে ঐ সকল চোঙ্গের মধ্যে একটা চোঙ্গের মুখ রুদ্ধ করিয়া আর একটা বীজধারি স্বতন্ত্র চোঙ্গ কিঞ্চিদ্দূরে যোজনা করে। উক্ত বপন যন্ত্রের সমুদয়াংশ ইচ্ছানুসারে খোলা যায়, সুতরাং মৈয়ের আবশ্যক হইলে ঐ বীজাধার এবং চোঙ্গ সকল খুলিয়া ফেলে। তিন টাকামাত্র ব্যয় করিলে এই যন্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই লাঙ্গল গুজ্জরাষ্ট্র প্রদেশে অতি প্রাচীন কালাবধি প্রচলিত আছে। আমরা অনুমান করি সেকে-ন্দর সাহের সময়েও এইরূপ হল প্রবাহ হইত যেহেতু থিওফ্রষ্টস লেখেন, যে এরূপ স্থরে স্থরে কার্পাস বৃক্ষ সকল রোপিত হয়, যে দূরহইতে বোধ হয় যেন দ্রাক্ষালতা সকল শোভা পাইতেছে। তাঁহার সংবাদ দাতা সকল অবশ্য ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলের কার্পাস কৃষির বিষয় বিজ্ঞাপন করিয়া থাকিবেন। কথিত আছে, ইউরোপ খণ্ডে স্পেন*দেশে ইং ১৭০০ শত শালের শেষে উক্ত প্রকার লাঙ্গল প্রথমতঃ ব্যবহৃত হয়। এই সকল অস্ত্র বিষয়ে ইহা উপযুক্ত রূপেই লিখিত হইয়াছে। যদ্যপি লাঙ্গলের দোষ জন্য ভারতবর্ষীয় কৃষকদিগকে অধিক পরি-শ্রম করিতে হয়, অথবা তদ্দ্বারা স্বল্পতর শস্য লাভ এবং ব্যয় বাহুল্য হইয়া থাকে, এরূপ যদ্যপি কেহ কহেন, তবে তাঁহার নিতান্ত ভ্রান্তি কহিতে হইবেক।

যে সকল বাদ্য যন্ত্র ভারতবর্ষ হইতে প্রেরিত হইয়া-

ছে তাহারদিগের সংখ্যা দৃষ্টে বোধ হয় তূর্য্য বিদ্যায় গীত বাদ্যাদিতেও তাহারা বিস্তর মনোযোগ করিয়া থাকে, সুতরাং আমরা অবশ্যই কহিব তাহারা উক্ত বিদ্যার ঈদৃশ পরিমাণে উন্নতি করিয়াছে। এই বিদ্যা তাহারদিগের প্রাচীন উপবেদ নিচয়ের মধ্যে গণিত, অপিচ ভারতবর্ষীয় লোকেরা কহিয়া থাকে, যে যদিও ইউরোপীয়েরা তাহারদিগের অপেক্ষা অন্যান্য অনেক বিষয়ে পারদর্শিতা দর্শাউন, ফলতঃ তূর্য্য বিদ্যায় তাহারা ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষায় সুনিপুণ। কিন্তু কোন ইউরোপীয় এই কথা স্বীকার করিয়াছেন কি না তাহা আমরা অবগত নহি। অর্ম সাহেব কহেন যে "তাহারদিগের কার্য্য দৃষ্টে যদ্যপি তাহারদিগের গীত বাদ্য বিদ্যার অভিপ্রায় স্থির করা যায়, তবে তাহা নিতান্ত অসভ্য প্রকার"। পরন্তু সার উইলিয়ম জোন্স লেখেন যে "হিন্দুদিগের সংগীত বিদ্যা আমারদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছে, ভারতবর্ষীয় সংগীত বিশারদ বর্গ উক্ত বিদ্যার শুদ্ধ মহদভিপ্রায় অর্থাৎ প্রেম স্নেহ প্রভৃতি উগ্রতর মনোবৃত্তি সকল প্রকাশ করণার্থ সর্ব্বদা স্বর মাধুর্য্য পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহারদিগের অনেক সুর ইউরোপীয়দিগের শ্রবণে মধুর লাগে"। তাহারা তাহারদিগের প্রাচীন রাগ নিকরের যুক্তি বিষয়ে অর্ফিয়স এবং টিমোথিয়সের * সংগীত সিদ্ধতার ন্যায়

---

* ই... আমারদিগের শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বেণুবাদন ও সংগী-

অসম্ভব প্রকার বাক্য সকল কহে। স্যর ডবলিউ ঔসলি কহেন "রাগ রাগিণী সকল স্বরে বসান অত্যন্ত কঠিন কর্ম্ম, যেহেতু আমারদিগের সংগীত শাস্ত্রে এরূপ চিহ্ন সকল নাই যাহাতে তাহারদিগের স্বরের ক্রমশঃ উচ্চ নীচ গতি, ও তালের বৈষম্য এবং অনিয়ম তথা নিয়ত স্বরের মেল এবং অস্থিরতা প্রকাশ পাইতে পারে। ইহাও আশ্চর্য্য যে সঙ্গীত শাস্ত্রের গ্রন্থাদিতে ভারতবর্ষীয় গীত বাদ্যাদির কোন কথা উল্লেখিত হয় নাই, ফলতঃ এরূপ সম্ভব যে উক্ত বিষয়ের অনুসন্ধান গ্রহণ করিলে মিশর দেশীয় এবং বাইবেল গ্রন্থে লিখিত বাদ্যযন্ত্রাদির বিষয়ে অনেক পরিজ্ঞান প্রাপ্ত হওনা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষের বিবিধ দেশে ইদানীং যে সকল বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহারদিগের মধ্যে বিস্তর অসভ্য প্রকার আছে, কিন্তু স্বাভাবিক পদার্থ দ্বারা মিষ্ট স্বর বহির্গত করণের চেষ্টা তাহাতে প্রকাশ পাওয়াতে চিত্তা-কর্ষণ করে। যথা তুরীর কার্য্য করণার্থ পশুর শৃঙ্গ, তন্ত্র (তার) বসাইবার জন্য তুম্বা, মুরলীর কার্য্য করণার্থ বংশ, এবং নানা প্রকার শব্দ প্রভব করণার্থ ভিন্ন ২ বংশ রাশি।

মুর্শিদাবাদ এবং বারাণসী অঞ্চলীয় লোকেরা বেণু ও তন্ত্রা উভয় প্রকার বাদ্য এবং ঢোল, মৃদঙ্গ ও তবলা, মন্দিরা প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকে। রিচার্ডসনের অভি-

---

তালাপন দ্বারা কুরঙ্গকুলের অশ্রুপাত ও তটিনী নিকরের স্রোতঃ রুদ্ধ করিতেন।

ধান পুস্তকের ভূমিকায় আরব্য ও পারস্য লোকেরদের বাদ্য যন্ত্রাদির এক সুদীর্ঘ তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, এবং সেই স্থানে এরূপ লিখিত আছে যে, "আসিয়া খণ্ডস্থ লোকেরদের মধ্যে বহুবিধ বাদ্য যন্ত্রাদি আছে, এবং আমারদিগের মধ্যে অধুনা যে সকল যন্ত্র প্রচলিত হইয়াছে, তাহারদিগের অধিকাংশই ঐ সকল যন্ত্রের অনুরূপে সুন্দরতর নিয়মে নির্ম্মিত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে।"

মলাইদিগের বাদ্য যন্ত্রের সংখ্যা বাহুল্য, সম্পূর্ণ সম্প্রদা যাহাকে তাহারা গামালং কহে তাহা সংগ্রহ করণে দুই সহস্র টাকা ব্যায়ে ৩০ খানা বাদ্য যন্ত্রের প্রয়োজন করে। এতন্মধ্যে কাঁসর ও ভিন্ন ২ প্রকার ঢক্কা, বিবিধ ধাতু ও কাষ্ঠ খণ্ড দ্বারা তাহাতে আঘাত মাত্রে নানা প্রকার স্বর নির্গত হয়, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

ভারতবর্ষীয় বস্ত্র ঘটিত শিল্প বিষয়ের মন্তব্য কথা তদ্দেশের প্রেরিত বস্ত্রাদি তালিকা অনুসারে কথিত হইবেক। উক্ত তালিকার মধ্যে দৃষ্ট হইল কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্র অদ্যাবধি ভারতবর্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রূপে বিখ্যাত রহিয়াছে, যদিও ইউরোপীয়দিগের কলের বলে তাহারদিগের লাভ সংস্থান ভ্রষ্ট হইয়াছে বটে; যেহেতু ভারতবর্ষীয় বাজারে ভারতবর্ষীয় লোকেরাই স্বদেশ জাত সুলভ্য মূল্য এবং বহুকাল ব্যবহারোপযোগি বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া বিলাতী বসনের আদর বৃদ্ধি করিয়াছে। যে ২ স্থানে কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্রাদি উৎকৃষ্ট রূপে প্রস্তুত হয়, সেই সকল প্রদেশীয় তুলা পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, যে তুলার

গুণে তাহারা উত্তমতর বস্ত্র বয়ন করে এমত নহে, কিন্তু ভারতবর্ষীয় তন্তুবায় ও সূত্র প্রস্তুত কারিগণ অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে হস্তের নৈপুণ্য গুণে তাদৃশ পরিপাটী পরিচ্ছদের উৎপাদন করে। বাঙ্গালা দেশ এবং গঙ্গার পূর্ব্ব পশ্চিম সীমার মধ্যস্থ যাবতীয় প্রদেশ জলন্দর (জালন্ধর) দোয়াব তথা পশ্চিমে আহমদাবাদ ও সুরাট (সৌরাষ্ট্র) এবং দক্ষিণ পূর্ব্বদিগস্থ সমুদ্র তীরবর্ত্তি সরকারাঞ্চল ও দক্ষিণে তাঞ্জোর, এই সমুদয় স্থানীয় বস্ত্রের আদর্শ প্রেরিত হইয়াছে। ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয়, যে অনেকাঞ্চলের তন্তুবায়েরা যে কার্পাসে বস্ত্র বয়ন করে, সেই কার্পাস তাহারদিগের নিজ দেশে জন্মে না, যথা অযোধ্যা দেশের সীমান্তরাল স্থিত আজীমগড়ের এবং গোয়ালিয়র প্রদেশান্তঃপাতি চান্দ্রেরী স্থানের বস্ত্র ব্যবসায়িগণও সরকার প্রদেশের তন্তুবায়েরা মাগধদেশ হইতে তূলা প্রেরণ করে।

[সংবাদ রসসাগর—ইং সন ১৮৫২]

ধর্ম্মপুস্তকীয় সীসার বিষয়।

আমরা গত দুই শিক্ষাতে যে ২ ধাতুর বিষয় কথোপকথন করিয়াছি তত্তুল্য সীসার বর্ণ সুন্দর নহে বটে, কিন্তু বস্তুর আকার রূপ দর্শন মাত্র তাহার মূল্য নিরূপণ করা অনুপযুক্ত বরং তাহার প্রকৃত গুণ বিচারে মূল্য নির্দ্ধার্য্য করা

উচিত। সীসা অতি ব্যবহার্য্য ধাতু, যে ২ বিষয়ে স্বর্ণ ও রূপা কোন কর্ম্মে আইসে না সেই ২ বিষয়ে এই ধাতু কর্ম্মণ্য হয়।

সীসার গুণ কি ২ ? সে এক পাংশু বর্ণ ধাতু, গুরু দ্রবণীয়, আহননীয়, বিস্তারণীয় এবং সকল ধাতু অপেক্ষা কোমল, এই গুণ প্রযুক্ত তাহা অতি ব্যবহার্য্য। সীসা সহজে ভেদ করা যায় ও তাহা হইতে নানা প্রকার আকৃতি নির্ম্মাণ করা যায়। তাহা সূক্ষ্ম কাগজের ন্যায় জড়ান যায় ও কখন ২ তাহাদ্বারা ছাদের চাঁদনি নির্ম্মিত হয় ; আর ইহাতে মরিচা পড়ে না এই হেতু জলের চুঙ্গি ও কুণ্ড নির্ম্মিত হয়। যখন সীসাকে গলান যায় তাহাহইতে খাইদ নির্গত হয়, এবং সেই খাইদ নানা প্রকার রঙ্গের মধ্যে চিত্র কর্ম্মে ব্যবহার্য্য হয়। সীসার উপরে কোন অম্লদ্রব্য রাখিলে তাহা বিষময় অর্থাৎ বিষযুক্ত হয়, এই হেতু পাক করিবার কোন পাত্র সীসা ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত হয় না যেহেতু সেই পাত্রেতে যে কোন খাদ্য দ্রব্য পাক করা যায় তাহা অপথ্য, তাহা ভক্ষণ করিলে বিপদ ঘটিতে পারে। সীসা ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়ার্লণ্ড, জর্ম্মনি, ফ্রান্স ও আমেরিকা ইত্যাদি দেশে উৎপন্ন হয়। ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে আর কতক দেশের বিষয় লিখিত আছে ; সে সকল দেশ এই ধাতুর জন্যে প্রসিদ্ধ। ইস্রায়েল লোকেরা ঈশ্বরাজ্ঞাতে মিদিয়ান দেশ জয় ও লুণ্ঠন করিয়া লইল, তন্মধ্যে সীসা ধাতু ছিল। (গণ ৩১ ; ২২.) তর্শীশ নামক দেশও সীসা এবং অন্যান্য ধাতুতে পরিপূর্ণ ছিল, এবং ঐ সকল ধাতু তথাহইতে অন্যান্য দেশে প্রেরিত হইত

বিশেষতঃ সোর নামক দেশ যাহার বিবরণ আমরা জিহিঙ্কেল পুস্তকের ২৭ অধ্যায়ের ১২ পদে পাঠ করি, সেই স্থানেও প্রেরিত হইত।

ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে সীসা ধাতুর ব্যবহারের বিষয় অতি অল্প লিখিত আছে। ইস্রায়েল ও অন্যান্য দেশস্থ লোকেরা সীসা পূর্ব্বোক্তরূপে ব্যবহার করিত, কিন্তু আয়ুবের পুস্তকের মধ্যে ইহার আর এক ব্যবহারের বিষয় লিখিত আছে, তাহা পূর্ব্বকার দূরস্থ লোকেরা সুজ্ঞাত ছিল বটে কিন্তু তদ্বিষয় এদেশস্থ আধুনিক লোকেরা তদ্রূপ সুজ্ঞাত নহে। যদি তুমি আয়ুবের ১৯ অধ্যায়ের ২৩, ২৪ পদ পাঠ কর তবে জানিতে পারিবা যে, আয়ুব কহিলেন, "আহা আমার কথা সকল যদি লৌহময় লেখনী ও সীসা দ্বারা পাষাণে লিখিত হইয়া চিরকাল থাকে!" এই কথার ভাব কি? ঐ সময়ের লোকেরা যখন আপনারদিগের লিপি বহু দিবসাবধি রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিত, তখন তাহারা আপনাদিগের কথা সকল কঠিন পাষাণ ও পর্ব্বতের উপরি ভাগে খোদন করিত, এবং সেই সকল খোদিত অক্ষরের উপরে সীসা গলাইয়া দিত, তাহা শীতল হইলে পর সেই সকল অক্ষর পাষাণকে অতিশক্তরূপে ধরিত, আর সেই সকল অক্ষর উত্তম রূপে ঘর্ষণ করিলে কিম্বা চাঁচিয়া ফেলিলে তাহা নষ্ট না হইয়া বরং বহু দিবস পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিত, আয়ুব কি বিষয় খোদন করিয়া লিখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন আর তিনি কেমন শোকান্বিত মনুষ্য তাহা তুমি জান; আর ঈশ্বর তাহাকে কেমন দুঃখরূপ অগ্নিতে দাহন করি-

য়াছিলেন তদ্বৃত্তান্তও তুমি গত শিক্ষাতে শুনিতে পাইয়াছ। সেই দুঃখ আয়ূবের পক্ষে অতি মঙ্গল দায়ক হইয়াছিল যেহেতু তিনি তদ্দ্বারা আপনার পাপ ও দুর্ব্বলতা এবং পরমেশ্বরের পরাক্রম ও যাথার্থিকতা ও দয়ার বিষয় পূর্ণ জ্ঞান পাইয়াছিলেন, তথাচ আয়ূব এই সকল দুঃখ সহ্য করিতে অতি কঠিন বোধ করিয়াছিলেন। কখন ২ তিনি আপন আত্মাতে বিরক্ত হইয়া অতি চীৎকার শব্দ পূর্ব্বক ক্রন্দন করিয়াছিলেন ও সকলের নিকটে দয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ও আপন দুঃখ স্মরণে রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এবং সেই সকল দুঃখ পাষাণে লিখিত হইয়া চিরকাল থাকে, কখন বিস্মৃত না হয়, এমন ইচ্ছা করিয়াছিলেন। আয়ূব যে কেবল এই সকল স্মরণে রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন তাহা নহে। যদি তুমি পূর্ব্বোক্ত অধ্যায়ের কিঞ্চিৎ অধিক পাঠ কর তবে দেখিতে পাইবা যে তিনি এমন দুঃখের সময়ে আপনার মনেতে এক প্রকার সান্ত্বনা পাইয়াছিলেন যাহা তাহার দুঃখ ও ক্লেশ অপেক্ষা খোদন করিয়া লেখা ও স্মরণে রাখা অতি আবশ্যক জানিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে, “আমার মুক্তিদাতা অমর তিনি শেষ দিনে পৃথিবীতে দাড়াইবেন, ইহা আমি জানি; যদ্যপি আমার চর্ম্ম গেলে আমার মাংস ক্ষয় পায়, তথাচ আমি শরীরবিশিষ্ট হইয়া ঈশ্বরকে দর্শন করিব”।

হে প্রিয় বন্ধুগণ, যদি তোমরা কোন সময়ে দুঃখ কি ক্লেশ ভোগ কর এবং তৎসময়ে আয়ূবের ন্যায় আপনাদের

মনোমধ্যে মুক্তিদাতার বিষয় বোধ পাও, তবে তোমরা ধন্য, কারণ তোমাদের মুক্তিদাতা যেশু যখন আসিবেন তখন তোমরা তাঁহার সদৃশাকৃত হইবা, ও তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিবা এবং তাঁহার সহিত চিরকাল বাস করিবা, তখন তোমরা নশ্বর শরীরের বিষয় চিন্তিত হইবা না, তাহা যদি পচিয়া ধূলাতে মিশ্রিত হয় তথাচ সেই শরীর পুনরায় গৌরবান্বিত শরীর হইয়া উত্থিত হইবে, কেননা "এই নশ্বর শরীরকে অনশ্বরতা রূপ বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে, অর্থাৎ এই মর্ত্ত্য শরীরকে অমরত্বরূপ বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে।" (১ ক ১৫, ৫৩) আর আমি এই পদ হইতে আরো কিছু শিক্ষা তোমাকে দিতে বাসনা করি, তাহা এই, আমার আপনার কথা সকল পাষাণের উপরে লিখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু সাধু পৌল আপনার পত্র সকল প্রস্তরে খোদিত করিতে ইচ্ছা না করিয়া মাংসময় হৃৎপদ্মে খোদিত করিতে বাঞ্ছা করিলেন। (২ ক ৩; ৩.) তবে সেই পদ কি? খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচার। সাধু পৌল এই স্থানে করিন্থীয় লোকদিগের প্রতি পত্র লিখনের ও তাহাদিগের হইতে পত্র গ্রহণের বিষয় কথাবার্ত্তা করিতে-ছিলেন, তৎপরে তিনি বলেন যে করিন্থীয় লোকেরা নিজে খ্রীষ্টের পত্র স্বরূপ, আর সেই সকল পত্রের লেখক ঈশ্বরের আত্মা। এবং তাহারা অন্তঃকরণের লিখিত এবং সমস্ত মনুষ্য কর্ত্তৃক পঠিত পত্র স্বরূপ হইয়াছে, এই সকল কথার অভিপ্রায় কি? তাহার অভিপ্রায় এই যে করি-ন্থীয় লোকেরা খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচার অন্তঃকরণের সহিত

গ্রহণ করিয়াছিল, ও তদ্দ্বারা পবিত্র হইয়াছিল, আর তাহারা যে পবিত্র হইযাছিল তাহা তাহারা আপনাদিগের বাহ্য ক্রিয়াতে এমন প্রকাশ করিল যে তাহা পুস্তকের মধ্যে অথবা পাষাণে খোদিত হইযাছে, এমন বোধ হইল। তাহাদিগের সৎ আচরণেতে তাহারা যে জীবৎমান ও মনুষ্য কর্তৃক পঠিত ও বিদিত পত্র স্বরূপ ও যেশূ খ্রীষ্টের প্রকৃত শিষ্য ও সেবক তাহা প্রকাশ হইল।

হে প্রিয় সন্তানগণ এক্ষণে তোমাদিগকে এই এক বিষয় স্মরণ করিতে হইবে, যে তোমরা নিজে খ্রীষ্টের জন্যে কিছুই করিতে পার না, তোমরা সুসমাচার প্রচার করিতেও পার না এবং তোমাদের হইতে অধিক বয়স্ক ব্যক্তিদিগকে শিক্ষা ও উপদেশ দিতে পার না। আর তোমরা যে কেবল সদা সর্ব্বদা বাক্যের দ্বারা প্রচার করিবে তাহা নহে, বরং কার্য্যেতেও তাহা করিতে হইবে। তোমরা করিন্থীয় লোকদিগের সদৃশ খ্রীষ্টের পত্র স্বরূপ হইতে চেষ্টা করিবে, আর তোমরা যে কাহার এবং কাহার সেবা করিতেছ ইহা জানিয়া সুসমাচারের শিক্ষিত উপদেশানুসারে নম্র ও বশ্য এবং শ্রম পূর্ব্বক তদনুযায়ী আচরণ করিতে নিযত উদ্যোগী হইবে, এবং এইরূপে তোমরা বিনা কথনে ও লিখনে তোমারদিগের চতুর্দ্দিকস্থিত লোকদিগের কর্তৃক পঠিত ও বিদিত পত্র স্বরূপ হইবা। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য যেন তোমারদিগের অন্তঃকরণে দৃঢ়রূপে স্থিরীকৃত হয়, এই হেতুক লৌহময় কলম ও সীসা দ্বারা পাষাণরূপ মনেতে তাহা লিখিতে স্মরণ করিবে; নচেৎ তোমরা

যে খ্রীষ্টের পত্র স্বরূপ তাহা তোমারদিগের ব্যবহারে প্রকাশ পাইবে না, যেহেতুক সন্তানদিগের অন্তঃকরণে ঈশ্বরের বাক্য অতি অল্প মুদ্রাঙ্কিত হয়, তাহা শীঘ্র বিস্মৃত হয় ও তাহার কোন চিহ্নও পাওয়া যায় না, এবং তাহা সমুদ্রের বালির উপর লিখিত পত্রের ন্যায়, যাহার উপর তরঙ্গ আসিলে একেবারে নষ্ট হয়, এতাদৃশ যেন তোমারদিগের না হয় এ কারণ পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কর।

ধর্ম্মপুস্তকের কোন বিষয় কি সীসা ধাতুর সহিত তুলনা দেওয়া গিয়াছে?

যিহিস্কেল পুস্তকের ২২ অধ্যায়ের ১৮ পদ পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই, যে হাফরে নিক্ষিপ্ত ও গলিত সীসার মল স্বরূপ বলিয়া ঈশ্বর আপন ইস্রাএলীয় লোক-দিগকে ডাকেন, তিনি এক্ষণে দয়াতে নহে বরং ক্রোধেতে তাহাদিগের প্রতি দণ্ডাজ্ঞা নির্ণয় করিতেছেন, অতএব ইহা কেমন এক ভয়ঙ্কর বিষয় যে ইস্রাএল লোকদিগের ন্যায় যাহারা বহুল আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছে ও পরমে-শ্বরকে জ্ঞাত হইবার নানাবিধ উপায় পাইয়াছে, তাহারা তাঁহার প্রতি এত অধিক অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, এবং ঈদৃশ ভয়ঙ্কর অবস্থাতে আইসে! অতঃপর আমা-দিগকে স্মরণ করিতে হয়, যে ঈশ্বর কেবল অনাজ্ঞাবহ ইস্রাএল লোকদিগকে শাস্তি প্রদান করিতে তর্জ্জন করি-তেছেন তাহা নহে, বরঞ্চ যে লোকেরা তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে হেয়জ্ঞান করে, তাহারদিগের প্রতিও শাস্তি দিতে তর্জ্জন করিতেছেন।

আমারদিগের প্রভু বলেন যে তিনি বিচার দিনেতে আপন রাজ্যের সকল বিঘ্নকারী ও পাপিষ্ঠদিগকে একত্র করিয়া, অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দিবেন, এবং সেই অগ্নিকুণ্ড যিহিস্কেল কর্ত্তৃক উল্লেখিত অগ্নিকুণ্ড হইবে যাহার মধ্যে তিনি আপন লোকদিগকে দয়াতে শুদ্ধ না করিয়া বরং আপন শত্রুদিগকে বিচার দিনে দগ্ধ করিয়া নষ্ট করিবেন।

অপর যদি তুমি শিখরিয়ের ৫ অধ্যায় পাঠ কর তবে পাপ ও তাহার শাস্তির নিদর্শন স্বরূপ ঐফা ও তদুপরি সীসার ঢাকনি ইহা অবগত হইবা। ঐফা এক পরিমাণ যাহা কেবল যিহুদীয় লোক কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইত। যে ঐফা শিখরিয় স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন তাহা ইস্রাএলীয় লোকদিগের পাপের পরিমাণ, তাহা ইস্রাএলীয়েরা আপনাদিগের পাপ ও ঈশ্বরের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছিল; এবং ঐফা পাত্রের উপরে যে সীসার ঢাকনি তাহা পরমেশ্বরের ক্রোধের দণ্ড, যাহা তিনি তাহাদিগের উপরে অর্পণ করিতেন ও তদ্দ্বারা তিনি তাহাদিগকে চাপিয়া সংহার করিতেন।

আমরা এই দুই উপমা হইতে অনেক উত্তম বিষয় শিক্ষা পাই; অতএব হে প্রিয় বন্ধুরা তোমরা পাপকে ভয় করিতে ও পাপের মার্জ্জনা পাইতে শিক্ষা কর, নচেৎ তোমরাও ইস্রাএলীয় লোকদিগের সদৃশ পরমেশ্বরের ভয়ঙ্কর ক্রোধের অধীন হইবা। তোমরা কি প্রকারে পাপ হইতে মুক্ত হইবা তাহা স্মরণ কর। যেশূ আপনি

ঈশ্বরের ক্রোধের শাস্তি আপনার উপরে লইলেন, যেন তাঁহার প্রতি বিশ্বাসকারি সকলেই পাপের ভার হইতে মুক্ত হয়। অতএব তোমরা বিশ্বাস ও প্রার্থনা পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে আইস, তাহা করিলে তোমরা ইহকালে পাপের মোচন ও পরকালে পাপের দণ্ডহইতে উদ্ধার পাইবা।

মানবীয় শরীরের বিষয়।

পূর্ণবয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির শরীরে দুই শত চল্লিশ খানি অস্থি থাকে। সে অস্থি সকল শরীররূপ গৃহের স্তম্ভ স্বরূপ, সে সকল স্ব ২ স্থানচ্যুত যেন না হয়, এবং নিয়মিত কর্ম্ম নিষ্পাদনে যেন শক্ত হয়, এই নিমিত্তে তাহা স্থান বিশেষে এবং অঙ্গ বিশেষে বিশেষ বন্ধন ও চর্ম্ম এবং মাংসপেশী দ্বারা কঠিন ও নিপুণ রূপে পরস্পর বদ্ধ আছে। কোন অস্থিদ্বয় সন্ধি দ্বারা স্পষ্ট ও সহজ রূপে চালান যায়। এবং কোন ২ সন্ধিস্থানে অস্থিদ্বয়ের গতি অদৃশ্য হয়। সংযোগ স্থানের সর্ব্বদা ঘর্ষণ সম্ভাবনা হেতুক সন্ধি সকল কোমল উপাস্থি দ্বারা আবৃত আছে; এবং যন্ত্রের চক্র যেমন তৈলে আর্দ্র করা যায়, উপাস্থি সকলও সিনেবিয়া নামক এক প্রকার তৈল দ্বারা সর্ব্বদা আর্দ্র থাকে। যদি যন্ত্রাদির চক্রে তৈল দর্শনে তৈল-দায়কের উপলব্ধি হয়, তবে সন্ধি সকলের আর্দ্রতা দেখিয়া

সৃষ্টিকর্ত্তাকে কি রূপে অস্বীকার করা যায়। অস্থি সকলের সন্ধিস্থান এক প্রকার নয়। যে কোন অস্থি যে কোন স্থানে এবং কর্ম্মে নিযুক্ত আছে, তদুপযুক্ত রূপে তাহার সন্ধিস্থান নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রথমতঃ মেরুদণ্ড অর্থাৎ পৃষ্ঠের দাঁড়ার বিষয় কিঞ্চিৎ বিবেচনা করি। ইহার গঠন জঙ্ঘার অস্থির গঠন হইতে সম্যক প্রকারে ভিন্ন, এবং ইহার সন্ধি সকল কটী ও হাঁটু ও পায়ের সন্ধি হইতে সম্যক রূপে প্রভিন্ন। এই সকল অস্থির রচনাতে ও পরস্পর বিভিন্নতাতে রচনাকর্ত্তার বিবেচনা ও জ্ঞান ও দয়া সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয়। মেরুদণ্ড জঙ্ঘার ন্যায় এক খানি অস্থিতে নির্ম্মিত হইলে অনায়াসে ভগ্ন হইত, এবং কোন প্রকারে বাঁকিত না, অথবা সেই মেরুদণ্ড যদি কটী ও হাঁটুর ন্যায় দুই কিম্বা তিন খানি অস্থিতে নির্ম্মিত হইত, তবে মেরুদণ্ডস্থ মজ্জা প্রত্যেক সন্ধি স্থলে ছিঁড়িয়া যাইত, এবং শরীরের স্তম্ভরূপ মেরু-দণ্ড শক্ত হইত না, এবং তাহার গতি সহজ হইত না। মেরুদণ্ড চব্বিশ পর্ব্বেতে বিভক্ত আছে, ইহাদের লাটিন নাম বের্টেব্রা, এবং সকল পর্ব্বের পরস্পর সংযোগ স্থানে একের ছিদ্রে অন্যের অগ্রভাগ প্রবিষ্ট হওয়াতে উত্তম-রূপে আবদ্ধ আছে। এই রূপে সন্ধিচ্যুত হওন ভয়শূন্য হইয়া আমরা শরীরকে ইচ্ছামত ঘূরাইতে পারি। জীবন রক্ষার নিমিত্তে বিশেষ রূপে আবশ্যক মেরুদণ্ডস্থ যে মজ্জা তাহা নির্ব্বিঘ্নে এই পর্ব্ব সকলের মধ্যস্থিত নলেতে রক্ষিত আছে। এবং পর্ব্ব সকলের বিশেষ স্থানে ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে,

সেই ছিদ্র দিয়া রক্তশিরা সকল প্রবেশ করে, এবং নের্ব নামক শিরা সকল বহির্গত হয়, এই শিরা সকল মেরুদণ্ডস্থ মজ্জা হইতে নির্গত হইয়া শরীরের অঙ্গোপাঙ্গ সমূহে ব্যাপ্ত হয়।

এই অস্থি স্তম্ভের মধ্যে যে নল আছে, তদ্দ্বারা মজ্জা মস্তক হইতে নির্গত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হয়। এই অস্থিস্তম্ভে মস্তক অবলম্বিত আছে। অত্যুৎকৃষ্ট রূপে নির্ম্মিত দুর্গের ন্যায় যে মস্তকের খুলী তাহার মধ্যে বুদ্ধি ও মতি ও চেতনাদির সিংহাসন স্বরূপ মজ্জা অতি যত্ন পূর্ব্বক রক্ষিত আছে। এবং চক্ষুঃ ঘ্রাণ শ্রবণ ও রসনা এই ইন্দ্রীয় চতুষ্টয় ঐ দুর্গের প্রাচীরেতে প্রহরিরূপে স্থাপিত প্রায় আছে। কেবল ত্বগিন্দ্রীয় তাবৎ শরীরেই ব্যাপ্ত আছে। অপর মেরুদণ্ডদ্বারা শরীরে আরও এক উপকার হয় অর্থাৎ তাহাতে শরীরের অন্যান্য অস্থি সকল সংলগ্ন আছে। সংক্ষেপে এই বক্তব্য, স্থান বিশেষে ও কার্য্য বিশেষে অস্থি সকলের গঠন ও সন্ধি বিশেষ২ হওয়াতে শরীরের বলবৃদ্ধি ও চালাওনের উপযুক্ত হয়। ইহা বিবেচনা করিলে সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব বিষয়ে সংশয়চ্ছেদ অবশ্যই হয়।

যদি অস্থি সকলের দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তার বুদ্ধি ও রচন কৌশল এবং মনুষ্যদের প্রতি হিতেচ্ছা প্রকাশ পায়, তবে মাংসপেষী ও শিরা সকলের বিষয় বিবেচনা করিলেও জগদীশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়। মাংসপেষী সকল আকুঞ্চিত অথবা শিথিল হইয়া স্ব২ কার্য্য করে, এবং

শরীরের মধ্যে স্ব২ স্থান ও কার্য্য অনুসারে তাহার বল ও গতি এবং পরিমাণ নিরূপিত হয়। মাংসপেষী সকলের কার্য্য প্রায় শারীরিক ইচ্ছার অধীন হয়, এবং আমরা ইচ্ছানুসারে সেই সকলকে স্থির রাখিতে কিম্বা চালাইতে পারি। সকল মাংসপেষী এই রূপে নহে, কিন্তু তাহার কার্য্য শারীরিক ইচ্ছার অধীন হউক বা না হউক, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যে তাহার রচনা দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তার নৈপুণ্য ও জ্ঞান এবং করুণা সুস্পষ্ট হয়। আমাদিগের ইচ্ছা ব্যতিরেকে শরীরের মধ্যে নানা কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে। হৃদয় ও ফুসফুসীর কার্য্য, শরীরের মধ্যে রক্তের ভ্রমণ, অন্নাদি পরিপাক, শৌচ কর্ম্ম, এই সকল জাগ্রৎ ও নিদ্রা উভয় অবস্থাতেই সমান রূপে হয়। এবং ঐ সকল কর্ম্ম আমাদিগের ইচ্ছার অধীন নহে। ইহাতেও সৃষ্টিকর্ত্তার জ্ঞান ও দয়া স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। যেহেতু এই সকল কর্ম্ম নিষ্পাদন ব্যতিরেকে জীবন রক্ষা হয় না, এবং শরীর সুস্থ থাকে না কিন্তু এই সকল কার্য্য যদি আমাদিগের ইচ্ছার অধীন হইত, তবে সেই সকলের প্রতি মনোযোগ করিতে হইলে আমাদিগের অনেক কাল হরণ হইত, তাহা কেবল নয়, কিন্তু কোন ২ সময়ে সেই সকল কর্ম্ম নিষ্পাদন করাও উত্তমরূপে হইত না; এবং নিদ্রা কালীন ঐ সকল কর্ম্ম একেবারেই রহিত হইত। এই হেতু ঈশ্বর কৃত উত্তম নিয়ম দ্বারা জীবন রক্ষার উপযোগি এই সকল কার্য্য আমাদিগের ইচ্ছা ব্যতিরেকেও নিষ্পন্ন হয়। অন্যান্য কার্য্য আমাদিগের

ইচ্ছার অধীন এবং তাহার দ্বারাও জগদীশ্বরের জ্ঞান ও দয়া স্পষ্টরূপে প্রকাশিত আছে। আমরা আলোক দর্শনার্থ নেত্রদ্বয়কে ইচ্ছামাত্রে উন্মীলন অথবা আলোকের আতিশয্য জন্য হানি নিবারণার্থে মুদিত করিতে সতত সক্ষম হই। এবং ঐ নেত্রদ্বয় নিদ্রা কালীন আমাদিগের ইচ্ছা ব্যতিরেকেও মুদিত হয়। আমরা স্বেচ্ছানুসারে কথা কহিতে কিম্বা চুপ করিতে, উঠিতে কিম্বা বসিতে, গমন করিতে কিম্বা দাঁড়াইতে সক্ষম হই, রক্তদ্বারাই শরীরের পোষণ হয় এবং রক্ত হৃদয়রূপ উনই হইতে উৎপন্ন হইয়া অত্যন্ত হিতকারি স্রোতের ন্যায় তাবৎ শরীরে ভ্রমণ করত সাঙ্গোপাঙ্গ রক্ষা করে। এই হৃদয় ডিম্বাকার এক মাংসপিণ্ড মাত্র এবং তাহা মনুষ্যের ইচ্ছার অনধীন হইয়া এক মিনিটের মধ্যে বাটি বার হইতেও অধিক আকুঞ্চিত এবং প্রসারিত হয়। সে বোমা কলের ন্যায় আর্ত্তেরি অর্থাৎ রক্তচালনশিরা দ্বারা রক্ত প্রচালিত করে। হৃদয়েতে চারিটি পৃথক২ ঘর আছে; তাহার মধ্যে বড় দুইটিকে বেণ্ট্রিকেল এবং ছোট দুইটিকে ওরিকেল বলে, দক্ষিণদিগের বেণ্ট্রিকেল আকুঞ্চিত হইবায় ফুসফুসিসংযুক্ত আর্ত্তেরি ও তাহার শাখা সমূহ দ্বারা ফুসফুসির মধ্যে রক্ত চালায়। ফুসফুসিতে রক্ত কেরবোনিক্ এসিড্ ত্যাগ ও আক্সিজিন গ্রহণ করত এক নূতন অবস্থা প্রাপ্ত হয়; এই কর্ম্ম ব্যতিরেকে কোন প্রকারেই জীবন রক্ষা হইতে পারে না। রক্ত ফুসফুসি পরিত্যাগ করিয়া বাম দিকস্থ ওরিকেলেতে

গমন করে। এবং তথাহইতে বামভাগস্থ বেণ্ট্রিকেলে যায়। এবং ইহা হইতে বিশেষ আর্ত্তেরি দ্বারা চালিত হইয়া শরীরের তাবৎ অংশে ভ্রমণ করে।

[হিতোপদেশ—ইং সন ১৮৪৩]

ধর্ম্মপুস্তকীয় পিত্তল ও তাম্রের বিষয়।

আমরা এই শিক্ষাতে পিত্তল ও তাম্রের বিষয় একত্র লইলাম কেন?

পিত্তল, তাম্রে ও দস্তা হইতে নির্ম্মিত হয়, ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে তাম্রের বিষয় অতি অল্প লিখিত আছে, কিন্তু তাম্রের পরিবর্ত্তে পিত্তল ধাতু পুনঃ ২ ব্যবহার হইয়াছে। মূসা যখন কৈনান দেশের বিষয় উল্লেখ করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি কহিলেন, "যাহার পর্ব্বত হইতে তোমরা পিত্তল খুদিবা।" (দ্বি ৮; ৯.) আমরা এই স্থানে পিত্তল অর্থ বোধ না করিয়া তাম্র অর্থ করি, যেহেতু তাম্র ব্যতিরেকে পিত্তল কখনো মৃত্তিকা হইতে খোদিত হয় না, এবং এই তাম্র ধাতু ঐ অঞ্চলে অধিকাংশ উৎপন্ন হয়। ইহা পূর্ব্বকালেও ব্যবহার্য্য হইত, কারণ আমরা আদিপুস্তকের ৪ অধ্যায় ২২ পদে পাঠ করি যে "তুবল কাবিল পিত্তলের ও লৌহের নানা প্রকার কর্ম্ম করিতে নিপুণ ছিল," এই ঘটনা জলপ্লাবনের অনেক শত বৎসর অগ্রে হইয়াছিল।

তাম্র ঈষৎরক্তমিশ্রিত পিঙ্গলবর্ণ, তাহা উজ্জ্বল ও শক্ত, ভারি ও অতি শব্দকারী ধাতু; তাম্রের গুণ পূর্ব্বোক্ত ধাতুর সদৃশ আছে, অতএব এক্ষণে তাহার পুনরুক্তি করণে কিছু প্রয়োজন নাই।

তাম্র অতি ব্যবহার্য্য ধাতু, শঙ্খ ও শামুক ও ঝিনুক ইত্যাদি সমুদ্র জন্তু সকল জাহাজের তলায় জড়িয়া না লাগে ও তাহার কোন ক্ষতি না করে, এই হেতুক তাম্রের পাত তাহার তলায় লিপ্ত করা যায়; পাক করিবার বড২ কড়া ও হাঁড়ি ইত্যাদি পাত্র সকল তাহা হইতে নির্ম্মিত হয় আর কোন অম্ল দ্রব্য কিম্বা জল যদি তাম্রের উপর কিছু ক্ষণ রাখা যায়, তবে তাহাহইতে বিষযুক্ত কলঙ্ক উঠে, এই হেতু অতি সাবধান হইতে হইবে ও সেই সকল পাত্রকে কলায় করিতে হইবে, আর ঘড়ীর কল ও নানা প্রকার যন্ত্র পিত্তল হইতে নির্ম্মিত হয়, এবং দৃষ্টিরোধক বস্ত্র ও জড়ানির কারণ পিত্তলের তার নির্ম্মিত হয় ইউ-রোপ খণ্ডের শুইডেন্ শাক্সনি ও গ্রেটব্রিটেন এবং আমেরিকা ইত্যাদি অংশে তাম্র উৎপন্ন হয়।

ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে অনেক২ উল্লেখিত বস্তু আছে তাহা পিত্তল ধাতু হইতে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহারদিগের মধ্যে দুই কিম্বা তিন বিষয়ে বিশেষরূপে মনোযোগ করিতে হইবে, প্রথমতঃ পিত্তলের সর্প যাহা মুসা প্রান্তরের মধ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ সর্প কি নিমিত্তে ও কাহার আজ্ঞাতে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা কি তুমি জান? ইস্রাএল লোকেরা পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করিলে ঈশ্বর অগ্নিবৎ

সর্পকে তাহারদিগের মধ্যে প্রেরণ করিযাছিলেন, তাহারা আসিয়া লোকদিগের অনেককে দংশন করিয়া মারিয়া ফেলিল তখন মুসা পরমেশ্বরকে আহ্বান করিলে পরমেশ্বর তাহাকে পিত্তলের এক সর্প নির্ম্মান করিয়া দণ্ডাগ্রে রাখিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, "তাহাতে যে কোন মনুষ্য সর্প দষ্ট হইল, সে ঐ পিত্তলের সর্পের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বাঁচিল"। (গণ ২১, ৯) এই পিত্তলের সর্পেতে কি বুঝা যায় তাহা আমরা অনাযাসে জানিতে পারি, কারণ আমাদিগের প্রভু যখন নিকদীমসের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন তৎসময়ে তিনি কহিলেন, "মুসা যেরূপ প্রান্তরে সর্পকে ঊর্দ্ধে উঠাইল, মনুষ্য পুত্রকে ও তদ্রূপ উত্থাপিত হইতে হইবে, তাহাতে যে কেহ তাঁহাকে বিশ্বাস করিবে সে বিনষ্ট না হইয়া অনন্ত পরমায়ঃ পাইবে"। (যো ৩, ১৫.) আর যে সর্প দণ্ডাগ্রে স্থাপিত হইল সে য়েশুর ক্রুশার্পিত হওনের দৃষ্টান্ত স্বরূপ; এবং যে ইস্রাএল লোকেরা ঐ সর্পকে দর্শন করিয়া অগ্নিবৎ সর্পের দংশন হইতে সুস্থ হইয়া রক্ষা পাইল তদ্রূপ যে ক্ষুদ্র পাপিরা য়েশুর প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তাহারা পাপ হইতে উদ্ধার পাইয়া চিরকাল বাঁচিবে। য়েশু কহেন "আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া পরিত্রাণ প্রাপ্ত হও"। (যিশ ৪৫, ২২.) কিন্তু দৃষ্টি করা তাহার অভিপ্রায় কি? য়েশু যে এই জগতে আসিয়া জীবন ধারণ করিলেন ও দুঃখভোগ করিলেন এবং মরিলেন, তদ্বিষয় নিশ্চিত জ্ঞান পাওয়া তাহা কেবল নহে বরং সর্প দষ্ট ইস্রাএল লোকেরা যদ্রূপ পিত্তলের

সর্পের প্রতি বিশ্বাসপূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া বাঁচিল, তদ্রূপ য়েশুতে প্রত্যয় ও বিশ্বাস কর। তিনি কেবল আমাদিগকে ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে শক্য ও ইচ্ছুক আছেন; ইহা জানিয়া তাঁহার প্রতি এইরূপ নম্রতাপূর্ব্বক প্রার্থনা কর যে "হে প্রভো, আমরা মরি, আমাদিগকে রক্ষা কর" হে প্রিয় বন্ধুগণ, ইহাতে বিশ্বাস ও "য়েশুর প্রতি দৃষ্টি কর"। তুমি কি তাঁহার প্রতি এইরূপ দৃষ্টি করিয়া থাক?

আবাসের ও মন্দিরের অনেক ২ দ্রব্য পিত্তল ধাতুহইতে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে হোমবেদি ও প্রক্ষালন পাত্র এবং কুণ্ড বিশেষরূপে উল্লেখিত আছে।

সেই পিত্তলবেদি আবাসের প্রাঙ্গণে ও প্রক্ষালনপাত্র পবিত্র স্থানের বাহিরদিকে স্থাপিত ছিল; বেদির উপরে হোম করা যাইত, এবং পাত্রে সকল ধৌত হইত; আর যাজকেরা যখন আবাসে প্রবেশ করিত, তৎসময়ে তাহারা ঐ পাত্রের জল হইতে পরিষ্কৃত ও পবিত্র হইত। (যাত্রা ৩০; ১৮, ১৯.) অপর যে প্রক্ষালনপাত্র ও ধৌতের বিষয় মূসা পুনঃ ২ আপন ব্যবস্থাতে আদেশ করিয়াছিলেন, সেই সকল ইস্রাএল লোকদিগের এক গুরুতর শিক্ষা হেতু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। পিত্তলের বেদির উপরে হোম ও সেই হোমে রক্ত প্রোক্ষণ, য়েশু খ্রীষ্ট ও তাঁহার বলিদানকে বুঝায়। পবিত্র আত্মা অন্তরস্থ মনকে যেরূপ পরিষ্কার করেন, ঈশ্বরাদিষ্ট ঐ প্রক্ষালনপাত্র ও জলও তদ্রূপ করে।

আমরা সকলে পাপী, পরমেশ্বরের ব্যবস্থা লঙ্ঘনকারী, এই জন্য দোষী অর্থাৎ তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন প্রযুক্ত আমরা তাঁহার শাস্তির অধীন, যে রূপ কোন মনুষ্য আপন দেশীয় ব্যবস্থা লঙ্ঘন প্রযুক্ত পৃথিবীস্থ বিচারকর্ত্তার দণ্ডের অধীন হইয়া থাকে, য়েশু আমারদিগের রক্ষাহেতু সকল শাস্তি আপনার উপরে লইলেন ও মরিলেন, এবং আপন বশীভূততার দ্বারা আমারদিগের জন্যে এক পুরস্কার উপার্জন করিলেন। অতএব যে সকল পাপী আপনারদিগের পাপ প্রযুক্ত খেদিত হইয়া, তাঁহাতে বিশ্বাস করিবে, তাহারা যে কেবল নরক হইতে উদ্ধার পায়, তাহা নহে, বরং য়েশুর যাথার্থিকতা প্রযুক্ত স্বর্গে যাইতেও উপযুক্ত হয়; তাহারা পাপ হইতে মুক্ত ও তাহার অনুরোধ পুণ্যবানরূপে গণিত হয়; অধিকন্তু আমরা ঈশ্বরাজ্ঞা লঙ্ঘন প্রযুক্ত পরমেশ্বরের দৃষ্টিগোচরে দোষী হইয়াছি কেবল নহে, বরং স্বভাবতঃ অপরিষ্কৃতও আছি. আর যদ্যপিস্যাৎ আমরা আজ্ঞা লঙ্ঘন দোষ হইতে মার্জ্জিত হইয়া পুণ্যবান গণিত হই এবং এই অপরিষ্কৃত স্বভাব বিশিষ্ট স্বর্গেতে বাস করিতে পাই, তথাচ আমরা তৎস্থানে সুখী হইতে পারিব না, কারণ এই পাপিষ্ঠ স্বভাব নির্ম্মল ও পবিত্র বিষয় ভোগ করিতে পারে না, এতন্নিমিত্তে পবিত্রআত্মার দ্বারা আমারদিগের স্বভাব পরিবর্ত্তন ও নূতনীকৃত হওয়া আবশ্যক, য়েশু আমারদিগের জন্যে আপন কর্ম্ম সকল নিষ্পন্ন করিয়াছেন, এ কারণ তাঁহার প্রতি বিশ্বাস করিলে তাঁহার রক্ত আমাদিগকে পাপ হইতে পরিষ্কার করিতে ও দণ্ড

হইতে মুক্ত করিতে সক্ষম, এবং তাঁহার বশীভূততা আমারদিগকে স্বর্গ প্রদান করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু আমাদিগকে স্বর্গের উপযুক্ত জন করিতে পবিত্রআত্মার কর্ম্ম, তিনি আমারদিগের অন্তরে কর্ম্ম সমাধা করিতেছেন।

অপর আবাসের মধ্যে স্থিত যে প্রক্ষালনপাত্র ও জল ও প্রোক্ষণ ইত্যাদি দৃষ্টান্ত সুসমাচারোক্ত ইস্রাএল লোকদিগের জ্ঞাপনার্থে তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তোমরা পরস্পর আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে তোমরা সকলে অন্তঃকরণের সহিত পরিষ্কৃত হইয়াছ কি না, যদ্যপিস্যাৎ না তবে স্বর্গে যাইতে পারিবে না।

আমি এক্ষণে তোমাকে প্রান্তরস্থিত আবাস ও যিরুশালমস্থিত মন্দির ইত্যাদির বিষয় না কহিয়া, অন্য এক স্বতন্ত্র বিষয় অর্থাৎ বাবিলন নগরের বিষয় কহি, তাহার বিবরণ ধর্ম্মপুস্তকের অন্যস্থলে লিখিত আছে, ও তাহা পিত্তল ধাতু হইতে নির্ম্মিত ছিল। বাবিলন নগর অতি বৃহৎ ও পরাক্রমশালি ছিল, তাহার প্রাচীর অতি উচ্চ ও প্রশস্ত, এবং ফরাত নদী তাহার মধ্য দিয়া গমন করিত, আর তাহার দুই পার্শ্বস্থ প্রাচীরের মধ্যে পিত্তলকপাট ছিল, এবং তাহা ঈদৃশ দৃঢ় ছিল যে কোন শত্রু তাহা ভাঙ্গিতে পারিত না, কিন্তু বাবিলন দেশস্থ লোকেরা আপনারদিগের দুষ্টতা প্রযুক্ত ও যিহুদা হইতে আগত বন্দী লোকদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রযুক্ত পরমেশ্বরকে অতিশয় ক্রোধান্বিত করিয়াছিল, এ কারণ পরমেশ্বর যিশায়িয়ের দ্বারা ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়াছিলেন যে পিত্তলের বৃহৎ ২ কপাট সকল মুক্ত হইবে

এবং ঐ পরাক্রান্ত নগর শত্রু কর্তৃক দমিত হইবে, এই সকল পারস্য দেশের রাজপুত্র খস্র করিবেন ইহা পরমেশ্বর প্রকাশ করিলেন। "পরমেশ্বর আপন অভিষিক্ত খস্রের বিষয় এই কহেন, আমি তোমার দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিয়া তোমার সম্মুখে অন্যদেশীয়দিগকে পরাস্ত করিব ও রাজাগণের কটির বন্ধন মুক্ত করিব, ও দুই কপাটবিশিষ্ট দ্বার মুক্ত করিব, পরে সে দ্বার আর বদ্ধ হইবে না। আমি তোমার অগ্রে যাইয়া উচ্চ নীচ পথ সমতল করিব, ও পিত্তলের কপাট ভগ্ন করিব ও লৌহ হুড়কা ছেদন করিব"। (যিশ ৪৫; ১, ২.)

খস্র জন্মিবার অনেক শত বৎসর পূর্ব্বে এই বাক্য প্রকাশ হইয়াছিল, পরমেশ্বরের বাক্য সত্য এবং তাহা যিশিয়ের কথানুসারে সিদ্ধ হইল; খস্র রাজা করাত নদীর দ্বার মুক্ত করিয়া, তাহার জল সকল নির্গত করিলেন, এবং তৎপরে তিনি ও তাহার সৈন্যদল ঐ শুষ্ক পথ দিয়া সেই নগর মধ্যে প্রবেশ করিল, ও তাহা লইল, এবং ঐ রাত্রিতে বাবিলন দেশের রাজা বেলশাস্সরও হত হইলেন।

আমরা এই উপাখ্যান হইতে কি শিক্ষা পাইতে পারি?

তাহা হইতে আমরা পরমেশ্বরের শক্তি ও মনুষ্যের দুর্ব্বলতা জানিতে পাই। পরমেশ্বরের শত্রু সকল সহস্র গুণ অধিক বলবান্ হইলেও কখনো তাঁহাকে প্রতিরোধ করিতে পারে না। পিত্তলের কপাট ও দৃঢ় প্রাচীর, এবং অস্ত্রধারী যোদ্ধা সকল, আর শয়তান ও যে সকল মন্দ

আত্মাদিগকে তিনি ঈশ্বরের প্রতিকূলে যুদ্ধ ও তাঁহার লোক-দিগকে পরীক্ষা করিতে প্রেরণ করে, সে সকলেই সর্ব্বশক্তি-মান্ ঈশ্বরের সাক্ষাৎ হইতে পলায়ন করে। আর যদি আমরা উত্তম ন্যায্য কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক ও চেষ্টিত হই, তবে ইহা হইতে আমরা সাহস পাইতে পারি। আমাদের সকলের দুঃখ, বিপদ ও পরীক্ষা আছে। হে প্রিয় সন্তানগণ, তোমরাও এই বিষয় কিছু জানিয়া থাকিবে। আর যদি তোমার-দিগকে কেবল নিজ বলেতে যুদ্ধ করিতে হইত তবে তোমরা কি করিতা? তোমরা শীঘ্র পরাস্ত হইতা। কিন্তু ঈশ্বর আপন সাহায্য দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তিনি আপন লোক-দিগের সহায় হইয়া তাহাদের নিমিত্তে যুদ্ধ করেন, ও তাহা-দিগকে রক্ষা করেন। তোমরা সকল বিপদেও ক্লেশে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া আহ্বান কর, তাহা হইলে "তোমাদিগকে প্রেম করিতেছেন যে ঈশ্বর তাঁহার দ্বারা তোমরা সর্ব্বতো-ভাবে জয়ী হইবা"।

ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে কতক দ্রব্য আছে, যাহা পিত্তলের সহিত উপমা দেওয়া গিয়াছে। ইস্রাএল লোকদিগের প্রতি কথিত ছিল, যে তাহাদের "কপাল পিত্তলের ন্যায়।" (যিশ ৪৮; ৪.) ইহার অর্থ এই, যে তাহারা অতি অবাধ্য ও রাজদ্রোহী এবং পরমেশ্বরের আজ্ঞা তুচ্ছকারী ও তাঁহার প্রত্যাদেশ ও শাসনের ঘৃণাকারী। অবাধ্যতা এক মহৎ পাপ; আর সমস্ত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া সরল পথে গমন করিতে প্রতিরোধ ও বিবাদ করা এবং মন্দ পথে যাইতে

মনস্থ করা, দুষ্টের ও মূর্খের কর্ম্ম। কোন বিষয়ে মনস্থির করা ন্যায্য ও কর্ত্তব্য। ঈশ্বর আমাদিগকে যাহা করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন, ও যাহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ের আদেশ শুনিতে আমরা অতি নিশ্চিত ও স্থিরমনা হইতে পারি না, একারণ যখন আমরা ঈশ্বরের পথে থাকি, তখন কোন বিধায়ে ভীত না হইয়া, ও তাহাতে সম্মত না হইয়া সাহসপূর্ব্বক অগ্নি প্রস্তরের ন্যায় আমাদের মুখ করা কর্ত্তব্য। হে প্রিয় বন্ধুগণ তোমরা এই বিষয়ের ভেদাভেদ বিবেচনা করিয়া দেখ; এবং পিত্তল কপাল রূপ যে রাজদ্রোহ ও অনাজ্ঞাবহতা, ও পাপ কর্ম্মে স্থিরতা ইত্যাদি বিষয়ে সাবধান হও, আর পরমেশ্বরের পথে গমন করিতে ও ন্যায্য কর্ম্ম করিতে "অগ্নি প্রস্তরের সদৃশ" সাহসপূর্ব্বক মুখ করিতে প্রস্তুত হও। ভ্রাতৃপ্রেমরহিত যে ধর্ম্ম তাহা শব্দকারক পিত্তল সহিত তুলনা দেওয়া গিয়াছে। সাধু পৌল কহেন "মনুষ্যদের কিম্বা স্বর্গীয় দূতগণের ভাষা কহিতে পারিলেও, যদি প্রেম না থাকে, তবে আমি কেবল শব্দকারী ভেরী ও কাংস্যের করতালী স্বরূপ হই"। (১ ক ১৩; ১.) তুমি কি এই বাক্যের অর্থ বুঝিতে পার?

জগতের মধ্যে অনেক লোক আছে, যাহারা ধর্ম্মের বিষয় অধিক জানে ও তদ্বিষয়ে কথোপকথন করে এবং মৌখিক প্রেম করিয়া থাকে, কিন্তু সত্য প্রেম তাহাদিগের অন্তঃকরণ স্পর্শ করে না। এমত লোকেরা "কাংস্যের করতালী স্বরূপ," যেহেতুক তাহাদিগের ধর্ম্ম,

নিরর্থক কর্ম্মরহিত শব্দমাত্র ও মৌখিক। সত্য ধর্ম্মে অনেক প্রভেদ আছে; তাহা অন্তঃকরণ হইতে উৎপন্ন হইয়া, আচার ব্যবহারে প্রকাশ পায়, যেমন আমাদিগের প্রভু বলেন "তোমরা ফলদ্বারা তাহাদের পরিচয় পাইবা।" (ম ৭; ২০.) এই ফল প্রেম হইতে উৎপন্ন হয়, প্রেম ঈশ্বর হইতে হয়, এবং সেই প্রেমের দ্বারা আমরা আপনাদিগের চতুর্দ্দিক্স্থিত লোকদিগকে প্রেম করিতে পারি।

তুমি জান যে ঈশ্বর যখন মূসাকে আবাসের ও পুরোহিতের কর্ম্মের বিষয় আদেশ করিয়াছিলেন, তৎসময়ে তিনি হারোনের বস্ত্রের বিষয় বিশেষরূপে কহিয়াছিলেন, যে হারোন ঐশ্বর্য্যের ও শোভার নিমিত্তে পবিত্র বস্ত্র পরিধান করিবে, আর সেই সকল বস্ত্রের মধ্যে এক বস্ত্র যাহার অধোভাগের চতুর্দ্দিকে ঘণ্টা ও দাড়িম্বফলের এক ছবি ঝুলান ছিল " এবং আঁচলার উপরে চতুর্দ্দিকে মূর্ত্তি, ও দাড়িম্ব থাকিবে আর "হারোন ঈশ্বরের সেবা করণ সময়ে তাহা পরিধান করিবে, সে যখন পরমেশ্বরের সম্মুখে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিবে ও সেখান হইতে যখন বাহির হইবে তখন তাহার শব্দ শুনা যাইবে।" (যা ২৮; ৩৬.)

এই বাক্যের কোন অর্থ আছে কি না তাহা কি তুমি কখন বিবেচনা করিয়াছিলা?

আমি বোধ করি তাহার এক অর্থ আছে এবং যে বিষয় আমি তোমাকে ব্যাখ্যা করিয়া বলি তদ্বিষয় আরো

অধিক বুঝিতে তোমাকে সাহায্য করি। হারোন এক যাজক ছিল, সেই রূপ পরমেশ্বরের লোকেরাও যাজক, যেহেতুক তাহারা ঈশ্বরের নিকটে পারমার্থিক বলিদান রূপ প্রার্থনা ও প্রশংসা উৎসর্গ করিয়া থাকে, তাহারা পবিত্র বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইবে, ও সমস্ত মনুষ্যেরা নিকটবর্ত্তী দর্শন করিবে। যখন হারোন আপন পবিত্র বস্ত্র পরি-ধান করিয়া আবাসে প্রবেশ করিত, তাহার বস্ত্রের ঘণ্টায় শব্দ হইত এবং শব্দের দ্বারা সকলে জানিতে পারিত, যে তিনি কে এবং কি করিতেছেন; এতদ্রূপে ঈশ্বরের লোকদিগকেও পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহারা খ্রীষ্টের প্রতি প্রেম স্বীকার করিবে, ও তাহাব ধর্ম্ম স্বীকার করিতে লজ্জিত হইবে না। খ্রীষ্ট কহেন " যে কেহ আমাকে কিম্বা আমার কথায় লজ্জাস্পদ জ্ঞান করে, মনুষ্যপুত্র ও সেই ব্যক্তিকে লজ্জাস্পদ জ্ঞান করিবে।" (মা ৮, ৩৮.)

খ্রীষ্টকে স্বীকার করা আমারদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, সাধু পৌল কহেন পরিত্রাণের জন্যে মুখে স্বীকার করিতে হয় (রো ১০; ১০.) অধিকন্তু হারোনের বস্ত্রে ঘণ্টা ও দাড়িম্ব ছিল, এই পরমেশ্বরের লোকদিগের মুখে স্বীকার ও ব্যবহারে ধর্ম্মের ফল প্রকাশ করিতে হইবে। তাহারা যে কেবল খ্রীষ্টীয়ান বলিয়া স্বীকার করিবে তাহা নহে, কিন্তু খ্রীষ্টীয়ানদিগের সদৃশ আচরণ করিতে হইবে। এবং যে কেবল ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান পাইলে হয় তাহা নহে কিন্তু অন্তঃকরণের সহিত তাঁহাকে প্রেম করিতে হইবে নচেৎ তাহারদিগের ধর্ম্ম "কাংস্যের করতালী স্বরূপ।"

এই ধাতু বিষয়ে আর একটি উপমা দি। যখন প্রেরিত য়োহন প্যাত্মস নামক দ্বীপে প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের বিষয়ে এক দর্শন পাইলেন তিনি তাঁহার বিষয়ে এই লিখেন "ছাপ-রের পরিষ্কৃত সুপিত্তলের ন্যায় তাঁহাব চরণ"। (প্র১ ; ১৫) সেই স্থানে খ্রীষ্ট, স্বীয় গৌরব ও পরাক্রম ও শক্তি য়োহ-নকে দেখাইবার কারণ, এই সকল করিলেন। পিত্তলের চরণ ইহার অর্থ শক্ত চরণ যাহা দিয়া শত্রুকে মর্দ্দন ও ধ্বংস করিতে পারা যায়। যাহারা য়েশুর প্রতিবাদী ও তাঁহার দয়া ও প্রেম স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক, তাহাদিগকে তিনি আপন শক্তি ও দণ্ডের দ্বারা বশীভূত করিবেন। হে প্রিয় বন্ধুগণ, এই এক ভয়ঙ্কর বিষয়। কিন্তু তিনি যেমন ধ্বংস করিতে ক্ষমতাপন্ন সেই মত রক্ষা করিতেও সক্ষম হয়েন। তিনি দয়াতে ও শক্তিতে পরিপূর্ণ, যদি তোমরা পরমেশ্বরেতে প্রত্যাশা কর তবে ইহকালে ও পরকালে রক্ষা পাইবা।

বিদেশীয় ভাষায় জ্ঞানোপার্জ্জন।

গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে বিদেশীয় ভাষাদ্বারা সুজ্ঞানকে এক বৃক্ষের ন্যায় অতিযত্নপূর্ব্বক রোপণ করিলে যদি তত্রত্য ভূমি প্রশস্তরূপে উর্ব্বরা না হয় তবে তথায় পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানবৃক্ষের অঙ্কুর কখনো নির্গত হইবেক না। বিজ্ঞবর

শ্রীযুত ডাক্তর জানসন সাহেব লিখিয়াছেন যে অনুভব চিকিৎসকেরা কদাচিৎ সংপূর্ণ বিজ্ঞরূপে প্রতীত হইতে পারে এবং কোন দেশীয় ভাষা শোধন পূর্ব্বক পরিষ্কৃতা না হইলে তত্তদ্দেশীয় লোকেরা কখনই বিজ্ঞগণসমাজে উপস্থিত হইতে পারগ হয় না।

[জ্ঞানান্বেষণ—ইং সন ১৮৪০]

সাগরের মেলা।

সাগর উপদ্বীপের যে স্থানে চৌদ্দশত বৎসর হইল এক পুরাতন মন্দির আছে, প্রতিবৎসর দিসেম্বর মাসের মধ্য সময়ে ঐ স্থানে অনেক ক্ষুদ্র নৌকা একত্র হয়। ঐ মন্দিরেতে এক প্রতিমূর্ত্তি আছে তাহাকে সকলে কপিল মুনির প্রতিমূর্ত্তি বলে এবং রামায়ত প্রভৃতি অন্যান্য সন্ন্যাসিরা তাহাকে অতি মান্য করে। ইংগ্লাজি ৪৩৭ বৎসরের পর ঐ মন্দির প্রস্তুত হয়, জয়পুর দেশীয় রাজার গুরু আসিয়া তাহাতে ঐ প্রতিমূর্ত্তি রাখেন, তাহার পরে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ মন্দিরে যে সকল সম্পত্তি হইয়াছিল রামানন্দ নামক জয়পুরের এক গুরু তাহা পাইয়াছিলেন, এবং ঐ রাজগুরুর লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে সোহানন্দ নামক রাজগুরু অধিকারী হইয়া মন্দির দর্শনার্থ আসিয়া সাম্বৎসরিক মেলার পর কলিকাতাতে আসি-

লেন এবং ঐ মন্দিরের উৎপন্ন টাকার মধ্যে প্রতিবৎসর সাত আখড়াতে সাতশত টাকা লিখিয়া দিলেন, তাহা দিয়া যাহা থাকিবে তাহাতে মন্দিরের মেরামত হইবে, ঐ সাত আখড়ার নাম এই যে দিগম্বর খাকী, সন্তখি, নির্ম্মাহ, নীরভেনি, মহানীর, ভেনি, নিরালম্বী।

[জ্ঞানান্বেষণ—ইং সন ১৮৩৭]

সম্মিলিত শরীর দুই বালক।

পারিস নগরে ফ্রান্সীয় ভাষাতে চিকিৎসা বিষয়ে যে মাসিক পুস্তক প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহাতে এক বিখ্যাত চিকিৎসক শ্যামদেশীয় দুই যমজ বালকের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহারদিগের শরীরের আকার ভিন্ন কিন্তু একত্র জোড়া আছে, ঐ দুই বালক পাঁচফিট দীর্ঘ এবং শরীরের অবয়বাদিও চালাক বটে এবং দৌড়িতে ও শীঘ্র চলিতে পারে আর এক জন মনুষ্যের ন্যায় সন্তরণ করে। তাহারদিগের দিব্য জ্ঞান আছে এবং ইংরাজি ভাষা বিলক্ষণ কহিতে পারে, কিন্তু পরস্পর দেশীয় ভাষায় কথা কয় না; এ কারণ তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। তাহারদিগের সঙ্গে দুই২ ব্যক্তি এককালীন কথা কহিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু দুই মুখে দুই লোকের সঙ্গে কথা কহিতে পারে না, এক জনের প্রতি চাহিয়া কথা কহে। আমেরিকাতে একবার তাহারদিগের জ্বর হয়, তাহাতে দুই জন

সমান পীড়া পাইয়া এককালে ভাল হইল। তাহারা দুই জনে এক সামগ্রী এবং এক লোক ভালবাসে ক্ষুধা তৃষ্ণা একেবারেই দুই জনের হয় আর নিদ্রা হইলে এক জনের চৈতন্যেতেই দুই জন চেতনা পায়, এবং একের গমনেতেই অন্য গমন করে, তাহাতে দুই জনের এক প্রকার ইচ্ছা জ্ঞান হয়, এবং পরস্পর রাগারাগি নাই, আহারাদি করণ কালে এক ইচ্ছাতে দুইজনে করে।

যদি কেহ তাহাবদিগের শরীরের যোগ ভিন্ন করিতে চায়, তবে তাহারা সম্মত হয় না, এবং তাহারা বলে যুক্তাঙ্গ হইয়া যেরূপ সুখে আছি ভিন্নাঙ্গ লোকেরা এরূপ সুখী নহে।

[জ্ঞানান্বেষণ—ইং সন ১৮৩৭।]

ধর্ম্মপুস্তকীয় লৌহের বিষয়।

লৌহ সকল ধাতু অপেক্ষা অধিক ব্যবহার্য্য, ইহা পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে পাওয়া যায়। ইহা প্রকৃত অবস্থায় অন্য ২ বস্তুতে মিশ্রিত থাকে, ইহাকে পৃথক করিবার জন্যে উত্তপ্ত অগ্নিতে রাখা যায়, এবং দ্রব হইলে পর ইহা অপরিষ্কৃত দ্রব্য হইতে পৃথক হয়।

লৌহ পূর্ব্বকালে জ্ঞাত ও ব্যবহার্য্য ছিল, আর ইহা কৈনান দেশে অধিকাংশ উৎপন্ন হইত; মুসা কৈনান দেশের বিষয় কহেন "যাহার প্রস্তর সকল লৌহ"। (দ্ব ৮; ৯.)

লৌহ হইতে অনেক দ্রব্য নির্ম্মিত হয়, কিন্তু এক্ষণে সে সকল উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই, কেবল যৎকিঞ্চিৎ মাত্র কহি। ভূমি সকল খুদিয়া চাস করণের নিমিত্তে কোদালি ও লাঙ্গল ইত্যাদি অস্ত্র লৌহদ্বারা নির্ম্মিত হয়, আর যান ও যন্ত্র এবং জাহাজ ইত্যাদিতেও লৌহের ব্যবহার হয, এবং গৃহের মধ্যে ও বাহিরে যে সকল যন্ত্র আমরা ব্যবহার করি, তাহা লৌহ নির্ম্মিত। ইহাও তুমি স্মরণে রাখিবে যে ইস্পাত হইতে যে সকল দ্রব্য হয়, তাহা লৌহ নির্ম্মিত। ইস্পাত শব্দের অর্থ দৃঢ়ীকৃত লৌহ, অতএব লৌহ ব্যতিরেকে কি পর্য্যন্ত আমাদিগের ক্ষতির সম্ভাবনা তাহা বলিতে পারা যায় না, পরমেশ্বর আমাদিগের জন্যে যে এত অধিক লৌহ প্রস্তুত করিয়াছেন, তন্নিমিত্তে তাঁহার ধন্যবাদ করা আমারদিগের কর্ত্তব্য।

লৌহ এক ঘোর পাংশুবর্ণ ধাতু। ইহা অন্য ২ ধাতু সদৃশ আটাল, শক্ত, দ্রবণীয়, ও আহননীয় এবং বিস্তারণীয। ইহা স্বর্ণ অপেক্ষাও বিস্তারণীয়, ইহাতে চুলের সদৃশ সূক্ষ্ম তার প্রস্তুত করা যায়। ইহা টিন ধাতু ব্যতীত অন্য ২ ধাতু অপেক্ষা অল্পভারি এবং ইহাকে ইস্পাত করিলে ইহাতে স্থিতিস্থাপকতা গুণ হয় অর্থাৎ ইহাকে টানিলে বাড়ে ও ছাড়িয়া দিলে পূর্ব্বের অবস্থা গ্রহণ করে, খড়্গ সূক্ষ্ম ইস্পাতে নির্ম্মিত, একারণ তাহা মুচড়াইলে ভগ্ন না হইয়া বরং বক্র হয়।

ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে অনেক ২ বস্তু উল্লেখিত আছে যাহা লৌহ নির্ম্মিত ছিল। আমরা বিচারক বিবরণে

পাঠ করি যে, যাবিন নামক কৈনান দেশের রাজার বৃহৎ লৌহময় রথ ছিল, তাহা দেখিয়া ইস্রাএলের লোক সকল ভীত হইয়াছিল। কোন ২ যোঁয়ালি এবং ডাঙ্গশও লৌহ নির্ম্মিত ছিল।

অপর যিরিমিয়ের ২৮ অধ্যায় ১৪ পদে আমরা পাঠ করি যে ঈশ্বর ভবিষ্যদ্বক্তাকে লৌহের যোঁয়ালি প্রস্তুত করিয়া কৈনান দেশের রাজাদের নিকটে বিশেষতঃ যিহুদার রাজা সিদিকিদের নিকটে প্রেরণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। ভবিষ্যদ্বক্তার প্রতি কি নিমিত্তে এতাদৃশ আজ্ঞা হইল এবং ঐ যোঁয়ালির বা অর্থ কি? তুমি জান, যোঁয়ালি যন্ত্র বলদের স্কন্ধের উপর দিয়া হাল চলান যায়। যোঁয়ালির অধীন হওয়ার অর্থ বশীভূত অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বের অধীন হওয়া, যেমন বলদ স্কন্ধের উপর যোঁয়ালি রাখিয়া আপন কর্ত্তার কি না সারথির অধীন হয়, তদ্রূপ রাজারদের নিকটে যে যোঁয়ালি পাঠান গিয়াছিল তাহার অর্থ এই, যে তাহারা বাবিলন দেশের মহা-রাজ নিবুখদনিৎসরের অধীনে কিম্বা দাসত্বে থাকিবে; সেই সকল যোঁয়ালি লৌহ নির্ম্মিত ছিল, অর্থাৎ তাহারদিগের উপর তাহার কর্ত্তৃত্ব অতি কঠিন ও ক্লেশ-দায়ক হইবে। ঈশ্বর সিদিকিয়ের নিকটে এক দূত প্রেরণ করিয়া কহিলেন "তোমরা বাবিলীয় রাজার যোঁয়ালিতে আপন ২ স্কন্ধ দিয়া তাহার বশীভূত হও" পরমেশ্বরের আজ্ঞা এই যে লোকেরা স্থির হইয়া নিবুখদনিৎসরের ঐ কঠিন আজ্ঞার বশীভূত হউক।

ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন প্রযুক্ত যিহুদীয় লোকেরা শাস্তির কারণ বাবিলন দেশের রাজার অধীন হইয়াছিল। ইহাতে আমরা জানিতে পাই, যে পাপ করিলে শাস্তি ভোগ করিতে হয়। কিন্তু যে যোঁয়ালির বিষয় এই স্থানে কথিত হইল তাহা হইতে তোমরা অন্য এক ব্যবহারযোগ্য শিক্ষা পাইতে পার। আমরা সকলে স্বভাবতঃ আপনাদিগের ইচ্ছা ও রীতিবর্ত্ম স্বাধীনতা ভাল বাসি, কিন্তু আমরা যে সর্ব্বদা আপনাদিগের ইচ্ছানুসারে ঐ মত কর্ম্ম করিব তাহা যুক্তিসিদ্ধ নহে, আমাদিগের উচিত ও কর্ত্তব্য যে আমরা অধীনতায় থাকি। ধর্ম্মপুস্তক আমাদিগকে বশীভূত হইতে বলিতেছে, যুবকেরা আপনারদিগের পিতামাতার অধীন হইবে, "হে বালকগণ পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে তোমরা পিতা মাতার আজ্ঞাবহ হও, কেননা ইহা উপযুক্ত"। (ইফি ৬, ১.) দাসেরাও আপন ২ প্রভুদের বশীভূত হইবে, "হে দাস সকল তোমরা আপন ২ ঐহিক প্রভুদের আজ্ঞাবহ হও"। (ইফি ৬, ৫.) প্রজারা আপন ২ রাজাদিগের ও শাসন কর্ত্তৃদিগের অধীন হইবে। আর আমরা রাজা ও রাণী, যাহাদিগকে ঈশ্বর আমাদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে দিয়াছেন, তাহাদিগকে সম্ভ্রম করিতে আজ্ঞা পাইয়াছি, অতএব শাস্ত্র সিদ্ধ কর্ত্তৃত্বের প্রতিরোধ করিলে মহাপাপ হয়। সাধু পিতর কহেন, "মনুষ্যের স্থাপিত যে ২ শাসন পদ আছে তোমরা প্রভুর নিমিত্তে সেই সকলের বশীভূত হও"। (১ পি ২; ১৩.) এবং পৌল কহেন, "যে জন

শাসন পদের বিরুদ্ধ আচরণ করিয়া থাকে, সে ঈশ্বরের নিরূপিত আজ্ঞার বিরুদ্ধ আচরণ করে (রো ১৩; ২.)

হে প্রিয় বালকগণ, তোমরা এই সকল স্মরণে রাখ, এবং তোমাদের পিতা, মাতা ও শাসনকর্ত্তৃদের বশীভূত হইতে কঠিন বোধ করিও না। তোমরা শৈশবে আপনাদিগকে সত্য পথে চালাইতে অপারক সুতরাং তোমাদের পক্ষে এক মঙ্গলের বিষয় এই যে ঈশ্বর তোমাদিগকে শিক্ষা ও সত্য পথে গমন করাইতে তোমারদিগের উপরে দয়ালু শিক্ষক ও জ্ঞানি বন্ধুকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

এই যোঁয়ালি ব্যতীত আর এক যোঁয়ালি আছে, তাহার অধীনে আমাদিগের থাকা কর্ত্তব্য। সেই যোঁয়ালি খ্রীষ্টের যোঁয়ালি। যেশু কহেন "আমার যোঁয়ালি আপনাদের উপরে ধরিয়া লও এবং আমার স্থানে শিক্ষা কর"। (ম ১১, ২৯.) এই যোঁয়ালির অর্থ কি?

তাহার অর্থ এই যে তাঁহার বশীভূত হওয়া ও তাঁহার নিকটে শিক্ষা করা, এবং নির্ব্বিরোধে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞা পালন করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। এই যোঁয়ালি সহজ। আমরা সকলেই স্বভাবতঃ পাপের ও শয়তানের যোঁয়ালির অধীন আছি, ইহা অতি কঠিন ও ক্লেশদায়ক ও লৌহ নির্ম্মিত যোঁয়ালি সদৃশ, কারণ শয়তান অতিকঠিন কর্ত্তা। কিন্তু যেশু প্রেমে ও নম্রতাতে পরিপূর্ণ: তিনি আমাদিগকে পাপের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া আপন শিক্ষার অধীনে রাখিবেন, তাহাতে আমরা জানিতে পারিব যে, "তাঁহার যোঁয়ালি সহজ ও তাহার ভার লঘু।"

হে প্রিয় বালকগণ, তোমরা কি এই যোঁয়ালি লইতে ইচ্ছা কর ?

যিরিমিয় কহেন "যৌবনাবস্থাতে যোঁয়ালি বহন করা মনুষ্যের ভাল।" (বিল ৩, ২৭.) হে বালকগণ, তোমাদের পক্ষে আরো ভাল হয়, যদি তোমরা এই রূপে য়েশুর বশীভূত হও, তবে তিনি তোমাদিগকে গুরুতর ভার হইতে রক্ষা করিবেন, এবং যদবধি তোমরা তাঁহার যোঁয়ালি বহন কর "তোমরা আপন ২ মনেতে বিশ্রাম পাইবা।"

ধর্ম্মপুস্তকে খ্রীষ্টের শক্তি ও কর্ত্তৃত্ব লৌহদণ্ডের সহিত তুলনা দেওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় গীতে আমরা পাঠ করি "তুমি লৌহদণ্ডের দ্বারা তাহাদিগকে আঘাত করিবা।" সেই লৌহদণ্ডের অর্থ এই যে, যাহারা খ্রীষ্টের বশীভূত হইতে স্বীকার না করিবে ও তাঁহার সদয় আহ্বান গ্রহণ করিতে মনোযোগ না করিবে, তাহাদিগের উপর তিনি পরাক্রম ও দণ্ডের সহিত কর্ত্তৃত্ব করিবেন। শীঘ্র কিম্বা বিলম্বে সকলেই য়েশুর বশীভূত হইবে, অর্থাৎ ইহকালে তাঁহার সহজ যোঁয়ালির অধীন, কিম্বা পরকালে তাঁহার লৌহদণ্ডের অধীন হইয়া বশীভূত হইবে। যাহারা তাঁহার স্বীকৃত দাস, তাহারা তাঁহার সহিত তাঁহার রাজ্যে রাজত্ব করিবে; এবং যাহারা এক্ষণে তাঁহার শক্তিদ্বারা পাপ ও শয়তানের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইতেছে, য়েশু যখন রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু হইয়া আসিবেন, তৎসময়ে তাহারা তাঁহার সহিত রাজ্যভোগ করিবে। তিনি কহেন, "আমি যেমন জয় করিয়া পিতার সহিত তাঁহার

সিংহাসনে উপবেশন করিলাম, তদ্রূপ যে জন জয় করে আমি তাহাকে আমার সহিত সিংহাসনে বসিতে দিব"। (প্র ৩, ২১)

হে প্রিয় বন্ধুগণ, তোমরা ইহাদিগের মধ্যে কোন্‌টি মনোনীত কর - খ্রীষ্টের আজ্ঞাবহ বশীভূত দাস হইয়া পরকালে তাঁহার সুখি ও যশস্বী প্রজা হইতে বাঞ্ছা কর, কিম্বা রাজদ্রোহী প্রজা হইয়া পরকালে তাঁহার শত্রুদের সহিত শাস্তিভোগ করিতে বাঞ্ছা কর। ধর্ম্মপুস্তকে দৃষ্টান্ত কথার মধ্যে অনাজ্ঞাবহ দাসদিগের প্রতিকূলে কি কহা গিয়াছে, তাহা স্মরণ কর. "কিন্তু আমার কর্ত্তৃত্বের বশে থাকিতে অসম্মত যে আমার শত্রুগণ, তাহাদিগকে আনিয়া, আমার সাক্ষাত সংহার কর"। (লু ১৯; ২৭)

আমরা ধর্ম্মপুস্তকের ধাতু বিষয়ক শিক্ষার আর একটি উপমা দিয়া ইহা সমাপ্ত করি। মূসা যখন ইস্রাএলের দ্বাদশ গোষ্ঠীর উপর আশীর্ব্বাদ করিতেছিলেন, তৎসময়ে তিনি আশারের প্রতি এই কহিয়াছিলেন, "তোমার পাদুকা লৌহময় ও পিত্তলময়" হইবে, এবং সময়ানুসারে তোমার শক্তি হইবে"। (দ্বি ৩৩, ২৫.) ইহার প্রথম অর্থ এই যে আশারের বংশ কৈনান দেশের যে অংশে বসতি করিবে, তাহা লৌহে ও পিত্তলে পরিপূর্ণ হইবে, ঐ বংশের লোকেরা ঐ সকল ধাতু তথা হইতে খুদিয়া লইবে। ইহার দ্বিতীয় অর্থ এই, মূসা জানিয়াছিলেন, যে আশারের বংশের জয় করিবার সময় অনেক শত্রু ও বিস্তর বিপদ হইবে। তাহাদিগকে

ঈশ্বর ঐ সকল শত্রু হইতে সর্ব্ব সময়ে রক্ষা করিতে ও ঐ সকলকে তাহাদের বশীভূত করাইতে ইচ্ছুক ছিলেন, ও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এতন্নিমিত্তে তিনি কহিলেন "সময়ানুসারে তোমার শক্তি হইবে"। আশারের ন্যায় এক্ষণেও ঈশ্বরের লোকদের যুদ্ধ করণ যোগ্য অনেক আত্মিক শত্রু আছে, যথা জগৎস্থ লোক ও শয়তান এবং তাহাদের নিজ পাপিষ্ঠ মনঃ, "যেহেতুক আমরা কেবল রক্ত মাংস বিশিষ্টদিগের সহিত যুদ্ধ না করিয়া এই সংসার সম্বন্ধীয় অন্ধকারের প্রধান ও পরাক্রমী জগৎপতিদের অর্থাৎ আকাশস্থ পাপাত্মাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিতেছি"। (ইফি ৬; ১২.) তাহারা কি প্রকারে এই সকল শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিবে? সাধু পৌল কহেন "দুঃসময়ে যেন তাহার আক্রমণ নিবারণ পূর্ব্বক সকলকে জয় করিয়া অটল হইয়া থাকিতে পার, এতন্নিমিত্ত ঈশ্বরদত্ত তাবৎ সজ্জাতে সজ্জীভূত হও"। এবং কি প্রকার অস্ত্র ধারণ করিবে, তাহার বিষয় তৎপরে বলেন. "সত্যতারূপ কটিবন্ধনীতে কটিবন্ধন করিয়া পুণ্যরূপ বুকপাটা বক্ষে দিয়া শান্তিদায়ক সুসমাচাররূপ আবরক পাদুকা পরিধান করিয়া অটল হইয়া থাক, বিশেষতঃ যাহাতে পাপাত্মার অগ্নিবাণ সকল নিবারণ করিতে সমর্থ হও, এবং বিশ্বাসরূপ ঢাল ধারণ কর, তদ্ভিন্ন পরিত্রাণরূপ শিরস্ত্র মস্তকে দিয়া ঈশ্বরের বাক্যরূপ খড়্গ ধারণ কর, এবং আত্মা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার নিবেদনে ও যাচ্ঞাতে সর্ব্বদা প্রার্থনা কর, এবং তাবৎ পবিত্র লোকের নিমিত্তে কামনা করিয়া

ঐ প্রার্থনাতে নিত্য প্রবৃত্ত হইয়া সাবধান হও।” (ইফি ৬; ১৩, ১৮.) ঈশ্বরের লোক যদি এই প্রকার যুদ্ধ করে তবে যিনি শত্রু দমনার্থে আশারের চরণ দৃঢ় করিয়াছিলেন তিনি স্বীয় পরাক্রম দ্বারা তাহাদিগকে ও জয়ী করিবেন।

পরীক্ষা ও মন্দ ও বিপদ এবং দুঃখের দিন আসিবে। ইস্রাএলের ঈশ্বর তোমাদিগের জন্যে যুদ্ধ না করিলে ও তোমাদিগকে তাহা হইতে রক্ষা না করিলে ও সান্ত্বনা না দিলে, তোমরা কি প্রকারে তাহাদিগের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিবা ও তাহাদের হইতে রক্ষা পাইবা?

অতএব জীবন থাকিতে২ তোমরা আপনাদিগকে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বের অধীনে রাখ “যৌবনাবস্থাতে আপন সৃষ্টিকর্ত্তাকে স্মরণ কর, যেহেতু দুঃসময় আসিতেছে” দুঃখ কিম্বা বিপদ তোমাদের উপরে আইলে ঈশ্বর আশারের প্রতি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেইরূপ প্রতিজ্ঞা তোমাদের প্রতিও করিবেন।

নাড়ীজ্ঞানের আবশ্যকতা।

সকলেই জানেন বৈদ্য শাস্ত্র বিশারদেরা যে ব্যবসায় করেন তাহাতে নাড়ীজ্ঞানই প্রধান কর্ম্ম, কিন্তু পাঠকবর্গ বলিতে পারেন ঐ নাড়ী জ্ঞান কি নিমিত্তে প্রধান হইল কেননা এ বিষয় তাঁহারা বিশেষ জানেন

না, অতএব নাড়ী বিবেচনার বৃত্তান্ত বিশেষ করিয়া লিখিলে বোধ করি পাঠকবর্গ তাহাতে আহ্লাদিত হইতে পারেন।

রক্তপ্রবাহক প্রণালীর নাম নাড়ী তাহার একটা মনুষ্যের করমূলে স্পন্দন করে। বৈদ্যেরা ঐ নাড়ীর ন্যূনাধিক গতি দেখিয়া পীড়ার অনুমান করেন, এবং বয়স ভেদে ঐ নাড়ীর গতির পরিবর্ত্তন হয়। শিশুকালে ঐ নাড়ী এক মিনিটের মধ্যে ১৩০ কিম্বা ১৪০ বার লড়ে এবং যুবকালে তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম ৭২ কিম্বা ৭৫ বার লড়ে; এইরূপে বয়সাধিক্যে ক্রমিক ম্লান হইয়া বৃদ্ধকালে ৬০ বার মাত্র চলে। অতএব যাহারা চিকিৎসা করেন তাঁহাদিগের এই সকল বিশেষ করিয়া জানিতে হয় তাহা না জানিলে চিকিৎসকেরা অবিবেচনা পূর্ব্বক অনিষ্ট করিতে পারেন, কেননা লোকের রক্ত নাড়ীর লঘু স্পন্দন দেখিয়া বালকের নাড়ীর সহজ গমনেতেও বলিতে পারেন বালকের ঘোর পীড়া হইয়াছে। এ বিষয়ে আরো এক দোষ বিবেচ্য আছে তাহা বৈদ্যেরা অনুসন্ধান করেন না। যাহারা অনেক দিবস পীড়িত থাকে, চিকিৎসক নিকটে আসিয়াছেন এই শব্দ শ্রবণেই তাহারদিগের ভয় জন্মে, ভয় হইলেই নাড়ী অতিশীঘ্র চলে তাহাতে স্বাভাবিক অপেক্ষা ১৫। ২০ বার অধিক চলিয়া থাকে। এ বিষয়ে কেলস্স নামক এক বিজ্ঞ কবিরাজ কহিয়াছেন, "ডাক্তর আসিয়া কি জানি কি কহিবে এই ভয়েতে রোগির নাড়ীর গতি পরিবর্ত্ত হয় অতএব চিকিৎসক আসিয়া তৎক্ষণাৎ রোগির নাড়ী দেখিবেন না। পীড়িত লোকের নিকট

কিঞ্চিৎ কাল বসিয়া আলাপ করিবেন আর যদি সে ব্যক্তি চিন্তাযুক্ত থাকে তবে আলাপদ্বারা তাহার ভয় দূর করিয়া নাড়ী দেখিবেন।

চিকিৎসকেরা উক্ত দুই বিষয়েতে বিজ্ঞ হইলেও আরো বিবেচনা করিতে হইবেক যে এক মিনিটের মধ্যে ৭২ বার যাহার নাড়ী চলে তাহার নাড়ীর গতি অধিক হইয়া যদি ৯৮ বার চলে তবে ঐ ব্যক্তির পীড়া হইয়াছে নিশ্চয় কথা, আর যদাপি ঐ নাড়ীর গতি কমিয়া ৫০ বার চলে তবেই স্থির জানিতে হইবেক তাহার অন্তরস্থ রক্ত চালনীয় কলের ব্যতিক্রম হইয়াছে তাহাতে কোন প্রকারেই রক্ষা নাই।

এবিষয়ে আরো সূক্ষ্ম বিবেচনা আছে। যাহার নাড়ী এক মিনিটের মধ্যে ৭২ বারই চলে, সেই ৭২ বার চলিতে ২ তাহার মধ্যে দুই বারের গতি অতি শীঘ্র বোধ হইল কোন বার অত্যন্ত সূক্ষ্ম অনুমান হইল কিম্বা একবার বেগে চলিয়া দ্বিতীয়বার বিলম্বে চলিল অথবা গতির অনুমানই হইল না, এরূপ হইলে অনুমান করিতে হইবেক ঐ ব্যক্তির উদরে কিম্বা করস্থ নাড়ীর সংযোগ স্থানে কোন দোষ জন্মিয়াছে। এবিষয় বিস্তারিত লিখিবার প্রয়োজন নাই বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা পীড়িত ব্যক্তিকে দেখিতে করস্থ নাড়ী এবং উদরের যে স্থানে তাহার সংযোগ আছে তাহা প্রায় বিবেচনা করিয়া থাকেন, কেননা তাঁহারা বোধ করেন যেমন পল্লীগ্রামস্থ লোকেরা স্বদেশীয় জ্ঞানেতে অসন্তুষ্ট হইয়া অধিক জানিবার নিমিত্ত শহরেতে যান

সেই রূপ করস্থ নাড়ীও করে পরিতোষ না পাইয়া উদরে প্রবেশ করে।

নাড়ীর কঠিনত্ব বা ক্ষীণত্ব কিম্বা লঘুগুরু গমন অথবা অন্যান্য গুণ এ স্থলে বিশেষ করিয়া সমস্তই লিখিতে হয় কিন্তু কথোপকথনেতে যে সকল শব্দ ব্যবহার করা যাইয়া থাকে তাহাতে লিখিয়া বুঝান যায় না অতএব আমরা এ স্থলে বিস্তারিত করিয়া লিখিতে পারিলাম না, পরন্তু আর এক বিষয় আছে তাহা না লিখিলে হইতে পারে না মধ্যে ২ বন্ধেতেও নাড়ী পাওয়া যায় না তাহার কারণ এই যে ধাতু ক্ষীণ হইলে উদরস্থ সংযোগ স্থান দিয়া রক্ত আসিতে পারে না অতএব নাড়ী হস্ত স্থল ত্যাগ করে।

[জ্ঞানান্বেষণ—ইং সন ১৮৩৬]

দৃষ্টান্ত কথা।

যাহার যে স্বভাব সে তাহা কদাচ ত্যাগ করিতে পারে না, যদি কুক্কুরকে রাজা করা যায়, তথাপি সে চর্ম্মপাদুকার ভোজন ত্যাগ করে না।

সর্পকে দুগ্ধ পান করাইলে, কেবল তাহার বিষ বৃদ্ধি হয়, এবং মূর্খকে সদুপদেশ দিলে তাহার ক্রোধ বৃদ্ধি হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই, যে মূর্খ ও খলকে সদুপদেশ করা নিষ্ফল।

মৎস্য সর্ব্বদা স্নান করে, ও সর্প বায়ু ভক্ষণ করে, ও মেষাদি গলিত পত্র খায়, ও মূষিক গর্ত্তে থাকে, ও সিংহ বনে থাকে, ও বক সর্ব্বদা ধ্যান করে, ও কলুর গরু নিরন্তর ভ্রমণ করে, ও দেবলব্রাহ্মণ সর্ব্বদা দেবসেবা করে, তাহাতে তাহাদিগের কিছু মাত্র ফল নাই, যেহেতুক মনঃশুদ্ধি নাই। অতএব মনঃশুদ্ধি ব্যতিরেকে স্নান, অভোজন, গলিতপত্র ভোজন, ও গুহাতে বাস, ও বনে থাকা, ও ধ্যান করা, ও নিরন্তর পর্য্যটন, ও দেবসেবা, এ সকল, বৃথা জানিবা।

যদি ফল খাইলে মুনি হয়, তবে বানরও মুনি হইতে পারে, যদি মূল ভক্ষণে ঋষি হয়, তবে শূকরও ঋষি হইতে পারে, যদি জলাহারে তপস্বী হয়, তবে মৎস্যও তপস্বী হইতে পারে, যদি বায়ু ভক্ষণে মুনি হয়, তবে সর্পও মুনি হইতে পারে, যদি অনাহারে তপস্বী হয়, তবে পর্ব্বতও তপস্বী হইতে পারে, যেহেতুক আধুনিক মুনিদের আহার ও ইহাদিগের আহার সমান, অর্থাৎ মনঃশুদ্ধি ব্যতিরেকে কোন নিয়মেতেই কার্য্য দর্শে না।

[কবিতামৃত সিন্ধু।]

দৃষ্টান্ত কথা।

দিবস হইলে শশী প্রভাহীন হয়। বহুকাল কামিনীর যৌবন না রয়॥ সর্ব্বকাল সরোবরে না থাকে কমল। ঘোরমূর্খ কিন্তু দেহ সুন্দর কেবল॥ ধনের গ্রাহক অন্ধা

হয় নরপতি। সজ্জন সকলে দেখ সর্ব্বদা দুর্গতি॥ রাজার নিকটে চলে খলের মন্ত্রণা। এই সাত দেয় শূল সমান বেদনা॥

নাটুয়ার যেমন সকল ব্যবহার। সেইরূপ মনুষ্যের অবস্থা আকার॥ কিছুকাল বাল্যরূপে নানা ক্রীড়া হয়। অনন্তর অন্যরূপ যৌবন সময়॥ কদাচিৎ বিত্তহীনে বিশীর্ণ আকার। কখনো ঐশ্বর্য্য ভোগ করে অঙ্গীকার॥ অনন্তর জরা জীর্ণ বিশীর্ণ আকারে। নাচিয়া বেড়ায় এই আসিয়া সংসারে॥ এইরূপে নানা বেশে হইয়া ভূষিত। যমালয় মশারিতে অন্তে উপস্থিত॥

আমরা ভোজন করি কেবল ভিক্ষায়। পরাজয় করি তুচ্ছ ধন প্রত্যাশায়॥ মহীতলে নিরন্তর করিয়া শয়ন। ঈশ্বরের সঙ্গে কিছু করি আলাপন॥

[বৈরাগ্য শতক।]

বৃষ গর্দ্দভের উপন্যাস।

নগরান্তঃপাতি শাখানগর নিবাসী এক ধনিক বণিক্ থাকেন। তাহার স্ত্রী পুত্রাদি পরিজন ও বহু পশুপাল ছিল এবং ধন্য যিনি পরমেশ্বর তাঁহার প্রসাদে ঐ মহাজনের পশুপক্ষীয় শব্দার্থ বোধ শক্তি ছিল। বণিকের গৃহে এক গর্দ্দভ ও এক বৃষভ থাকে। বৃষ গর্দ্দভশালায় আসিয়া

দেখে যে তাহা সংমার্জ্জিতা বারি সিঞ্চিতা অতি পরিষ্কৃতা আছে ও তাহার আহারাধারে চালনীতে চালিত দিব্য যব নির্ম্মল তৃণাদি অতিশয় আছে। এবং গর্দ্দভ স্বচ্ছন্দে অতিসুখে বিশ্রাম করিতেছে। বণিক্ কেবল দৈবিক প্রয়োজন মতে তৎপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বহির্গমন করত শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিয়া থাকেন।

একদা দৈবাৎ গর্দ্দভবৃষের এ প্রকার পরস্পর কথোপকথন গৃহিব কর্ণগোচর হইল। বৃষভ কহিতেছে হে রাসভ তুমি অভীষ্টান্ন ভোজনে চিরসুখী হইয়া কর্ত্তাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছ তুমি নিষ্কর্ম্মে অকাতরে বিশ্রাম করিয়া থাক, আমি প্রত্যহ অত্যন্ত পরিশ্রমে ক্লিষ্টকলেবর হই, তুমি উত্তম স্বাভাষ্ট যবাদি আহার করিতেছ মনুষ্যেরাও তোমার দেহসেবা করিয়া থাকে এবং কর্ত্তা কদাচিৎ তোমার পৃষ্ঠারোহী হন। আমি সমস্ত দিন লাঙ্গল বহন পেষক যন্ত্র সঞ্চালন পূর্ব্বক নিত্য পরিশ্রমে অতি কষ্টে কালযাপন করিয়া থাকি। তুমি পরম সুখী তোমার প্রবল অদৃষ্ট।

বালেয়, বৃষের এতাদৃশ খেদোক্তি শুনিয়া পরোপকারের পর ধর্ম্ম নাই ইহা ভাবিয়া কহিল হে বৃষ তোমার কাতরোক্তি শ্রবণে আমি ততোধিক কাতর হই অতএব তোমার দুঃখ হরণাভিপ্রায়ে যে পরামর্শ দি তাহা শুন। কৃষক যখন তোমাকে ক্ষেত্রে লইয়া যুগারূঢ় করিয়া দেয় তুমি তখনি অমনি শুইয়া পড়িবা, প্রহার পর্য্যন্ত স্বীকৃত হইয়া উঠিবা না যদিও উঠ পুনর্ব্বার শুইয়া পড়িবা,

যখন তোমাকে গৃহে আনিয়া কলায় প্রভৃতি খাদ্য দেয় অসুস্থচ্ছলে আহার করিবা না। এক দিন, দুই দিন, না হয় তিন দিন পর্য্যন্ত আহারাদি জল গ্রহণ ত্যাগ করিবা তাহাতে কষ্ট ক্লেশ শ্রম পরিশ্রম হইতে পরিত্রাণ পাইবা।

পরে সায়ংকালে কৃষক বৃষকে আহারাদি দিলে বৃষ গর্দ্দভের পরামর্শানুসারে যৎকিঞ্চিন্মাত্র ভক্ষণ করিয়া অনাহারপ্রায় থাকিল। পর প্রত্যূষে লাঙ্গলবাহক ভূমি-কর্ষণাভিপ্রায়ে অনড্বান্কে আনয়নার্থ আসিয়া দেখে যে অনড্বান্ অতি দুর্ব্বলাবস্থায় পীড্যমান্ আছে তাহাতে কৃষি ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয় গৃহিকে জানাইল। বণিক্ পূর্ব্বাপর সমস্ত বিবেচনা করত, বৃষ যে গর্দ্দভের মন্ত্রণা-নুযায়ী কপট পীড়ায় পীড়িত হইয়া শঠতা করিতেছে, ইহা মনোমধ্যে নিশ্চিত জানিয়া তৎপরিবর্ত্তে গর্দ্দভকে যুক্তযোয়ালী করিয়া দিবস সমুদয় ক্ষেত্রকর্ষণ করিতে আ-দেশ করিলেন। কৃষক তদাদেশ পালনে তদনুরূপ করিল।

দিবাবসানে গর্দ্দভ গৃহে আইলে বৃষ কৃতাঞ্জলি হইয়া অতি বিনয়ে তাহাকে কহিল হে মিত্র অদ্য যে আমি ক্লেশ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি তাহা কেবল তোমারি প্রসাদে হইয়াছে অতএব কৃতোপকার স্বীকার পুরঃসর অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইলাম। গর্দ্দভ প্রত্যুক্তিমাত্র না করিয়া অনুতাপ পূর্ব্বক শোক সন্তাপে নিমগ্ন হইয়া মৌনী থাকিল।

পর দিবস যূথপতি পুনরায় গর্দ্দভকে যুক্তযূথ করিয়া সূর্য্যাস্ত সময় পর্যান্ত ক্ষেত্র কর্ষণ করিল। প্রদোষে গর্দ্দভ যোয়ালী ভার প্রযুক্ত বিদ্ধককন্ধর পরিশ্রমে অতি দুর্ব্বল

হইয়া স্বস্থানে আইল। বৃষ তাহাকে এবম্বিধ শ্রান্ত একান্ত বিক্লান্ত দুর্দ্দশাবস্থাগ্রস্ত দেখিয়া কোটি২ কৃতোপকার স্বীকার পূর্ব্বক তাহার অশেষ প্রশংসা করিল। খর মনে২ ভাবিল আমিতো ক্লেশ কষ্ট বিহীন হইয়া দিব্য ভোজন করত পরম সুখে স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছিলাম। পরমঙ্গল চেষ্টায় আমার অমঙ্গল ঘটিল। পরোপকারে বা আমার কোন্ প্রয়োজন। পরহিতে আমার তো বিপরীত হইল।

ইত্যালোচনানন্তর খর বৃষকে কহিল হে মিত্র আমি যে তোমার হিতৈষী হইয়া যাহাতে তোমার মঙ্গল হয় এমত সংপরামর্শই দিতে সচেষ্ট আছি তাহাতো তুমি জান। অদ্য তোমার বিষয়ে কিছু অমঙ্গল কথা শুনিয়া বড়ই ভাবিত হইয়াছি। কর্ত্তা মহাশয় তোমার বিষয় কৃষককে এতাদৃশী আজ্ঞা দিয়াছেন, বৃষভ যদি ক্ষীণাবস্থা প্রযুক্ত স্বকর্ম্মাক্ষম হইয়া থাকে তবে তাহাকে মাংসজীবি স্থানে লইয়া যাও ক্রব্য বিক্রেতা তাহাকে নষ্টজীবন করিয়া তচ্চর্ম্মের কুতু প্রস্তুত করুক। অতএব পাছে শেষে তোমার অমঙ্গল ঘটে এই ভাবনায় ভাবিত হইয়া তোমাকে জানাইলাম। এক্ষণে কি কর্ত্তব্য তদুপায় চিন্তা করহ। তোমার সদা মঙ্গল হয় এই আমার বাসনা।

বৃষ, গর্দ্দভের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে আত্মা সতত রক্ষণীয় ইহা ভাবিয়া তৎসমীপে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করত কহিল আমি পীড়াব্যাজে আর স্বকর্ম্মবিরত হইব না। যূথপতি আইলে অতি ঔৎসুক্য পুর্ব্বক অবিলম্বে যাইব। পরে

সেই সন্ধ্যায় বৃষভ সমগ্র খাদ্য ভক্ষণ করত অবশিষ্ট কিছু মাত্র না রাখিয়া ভক্ষণপাত্র পর্য্যন্ত অবলেহন করিতে লাগিল।

পর প্রাতঃকালে বণিক্ স্বস্ত্রী সমভিব্যাহারে বৃষশালায় গমন করত তথায় উপবেশন করিলেন। কৃষকও আসিয়া বৃষভকে বহিরানয়ন করিল। বলীবর্দ্দ গৃহিকে দেখিয়া প্রাণ রক্ষণাভিপ্রায়ে লাঙ্গুল লাড়ন আস্ফালন পূর্ব্বক হম্বা২ শব্দে শব্দয়মান হইয়া এদিক্ ওদিক্ চতুর্দ্দিকে লম্প ঝম্প করত যথাসাধ্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল। বৃষের এতাদৃশ আস্ফালনাদি ব্যবহার দর্শনে বণিক্ অত্যন্ত হাস্যরসে ঊর্দ্ধমুখে ধরণীপতিত প্রায় হইলেন।

[আরবীয় উপন্যাস]

নিশ্বাস প্রশ্বাসের বিষয়।

কিয়ৎ বৎসর পূর্ব্বে নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগের নিয়ম কেহ বুঝিতে পারিত না, এবং এইক্ষণেও এতদ্বিষয়ের সম্পূর্ণ তথ্যানুসন্ধান হয় নাই, কিন্তু আমরা ইহা নিশ্চয় জানি, যে তাহাতে ফুসফুসির মধ্যে বায়ুর অন্যথা হয়, এবং রক্তেরও অন্যাবস্থা হয়। বায়ু যে অবস্থাতে ফুসফুসির মধ্যে প্রবেশ করে সে অবস্থায় বহির্গত হয় না। তাহার পরিমাণের কিঞ্চিৎ ন্যূনতা হয়, এবং তাহার আগ্সিজিন নামক যে ভাগ, তাহা কিঞ্চিৎ কমে এবং তৎপরিবর্ত্তে

শতাংশের অষ্টাংশ কার্বনিক এসিড গ্রহণ করে। এবং ইহা জলীয় বাষ্পেতে পরিপূর্ণ থাকে। অপর ইহাও সকলে অবগত আছে, যে আর্ত্তেরি এবং বেনের রক্ত একবর্ণ নহে। রক্ত হৃদয় হইতে শরীরে পরিভ্রমণার্থে যখন গমন করে, তখন হিঙ্গুলের ন্যায় লাল দৃষ্ট হয়। কিন্তু যখন পুনর্ব্বার দক্ষিণ বেন্টিকেলে ফিরিয়া আইসে, তখন তেমন লাল থাকে না। রক্তবর্ণ পরিবর্ত্ত ফুসফুসির মধ্যেতেই হয়, এবং বোধ হয়, কারবোনিক পরিত্যাগ দ্বারা এবং ফুসফুসিতে মিলিত আগসিজিন হইতে পরিত্যক্ত কেলোরিক অর্থাৎ উত্তাপ পরিগ্রহণ দ্বারাই ইহা হয়। নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা জীবনের উপযোগি বস্তু বিশেষ প্রবিষ্ট হউক, অথবা জীবনের অনুপযোগি বস্তু বহির্গত হউক কিম্বা তদুভয় হউক, তদ্বিষয়ে আমরা যে কিছু স্থির করি, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যে নিশ্বাস প্রশ্বাসের নিয়ম বিবেচনা দ্বারা জগদীশ্বরের অসীম সৃষ্টি কৌশল স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়।

বোধ হয়, জীব সকলের শারীরিক উষ্ণতা নিশ্বাস প্রশ্বাসে জন্মে যেহেতু বেনের রক্তহইতে আর্ত্তেরির রক্ত অধিক উষ্ণ, এবং হৃদয়ের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বাম পার্শ্ব অধিক উষ্ণ, এবং রক্ত সকল হৃদয় হইতে যত দূরে গমন করে, ততই তাহার উষ্ণতা ন্যূন হয়। বায়ুতে যে কালোরিক অর্থাৎ উষ্ণতা আছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার প্রমাণ এই, যে বায়ু হঠাৎ ঠাসা গেলে আলোক ও উষ্ণতা জন্মে। সম্প্রতি উক্ত উপায় দ্বারা

অগ্নি জ্বালাইবার নিমিত্তে এক যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রশ্বাস দ্বারা যে আগ্‌সিজেন গাস লুপ্ত হয়, বোধ হয় তাহাহইতে কার্বোনিক এসিড জন্মে, কিন্তু আগ্‌সিজেনের উষ্ণতা অপেক্ষা কার্বোনিক এসিডের উষ্ণতা ন্যূন, এইহেতু ঐ দুই গাস রূপান্তর গ্রহণ কালীন ফুসফুসিতে অনেক উষ্ণতা পরিত্যাগ করে এবং এই উষ্ণতা রক্তেতে প্রবিষ্ট হয়, অপর রক্ত যখন শরীরে ভ্রমণ করে, তখন সমস্ত শরীর ব্যাপে। এইরূপে নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা কিঞ্চিৎ উষ্ণতা ফুসফুসিতে থাকে, এবং রক্তের সহিত পরিভ্রমণ করত তাবৎ শরীরে উষ্ণতা ও জীবন প্রদান করে। ইহাতে বিধাতা কর্ত্তৃক নিরূপিত যে মনুষ্য জীবন রক্ষার উপায় তদ্দৃষ্টে অতি আশ্চর্য্য জ্ঞান হয়।

জন্তু সকলের মধ্যে নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত শারীরিক উষ্ণতার সম্বন্ধ আছে। মৎস্য সকল কাঁনুকা দ্বারা রক্ত প্রস্তুত করে, এবং তাহাদিগের শারীরিক উষ্ণতা জলের উষ্ণতার প্রায় সমান। মনুষ্যদিগের গাত্রের সাধারণ উষ্ণতা ফেরেন্‌হিটনামক গ্রীষ্মপরিমাপক যন্ত্রের ৯৬ ডিগ্রির অধিক নহে, এবং মাম্মালিয়া অর্থাৎ স্তনবিশিষ্ট পশুদের রক্ত ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক উষ্ণ। পক্ষি সকলের ফুস্ফুসি বিশেষ প্রকারে নির্ম্মিত ও অন্যান্য জন্তুর ফুস্ফুসি অপেক্ষা বৃহৎ, ইহাদিগের উষ্ণতা মাম্মালিয়া সকলের উষ্ণতা অপেক্ষা অধিক। অপর পক্ষি সকল উত্তম বায়ু ভিন্ন কদাচ থাকিতে পারে না, এবং যে বায়ুতে ইন্দুর স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে, সেই বায়ুতে পক্ষী মরিয়া যায়।

নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা বিধাতার অসীম সৃষ্টির কৌশল ও জ্ঞান প্রকাশ পাইতেছে, কেননা এক মহোপকারক কার্য্যের সাধনার্থে তিনি অতি আশ্চর্য্য ও উপযুক্ত যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এবং যাহার বুদ্ধি আছে সে ব্যক্তি এই সকল আশ্চর্য্য গঠন ও নির্ম্মাণ দর্শনে অবশ্যই জগদীশ্বরকে স্বীকার করিবে।

[হিতোপদেশ—ইং সন ১৮৪৩]

হস্তির বুদ্ধি।

শ্রীরংপটম নামক নগর বেষ্টন কালীন কামান সমূহ এক শুষ্ক নদীর উপর দিয়া লইয়া যাওনের আবশ্যক হওয়াতে এক জন গোলন্দাজ এক কামানের অগ্রভাগে বসিয়া থাকাতে দৈবায়ত্ত এমত স্থানে পতিত হইল যে এক তিল মাত্রে ঐ কামানের গাড়ির পশ্চাৎ ভাগের চাকার দ্বারা তাহার শরীর দলিত হইত ইতিমধ্যে যে হস্তী কামানের গাড়ির পশ্চাৎ ছিল সেই হস্তী ঐ ব্যক্তির দুর্দশা দৃষ্টি করিয়া তৎক্ষণাৎ হস্তিপকের আজ্ঞাপেক্ষা না করিয়া আপন শুণ্ডের দ্বারা ঐ চক্র উত্থাপিত করিল এবং যে পর্য্যন্ত ঐ গাড়ি তাহাকে লঙ্ঘন না করিল সেই পর্য্যন্ত ঐ চক্র ঊর্দ্ধস্থ রাখিল।

[সমাচার দর্পণ—ইং সন ১৮৩০]

উপসর্গ	তদ্বিপরীত	শব্দার্থ	দৃষ্টান্ত
অতি		অগ্রে। অধিক	অতিক্রম, অতিকায়
অধি	অপ	উপর। স্বামিত্ব	অধিকার, অধীন
অনু	অভি	পরে। শ্রেণীপূর্ব্বক	অনুক্রম, অনুবাদ
অন্তর	বাহির	মধ্যবর্ত্তি	অন্তরীক্ষ, অন্তর্গত
অপ	অধি	নীচ। অভাব	অপকৃষ্ট, অপমান
অপি		উপর	অপিধান,
অভি	অনু	সম্মুখ। শ্রেষ্ঠ	অভিমুখ, অভিভূত
অব	আ	নীচে। অসম্ভ্রম	অবতার, অবকৃষ্ট
আ	অব	পর্য্যন্ত। পূণ	আকর্ণ, আচার্য্য
উৎ	অধ	ঊর্দ্ধে। শ্রেষ্ঠত্ব	উৎপন্ন, উৎকৃষ্ট
উপ	দূর	নিকট। ন্যূন	উপদেব, উপগুরু [উপদ্বীপ
দুর	সু	কঠিন। অধম করণ	দুর্লভ, দুর্ব্বল
নি	নির	অন্তর। সম্পূণত্ব	নিপাত, নিবিষ্ট
নির	নি	বাহির। রহিত	নির্গমন, নিরাকার
পরা	প্র	প্রতিকূল।	পরাজয়, পরামনন
পরি		চতুর্দ্দিকে। সম্পূর্ণতা	পরিমাণ, পরিপূর্ণ
প্র		অগ্রে। বর্দ্ধনকারি	প্রস্থান, প্রকাশ
প্রতি		পুনর্ব্বার	প্রতিধ্বনি, প্রতিউত্তর
বি	সং	পৃথক। বিশেষ	বিকার, বিপথ
সং	বি	সহিত। মিলন	সংমিলিত, সংবাদ
সু	দূর	উৎকৃষ্ট	সুপথ, সুহৃৎ

Satyarnaba Press, No. 14 South Road Intally